

182C
C.

900

ডাকৈর
বা
বৈদ্যকুল বিবরণ
১ম খণ্ড

4



প্রতি নানা গ্রন্থের মতামতসারে বাঙ্গলা
ভাষায় পয়ারছন্দে লিখিত।

শ্রীঅনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত ঘটক কর্তৃক
প্রণীত ও সংগৃহীত।

শ্রীকেদারেশ্বর সেন কর্তৃক
প্রকাশিত।



প্রথম সংস্করণ।

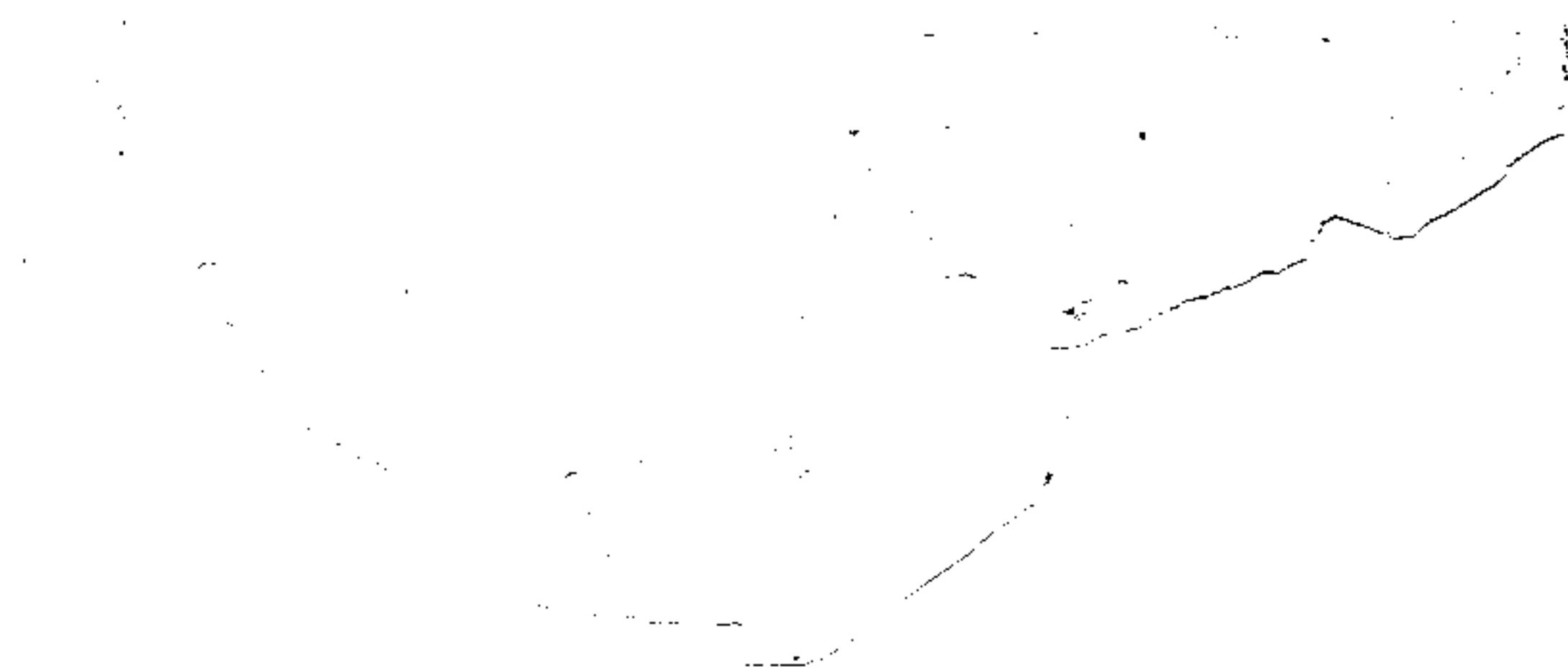
নোয়াখালী,

নোয়াখালী-যন্ত্রে শ্রীশশিভূষণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সন।



মূল্য ১/- এক



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	গোত্র	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ডাকৈর ব্যাখ্যা ও কুলকর্তারজাতি ২১		দত্ত বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৭
ঈশ্বরের রূপ ও সৃষ্টি বিবরণ ১। ৩১০		দেব বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৮
বেদ সৃষ্টি	৩	ধর বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৮
জাতি বেদ	৩। ১৩	কর বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৮
বৈদ্যসৃষ্টির বিবরণ	৪	রাজ বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৮
বৈদ্য বিস্তার বিবরণ	৬	সোম বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৯
গোত্রব্যাখ্যা	৭	নন্দ বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৯
গোত্রনাম	৭	চন্দ্র বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৯
গুপ্ত শব্দ ব্যবহার নিধি	৭	কুণ্ড বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৯
রাজাজাদিশূর বিবরণ	৭	রক্ষিত বৈদ্যের	ঐ	ঐ	২৯
রাজাবল্লভ সেনের বিবরণ	৯	ইন্দ্র বৈদ্যের	ঐ	ঐ	৩০
পালরাজ্য বংশবিবরণ	১০	আদিত্য বৈদ্যের	ঐ	ঐ	৩০
স্বর্ণজ বা স্বজাতীয় জীজাতসম্মান ১৪		নাগ বৈদ্যের	ঐ	ঐ	৩০
অস্বর্ণজ বা পরবর্গীয় জীজাতসম্মান ১৪		সাধ্য কষ্টবৈদ্যগণের শ্রেণী বিভাগ			৩০
বর্ণ শব্দ	১৫	হীন ভাবের হেতু			৩০
প্রতি লোম বর্ণ	১৫	মহাজ্ঞানবাক্য			৩১
বাহ্যতর বিষয়	১৬	প্রাচীন কথা			৩২
অস্ত্রাজ বর্ণ ও যোনি শব্দ	১৬	ব্রহ্মবাক্য			৩৩
মেল পরিচয় ও মেলোন্নতি	১৭	কন্দ প্রমানাদি প্রমান			৩৩
সৃষ্টি ধনস্বর	১৮	দেবীবর ঘটকের বাক্য			৩৪
ঐশ্বর্য ও বৈদ্য বিস্তার	৬ ১৯	ঘটকচূড়ামণি ও রামজীবনেরবাক্য			৩৫
	২০	সম্বন্ধ নির্ণয়ে মতান্তর			৩৬
	২২ ৩৯	শিশুকালেরনাম বিচার শিক্ষা			৩৬
	২৩	মুখ্যষ্টকুল			৩৮
		চিহ্নিতকুল সংখ্যা			৩৮
		বি. সংখ্যা			৩৯
					৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্ঞান সাহসিক	৪০	বাতিমা গ্রামে উচলী	৭৬
কুলোনের দোষ	৪০	সাবেক ডাকৈর	৮০
আটঘরের বৈদ্য কথন	৪০	আটঘরের স্থান	৮০
সাধা বৈদ্য লক্ষণ	৪০	আটঘরের বাহন	৮০
কটে বৈদ্য লক্ষণ	৪১	আটঘরের অলঙ্কার	৮১
অরি বৈদ্য লক্ষণ	৪১	বহরংশ	৮১
কুল পরিচয়	৪১	নূতন ডাকৈর	৮১
আদি সাধাদির জ্ঞান নির্ণয়	৪৩	পণ বিধি	৮২
বংশজ সাধোর স্থান নির্ণয়	৪৬	ব্যবহার বিধি	৮২
শিক্ষাদির শ্রেণী ভেদ	৪৮	দক্ষিণাবিধি	৮২
কটে ও অরি ভাব	৪৯	দাস বৈদ্য মোংগল্য গোত্র বংশাবলী	৮৫
ধনুস্তুরিগোত্র সেনবৈদ্যের বিবরণ	৪৯		
শক্তিগোত্র সেনবৈদ্য	৫৬	বুয়িসেন বংশাবলী	৯১
শিখাল সেন	৬৪	ঘটক বর্ণনা	৯২
কুলবিবরণ	৬৫	চন্দনদান	৯৫
গোত্র ও প্রবর সংখ্যা	৬৯	রাজা সংগ্রাম সাহা	৯৬
মোংগল্যগোত্র চাষুদাস	৭০	পরিনয় সূত্র ও মেল বিচার	৯৬
পন্থদাস বিবরণ	৭৬	ডাকৈর অর্থ ও বাজুদেশ নির্ণয়	
কায়ু গুপ্ত	৭৭	বীজী পুরুষ নির্ণয়	
ত্রিপুর গুপ্ত	৭৭	বৈদ্য গ্রন্থকারগণের নাম	
ত্রিপুরে মাধব বংশ	৭৮		

নিউজপান ।

আদিবংশ বিবরণ মানব মাত্রেই জানিতে বাসনা
 মনে করিয়া এই সূচীপত্রের লিখিত বিষয় সকল
 সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গেল
 অর্থাৎ বৈদ্যকুল বিবরণ
 চিকিৎসার

182C
C.

900

ডাকৈর
বা
বৈদ্যকুল বিবরণ
১ম খণ্ড

4



প্রতি নানা গ্রন্থের মতামতসারে বাঙ্গলা
ভাষায় পয়ারছন্দে লিখিত।

শ্রীঅনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত ঘটক কর্তৃক
প্রণীত ও সংগৃহীত।

শ্রীকেদারেশ্বর সেন কর্তৃক
প্রকাশিত।



প্রথম সংস্করণ।

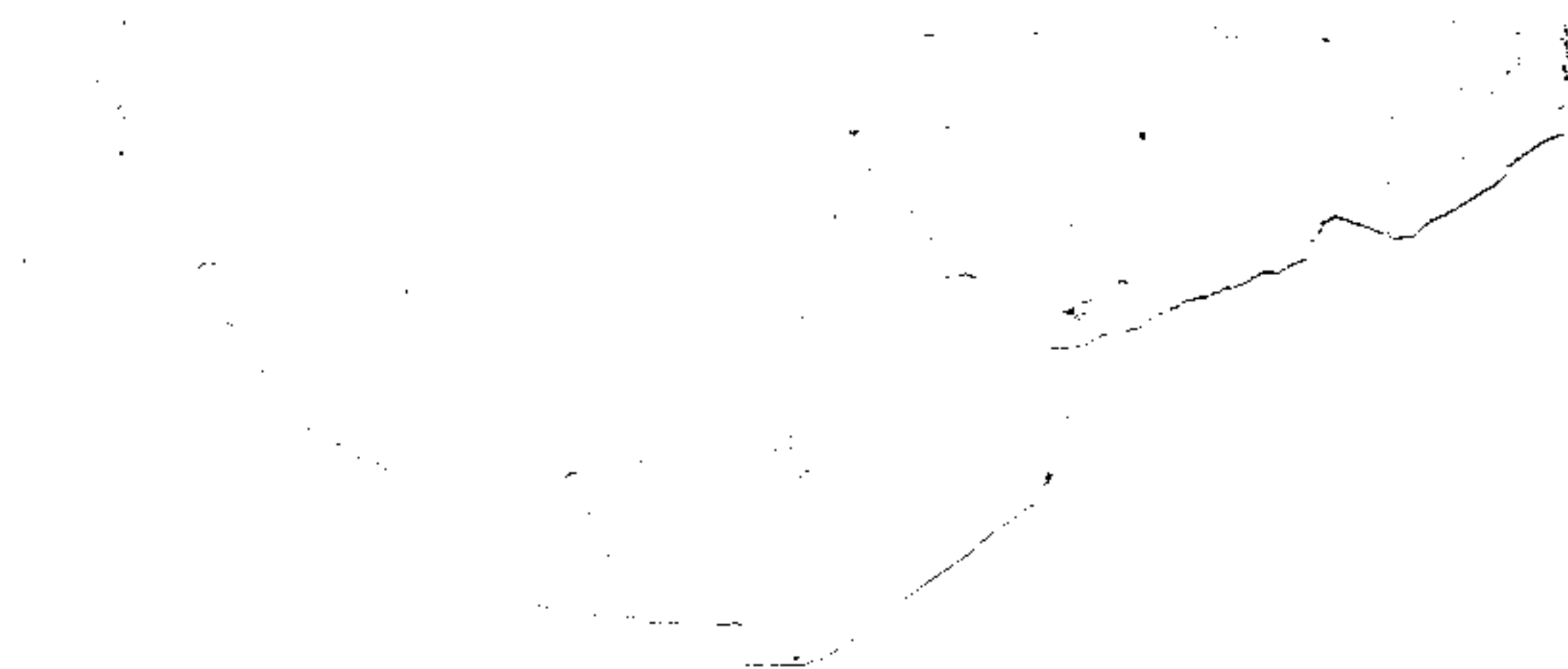
নোয়াখালী,

নোয়াখালী-যন্ত্রে শ্রীশশিভূষণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সন।



মূল্য ১/ এক



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	গোত্র	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ডাকৈর ব্যাখ্যা ও কুলকর্তারজাতি	২১	দত্ত বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৭
ঐশ্বরের রূপ ও সৃষ্টি বিবরণ	১। ৩১০	দেব বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৮
বেদ সৃষ্টি	৩	ধর বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৮
জাতি বেদ	৩। ১৩	কর বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৮
বৈদ্যসৃষ্টির বিবরণ	৪	রাজ বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৮
বৈদ্য বিস্তার বিবরণ	৬	সোম বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৯
গোত্রব্যাখ্যা	৭	নন্দ বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৯
গোত্রনাম	৭	চন্দ্র বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৯
গুপ্ত শব্দ ব্যবহার নিধি	৭	কুণ্ড বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৯
রাজাজাদিশূর বিবরণ	৭	রক্ষিত বৈদ্য	ঐ	ঐ	২৯
রাজাবল্লভ সেনের বিবরণ	৯	ইন্দ্র বৈদ্য	ঐ	ঐ	৩০
পালরাজ্য বংশবিবরণ	১০	আদিত্য বৈদ্য	ঐ	ঐ	৩০
স্বর্ণজ বা স্বজাতীয় জীজাতসম্মান	১৪	নাগ বৈদ্য	ঐ	ঐ	৩০
অস্বর্ণজ বা পরবর্গীয় জীজাতসম্মান	১৪	সাধ্য কষ্টবৈদ্যগণের শ্রেণী বিভাগ			৩০
বর্ণ শব্দ	১৫	হীন ভাবের হেতু			৩০
প্রতি লোম বর্ণ	১৫	মহাজ্ঞানবাক্য			৩১
বাহ্যতর বিষয়	১৬	প্রাচীন কথা			৩২
অস্ত্রাজ বর্ণ ও যোনি শব্দ	১৬	ব্রহ্মবাক্য			৩৩
মেল পরিচয় ও মেলোন্নতি	১৭	কন্দ প্রমানাদি প্রমান			৩৩
সৃষ্টি ধনস্বর	১৮	দেবীবর ঘটকের বাক্য			৩৪
ঐশ্বর্য ও বৈদ্য বিস্তার	৬ ১৯	ঘটকচূড়ামণি ও রামজীবনেরবাক্য			৩৫
	২০	সম্বন্ধ নির্ণয়ে মতান্তর			৩৬
	২২ ৩৯	শিশুকালেরনাম বিচার শিক্ষা			৩৬
	২৩	মুখ্যাপ্টকুল			৩৮
		চিহ্নিতকুল সংখ্যা			৩৮
		বি. সংখ্যা			৩৯
					৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্ঞান সাহসিক	৪০	বাতিমা গ্রামে উচলী	৭৬
কলৌনের দোষ	৪০	সাবেক ডাকৈর	৮০
অটমের বৈদ্য কথন	৪০	আটমেরের স্থান	৮০
সাধা বৈদ্য লক্ষণ	৪০	আটমেরের বাহন	৮০
কটে বৈদ্য লক্ষণ	৪১	আটমেরের অলঙ্কার	৮১
অরি বৈদ্য লক্ষণ	৪১	বহরংশ	৮১
কুল পরিচয়	৪১	নূতন ডাকৈর	৮১
আদি সাধাদির স্থান নির্ণয়	৪৩	পণ বিধি	৮২
বংশজ সাধের স্থান নির্ণয়	৪৬	ব্যবহার বিধি	৮২
শিক্ষাদির শ্রেণী ভেদ	৪৮	দক্ষিণাবিধি	৮২
কটে ও অরি ভাব	৪৯	দাস বৈদ্য মোংগল্য গোত্র বংশাবলী	৮৫
ধনুস্তুরিগোত্র সেন বৈদ্যের বিবরণ	৪৯		
শক্তিগোত্র সেন বৈদ্য	৫৬	বুয়িসেন বংশাবলী	৯১
শিখাল সেন	৬৪	ঘটক বর্ণনা	৯২
কুলবিবরণ	৬৫	চন্দনদান	৯৫
গোত্র ও প্রবর সংখ্যা	৬৯	রাজা সংগ্রাম সাহা	৯৬
মোংগল্যগোত্র চাষুদাস	৭০	পরিনয় সূত্র ও মেল বিচার	৯৬
পন্থদাস বিবরণ	৭৬	ডাকৈর অর্থ ও বাজুদেশ নির্ণয়	
কায়ু গুপ্ত	৭৭	বীজী পুরুষ নির্ণয়	
ত্রিপুর গুপ্ত	৭৭	বৈদ্য গ্রন্থকারগণের নাম	
ক্রীপুরে মাধব বংশ	৭৮		

নিজ্ঞাপন ।

আদিবংশ বিবরণ মানব মাত্রেই জানিতে বাসনা
 মনে করিয়া এই সূচীপত্রের লিখিত বিষয় সকল
 সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গেল
 অর্থাৎ বৈদ্যকুল বিবরণ
 চিকিৎসার

মঙ্গলাচরণ ।

যেই দিব্যকুলনদী, পুণ্যস্রোতেনিরবধি
বহিরে আগত তব পুরে ।

পুন কত দূর যাবে অথবা কি লুকাইবে
সদাধত কলঙ্গী করে ।

সে কুলদারিনী পায় প্রণমি স মনকায়
সতত বাসনা এই পাণে ।

যত বৈদ্য বংশধর, সুখে দুখে নিরন্তর
পূজে কুলনক্ষী শ্রীচরণে

জননীরথাকৈতোষ, পাপেনাহিহররোষ
মুখ্য লক্ষ্য সদা এই রয় ।

বৈদ্যবংশসন্নিধান, আত্মঅধিকারজ্ঞানে
বৈদ্য কলাচার্য্য এইকয় ।

রচিত্তে বাঞ্ছিতমন, বৈদ্যকুল বিবরণ
পুরাও মা বাসনা আসন্ন ।

বে সমৃদ্ধি তুমি দিনে, সদাতব পদবলে
রক্ষাকর সহ শুদ্ধাচার ।

নাহিকিছু ভাষা জ্ঞান, সবিশেষ প্রণিধান
নিবেদন সুধীগণ স্থানে ।

বুদ্ধ আমিভাষা বুদ্ধ, নাহি জ্ঞান শুদ্ধাশুদ্ধ
ক্ষমিবেন সৃজন স্বর্ণে ।

প্রাচীনপদ্ধতিক্রমে, নাগনিয়োলিপিক্রমে
সৃষ্টিহতে ভাব বিবরণ ।

লিখিলাম যথাযথ, ইতিহাস শাস্ত্রমত
শুধুতত্ত্ব করুন গ্রহণ ।

কোথা পূর্বপরিবার, প্রিয়ভদ্রাসনতার
কোথা কুল জনক জননী ।

তন্নয় তনয়া নিয়ে সুখে দুখে দিন বয়ে
কাটাতেন দিবস রজনী ।

গুনহে কুল তনয়, তিলেক কি মনে তা
আকিতব সমৃদ্ধির দিনে ।

যাহাদের স্নেহধার, ধরে তব পরিবার
স্নেহ ডোর আছে কিহে মনে ।

যেইতরু অনাশাখা, কোথায়রয়েছেটাকা
খুলেদিয়ে বিস্মৃতি আঁধার ।

একতরু শাখা কল, ভ্রাতাভগিনীর দল
দেখিতে কি বাসনা তোমার ।

যাঁরা বসে পরপুরে, তবভুত বাঞ্ছাকরে
পুত্র জ্ঞানে করে নিরীক্ষণ ।

কিভাবেরয়েছেতারা, শান্তিতেকিশান্তিহার
ভাবনা কি আসে হে কখন ।

জেনেতঁাহাদেরনাম, সদাহরেমোক্ষকাম
শোধিতে অশোধ্য ঋণ ধার ।

যোগে যুক্ত করতল, বিনান্যয়ে বিনুজল
দিতে সাধ নহে কি তোমার ।

দেখিবে কি ক্রমে২ নানা পুণ্য পিতৃভূমে
তব প্রিয় জনসিতগণ ।

কোনপথেকোনহাটে কোনতটিনীরতটে
করিতেন সদা বিচরণ ।

কোথা কত রম্যস্থলে, কতদিব্যতকমূলে
প্রেমহাট হত সন্মিলন ।

এখনোবেখানেগেলে, তবপরিচয়পেলে
প্রেমাক্রান্তে করে আলিঙ্গন ।

জানিতেতাদেরনাম, কোথাছিলবাসধাম
কোথাহতে কোথা চলে যায় ।

হৃদয়ে বাসনা যদি, এস সঙ্গে হতেআদি
প্রিয় কুল দেখাব তোমার ।

বীজী পুরুষ নির্ণয় ।

জানী জনের নামমতে বীজী ধার্য্য রহে
এক পঞ্চাশতবীজী চন্দ্র প্রভা কহে ॥
বংশ মধ্যে কৃতি ব্যক্তি বীজী নিকৃপণ ।
বীজী পুত্র বহু কৃতী হবে যতজন ॥
কৃতী ব্যক্তিগণ বীজী কেহ কেহ কয়
আনন্দ ঘটক কিন্তু তাতে ঐক্য নয় ॥
আনন্দ ঘটক হয় তাহাতে বিরোধি ।
গোত্র ধার্য্য ব্যক্তিগণ বীজী নিরবধি ॥
আখ্যা বৈদ্য শোলজ্ঞান পূর্ব্বের কথিত ।
গোত্রোদ্ভব বংশধর বীজী নিকৃপিত ॥
বজ্রতে ছিসাটীজন বীজী মাত্র পাই ।
অতিরিক্ত বীজী মাত্র বজ্রে কিন্তু নাই ॥
গোত্র ধার্য্য যাহা হৈতে জগতে রটনা ।
তাহাকেই বীজী বলি ঘটক ধারণা ॥
গোত্রধার্য্য পুরুষেরা বীজী মধ্যে গণ্য ।
গোত্রধার্য্য আদি বংশ সর্ব দেশে মান্য ॥
বীজীভ্রাতা বীজী তবে বীজী পুত্র নয় ।
বীজী পুত্র বিজিবল্য অনুচিত হয় ॥

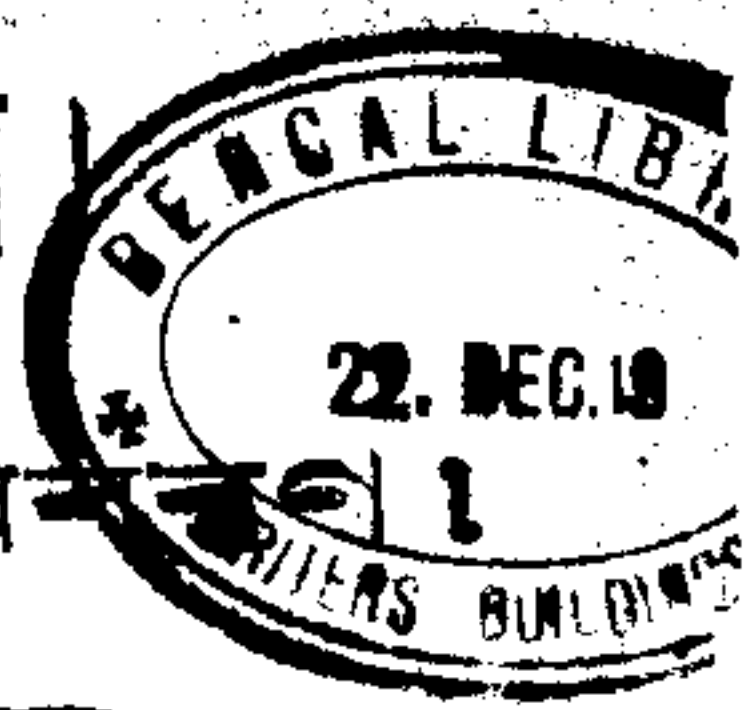
এক বংশে বহু বিজি কখন না হয় ।
গোত্র ধার্য্য বীজী ভ্রাতা হিন্ন বীজী নয়

বৈদ্য গ্রন্থকার নাম ।

ব্যাकरणে পঞ্জিকৃত ত্রিলোচন দাস ।
শুকসেন কৃতটীকা ভূবণে প্রকাশ ॥
শ্রীপতি দাণ্ডেরকৃত পরিশিষ্ট হয় ।
দান সাগর গ্রন্থকৃত বজ্রাল মহাশয় ।
নিদান মাধব কর কৃত প্রতিষ্ঠিত ।
চক্রপাণি দত্তকৃত নিজ নামাঙ্কিত ।
বিজয় রক্ষিত কৃত নিদানের ব্যাখ্যা ॥
বশোধর কৃত কিছু নিজ নামে আখ্যা
রাঢ়স্থ চুর্জয়দাস কুলপঞ্জি কৃত ।
ভরৎ মল্লিককৃত বিভিন্ন বা কত ॥
লক্ষণ কুলপঞ্জিকৃত চণ্ডিবর ।
কার্ণবংশে নরহরি অতি শুদ্ধর ॥
বৈদ্য কুলগ্রন্থ তিনি করেন প্রচার ।
জগতে রয়েছে তার কিস্তি প্রসার ॥

১০৭ ডাকৈর

বৈদ্যকুল বিদ্যালয়



ঈশ্বরের রূপ ও সৃষ্টির প্রকরণ ।

নিরাকার নির্ঝাঁকার ব্রহ্ম নিরঞ্জন ।
কভু তার চক্ষু নাই দৃষ্টি চিরন্তন ॥
কভু তার কর্ণ নাই শ্রুতি অতিশয় ।
হস্ত পদ কিছু নাই সর্ব কার্য্যায় ॥
অনাদি অনন্ত তিনি সত্য পরাংপর ।
সর্বদর্শী অন্তর্গামী দীপ্ত কলেবর ॥
চরাচরে কিছু তাঁর নাহি অগোচর ।
দয়া দণ্ডপানী তিনি সৃষ্টির আকর ॥
সদানন্দ চিদানন্দ সর্বজ্ঞ মুকুন্দ ।
নিরানন্দ কভু নহে কহিছে আনন্দ ॥
ঈশ্বর তাঁহার সংজ্ঞা জানী জন বলে ।
এমত অদ্ভুত কিছু নাহি ভূমণ্ডলে ॥
আদিতে তিনিই ব্রহ্ম নিরাকারময় ।
ব্রহ্মজ্যোতিঃ ভিন্ন আর নাহি কিছু রয় ॥
ছিল না ব্রহ্মাও সৃষ্টি ছিল না সংসার ।
শুদ্ধ ব্রহ্মজ্যোতিঃ ছিল তাও নিরাকার ॥
সাকার হইতে ব্রহ্ম করিয়া মনন ।
আরম্ভিল ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে সৃজন ॥

তিনপুরী সৃজিলেন জগত ঈশ্বর
বৈকুণ্ঠ পাতাল মর্ত্য অতি মনো
হেনকালে মনে চিস্তি ব্রহ্ম নিরাকার
সুন্দর আকৃতি ধরি হলেন সাকার
স্বৈচ্ছাময় পরাংপর জগত আধার
করেন সাকার রূপ জগতে প্রচার
সর্বদিক্ শূন্য দেখি ব্রহ্ম সনাতন ।
ভাবনা করেন তিনি সৃষ্টির কারণ
হরি, ব্রহ্ম এক কথা ভাবেন তখন ।
অন্ধকারময় দেখি এতিন ভুবন ॥
দশ দিক্ অন্ধকার নাহি রাত্রি দিন
অগ্নি জল বায়ু আদি সকল বিহীন
জীব জন্তু কিছু নাই নাহিক অমর ।
তৃণ লতা সব শূন্য নাহি তরুণর ॥
আকাশ পাতাল নাই চন্দ্র দিবাকর
আছেন কেবল মাত্র ব্রহ্ম পরাংপর
সব শূন্যময় হরি করি দরশন ।
স্বৈচ্ছায় সৃজিতে সৃষ্টি করেন মনন
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জগৎ ব্রহ্ম হৈতে ই
সৃষ্টি স্থিতি লয় জগৎ নির্ধারিত রয়

স্বা বিষ্ণু শিব হইতে দেব দেবীগণ ।
 ত যে সৃজন হৈল সখ্যা অগণন ॥
 ধাতা ভাবেন তবে সৃষ্টির কারণ ।
 বিদ্রী সতীরে বিভা করেন তখন ॥
 রি বেদ জীব জন্তু শাস্ত্র ব্যাকরণ ।
 জ্ঞা ও সাবিদ্রী দোহে করেন সৃজন ॥
 ন ঋষি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বহু বিধ জন ।
 মুক্তা চুণী আদি নাহি নিকপণ ॥
 যে করেন সৃষ্টি অসাধ্য বর্ণন ।
 গ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতিগণ ।
 ারূপ সৃষ্টি জন্তু পৃথী সুশোভন ।
 ঠৈ তব জ্ঞাত জন আছে কি ভুবন ॥
 হিন্দু যবন খৃষ্টাদি নানা ধর্ম ক্রতে ।
 াধর সর্বজ্ঞ উক্তি সকলের মতে ॥
 াকার বা নিরাকার যাহা মনে লয় ।
 ঈশ চিন্তা সব ভাল নাহিক সংশয় ॥
 হুল জল দিয়া পূজা হিন্দু মতে বিধি ।
 ফুল জল ভিন্ন কেহ করে নিরবধি ।
 বিবিধ নিয়মে পূজা নাহি কিছু দোষ ।
 মনে যাহা ভাল লয় তাহাতে সন্তোষ ॥
 ঈশ্বর অনন্ত লীলা কে বুঝিতে পারে ।
 অসম্ভব কার্য্য কিন্তু ঈশ যাহা করে ॥
 বেদ মন্ত্র প্রভাবেতে জীবের সঞ্চার ।
 বেদ মন্ত্র যাগ হীনে বুঝিবে কি সার ॥
 সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য করিতেছে যিনি ।
 ঠার কার্য্য বুঝিবে কি অজ্ঞান পরানি ॥
 াধর ইচ্ছায় হয় অসম্ভব কার্য্য ।
 অসম্ভব নাহি তাঁর ইহাই আশ্চর্য্য ॥

বেদের মহিমা তব প্রকাশ কারণ ।
 মুনিগণ প্রাপ্ত হন নহে অল্প জন ।
 বেদ মন্ত্রে মুনিগণ কহে প্রাণ পান ।
 এমত বেদের তব কোথো না অজ্ঞান ॥
 বেদ হৈতে কুশ জন্ম রাম বংশধর ।
 বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম ভুবন ভিতর ॥
 অসম্ভব কথা ইহা কলির মাহাত্ম ।
 অজ্ঞানী বুঝিবে কি বেদ মন্ত্র তত্ত্ব ।
 ঈশ্বরের কার্য্য কিছু অসম্ভব নয় ।
 ঈশ কার্য্য বলি তাহা বিশ্বাস যোগ্য হয় ॥
 সমুদ্রের সীমা স্থির নাহিক নিশ্চয় ।
 পৃথবীর সীমা স্থির তথৈবচ হয় ॥
 যত যাও তত পাও সীমা নাহি শেষ ।
 কেমনে বুঝিবে তব হৈল অবশেষ ॥
 দেখিতে ধরিতে নাহি স্পর্শ বোধে পাই ।
 এমত কত যে আছে অস্ত কিছু নাই ॥
 পৃথী আছে জলোপরে জল আছে কিসে ।
 তাহা কি বুঝিতে পারে ভুবন মাতুষ ॥
 বেদ মন্ত্র যত কার্য্য অসম্ভব হয় ।
 ঈশ্বর কথিত বলি সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥
 বেদ বিধি মতে যদি আচরণ হয় ।
 অবশ্য কুশার মূর্ত্তি জীব সঞ্চারয় ॥
 বেদ মন্ত্রে জীব সৃষ্টি নাহিক অন্যথা ।
 সর্ব ধর্ম মতে আছে অসম্ভব কথা ॥
 বিশ্বাস ঈশ্বর কার্য্যে নাহিক সংশয় ।
 অসম্ভব ঈশ কার্য্য বিশ্বাস যোগ্য হয় ॥
 যীশু যদি ক্রুশ বিদ্ধে মৈরে প্রাণ পায় ।
 বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম অসম্ভব কি তায় ॥

হিন্দু জাতি মধ্যে যজ্ঞ অশ্বমেধ হয় ।
কাটা ঘোড়া মন্ত্ৰ বলে বাঁচে যে নিশ্চয় ॥
কোথা হৈতে ঝড় আসে যায় চলে কোথা
বোঝে কি সামান্য জন ঈশ্বরের কথা ॥
বৃষ্টি কেন বিন্দুরূপে পড়ে হে ধরায় ।
স্থির কি করিতে পাবে মানব সভায় ॥
মৃত্যু ত্যাগ গতি কিন্তু বেকে বেকে হয় ।
তার মর্শ্ব বোঝে শক্তি ভবে কেহ নয় ॥
ভূমিকম্প জলকম্প বজ্রাঘাত কত ।
অগ্নিবৃষ্টি জলস্তম্ভ অসম্ভব যত ॥
দৃষ্টিপথে পড়ে বলি সত্য বলি মানি ।
নতুবা কে বলে তাহা আশ্চর্য্য কাহিনী ॥
ঈশ কৃতকার্য্য যাহা দেখা শুনা যায় ।
কে তাহা অবিখ্যাসকরে সামান্য কথায় ॥

বেদ সৃষ্টি ।

বেদ কর্তা নহে কেহ ব্রহ্মার বচন ।
স্মরণ করেন ব্রহ্মা মূনি ঋষি কন ॥
মূনি ঋষিগণ পূর্ক্স স্মরণের বলে ।
বেদের মহিমা তত্ত্ব জানে ভূমণ্ডলে ॥
ষাগ হীন হয় বলি বেদ অপারক ।
কলিতে আছেন বটে বহুতর ঠক ॥

সৃষ্টির নিয়ম ।

মুখ বাহু উরু পদ হৈতে চারি জাতি ।
জনম হইল বলি বেদে আছে খ্যাতি ॥
মুখ বাহু উরু পদে জন্মিবে সন্ততি ।
কিমতে বিখ্যাস হয় বেদের ভারতী ॥

বেদ সত্য বল যদি হিন্দু জন্ম সত্য ।
হিন্দু ভিন্ন বুঝিবে না বেদের মাহাত্ম্য ॥
বেদ বাক্য যুক্তি মতে নিশ্চয় করিবে ।
ব্রহ্ম হৈতে সর্বজাতি উৎপত্তি জানিবে
সৃষ্টিকর্তা হয় ব্রহ্মা কহে হিন্দুগণ ।
চতুর্গুণ তার নাম বিদিত ভুবন ॥
ছায়ার আকৃতি রূপ স্বর্গে তার ধাম !
চারিমুখ ছিল বলি চতুর্গুণ নাম ॥
আনন্দ মুখেতে জন্ম সনক লভিল ।
নন্দন মুখেতে জন্ম শ্রোত্রিয় হইল ॥
তাম্রমুখে গ্রহ দ্বিজ জন্মিল ভুবন ।
ধূম্রমুখে জন্মিল বৈদিক ব্রাহ্মণ ॥
বাহু হৈতে ক্ষত্র জন্ম উরু হৈতে বৈশ্য ।
পদ হৈতে শূদ্র জন্ম ভুবনে প্রকাশ্য ॥
বেদ মন্ত্ৰ প্রভাবেতে অসাধ্য সাধন ।
বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম এই সে কারণ ॥
অসম্ভব জন্ম কথা সব সত্য বাক্য ।
বেদ মিথ্যা জানে হবে সমস্ত অনৈক্য ॥

জাতিভেদ নিরূপণ ।

পূর্ক্সকালে জাতিভেদ ছিল না কখন ।
ব্রহ্মময় পৃথ্বী হয় এই সে কারণ ॥
যোগী ঋষিগণ ছিল যোগেতে বিবৃত ।
জাতিভেদ প্রয়োজন নাহি ছিল তত ॥
জাতিভেদে মহতত্ত্ব জন্মিবে নিশ্চয় ।
জাতিভেদে গুরু লঘু হয় পরিচয় ॥
ধর্ম্মতত্ত্ব তর্ক বুদ্ধি হইবে যখন ।
জাতিভেদ প্রয়োজন হইবে তখন ॥

ডাকৈয় ।

হিন্দু যবন খৃষ্টাদি জাতিভেদ মানে ।
জাতি প্রধান জন্তু নিজ পক্ষ টানে ॥
গতের সব বস্তু ব্রহ্মার সৃজন ।
ভেদ হয় কিন্তু পেশায় করণ ॥
চিহ্ন বুদ্ধি যার হীন কার্য করে ।
সার নাম মতে জাতি নাম ধরে ॥
জন যে পেশা করে তার বংশধর ।
বশুই হইবে সে পিতৃ অমুচর ॥
জাতি ভেদ হয় কিন্তু এইত বিধানে ।
নাম জন অন্ন লাভে তৃপ্তি নাহি মনে ॥
পাড়ি ডোম মেথরান্ন দেখিবে যখন ।
বৈষ্ণৱ পূর্ণ পাত্র মনে হইবে তখন ॥
নীচ জন অন্ন ভঞ্জে নীচ রীতি হবে ।
জানীর অবস্থা তাহা বর্জিত হইবে ॥

বৈদ্য সৃষ্টির বিবরণ ।

ইন্দ্র গ্রন্থে বসতি করেন ষুধিষ্ঠির ।
একদা আইলা মুনি মৈত্রেয় সুধীর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিলেন পূজা ।
মুনিবর বলিলেন তুমি ধর্ম্ম রাজা ॥
ষুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া মিনতি ।
ঋতুরী জন্ম কথা कह মহামতি ॥
মৈত্র মুনি বলিলেন কথা পুরাতন ।
হৃন্দ পুরাণে লিখে গাঙ্গব বিবরণ ॥
মহর্ষি গালব নামে তেজস্পূর্ণ মুনি ।
তাহার ঘটনা হয় আশ্চর্য্য কাহিনী ॥
একদা গালব মুনি কাষ্ঠের কারণ ।
গহন কাননে যান করিয়া ভ্রমণ ॥

কাষ্ঠ অন্বেষণে মুনি হলেন কাতর ।
তৃষ্ণায় আকুল মন অরণ্য ভিতর ॥
বারি পূর্ণ পাত্র সহ দেখি এক কন্যা ।
মুনিবর বলিলেন তুমি অতি ধন্যা ॥
কিবা নাম কার কন্যা कह পরিচয় ।
কহিব মনের কথা জানিবা নিশ্চয় ॥
রুচি নামে বৈশ্ব রাজা ধার্ম্মিক সুধীর ।
তাহার তনয়া আমি বালিকা শরীর ॥
জলসত্ত যাব আমি পিতার ভবনে ।
বৈশ্ব কন্যা হই আমি জানে বিপ্রগণে ॥
বীরভদ্রা নাম মোর রাখে মম পিতা ।
নিধি লিপি আছে যাহা করেন বিধাতা ॥
তৃষ্ণায় কাতর মুনি ক্রান্ত যে শরীর ।
জলপান জন্য বড় হলেন অস্থির ॥
জলদান করিলেন কলসী সহিত ।
জল প্রাপ্ত মুনিবর হৈল পুলকিত ॥
অর্দ্ধ জলে স্নান করা হৈল ত্বরান্বিত ।
বাকি জল পানে মুনি স্নান কায়চিত ॥
তব জল পানে হৈল মম স্নান মতি ।
মম বরে হবে তুমি সাধু পুত্রবতী ॥
কন্যা বলে মুনিবর করিলে কি কার্য্য ।
বিবাহ না হয় মম কথা অনিবার্য্য ॥
গালব মুনি চিন্তা করি কহিল বচন ।
মুনিগণ নিকটেতে করহ গমন ॥
সকল বৃত্তান্ত তব করিয়া জিজ্ঞাসা ।
বেদ মন্ত্র বিধানে করিব মিমাংসা ॥
মুনিগণ নিকটেতে স্থরিত গমনে ।
কহিল সকল কথা ঋষিগণ স্থানে ॥

মুনি ঋষিগণ করে বেন উচ্চারণ
কুশাতে পুতুলী এক করিল সৃজন ॥
বীরভদ্রার কোড়ে তাহা করিয়া অর্পণ ।
প্রাণ দান দিল তাহে করিয়া যতন ॥
বেদের বিধান মতে করি আচরণ ।
বীরভদ্রার পুত্রের হৈল জীব সঞ্চারণ ॥
শিশুর হইল বর্ণ কাঞ্চন সদৃশ ।
শিষ্ট শাস্ত্র সাম্য যুক্তি মেমন মহেশ ॥
বৈশ্বকন্যা কোড়ে দেখি বেন জন্মা শিশু ।
মুনিগণ হইলেন প্রফুল্লিত আশু ॥
বেদ হইতে জন্ম বলি জাতি হৈল বৈদ্য ।
পৃথিবীর প্রাণীগণ সব তার বাধ্য ॥
জননীর কোড়ে কুলে পালিত হইবে ।
তজ্জন্য অশ্বষ্ঠ নাম জগতে ঘোষিবে ॥
মুনিগণ বাক্যে হৈল নাম অমৃতচার্য্য ।
ধন্বন্তরি বলি কেহ করিলেন ধার্য্য ॥
অক্ষত যোনী বীরভদ্রা পিতার ভবনে ।
লইয়া গেলেন শিশু পালন কারণে ॥
দিনে দিনে বারে শিশু ধর্ম্মেতে তৎপর ।
পরম সুন্দর রূপ যেন শশধর ।
মুনিগণ আজ্ঞামতে লভে আয়ুর্কৌদ ।
দেবতা সদৃশ যেন নাহি কিছু ভেদ ॥
মাতৃ স্থানে ছিল বলি হৈল বৈশ্বাচার ।
আয়ুর্কৌদ শিক্ষা তার হৈল চমৎকার ॥
মুনিবরে হইলেন বৈদ্য শাস্ত্র জানী ।
বিদ্যার প্রভাবে তিনি হইলেন মানী ॥
অশ্বষ্ঠামৃতচার্য্য ধন্বন্তরি নাম ।
যাহার শরণ মাত্র থাকে না ব্যারাম ॥
ইতি মৈত্রেয় মুনি বাক্য ।

বেদ হৈতে জন্ম বলি জাতি হৈল বৈদ্য ।
তাহাকে অশ্বষ্ঠ বলি জগতে প্রসিদ্ধ ॥
অশ্বষ্ঠকে ব্রহ্মপুত্র কহে শঙ্খ মুনি ।
পুরাণের কথা ইহা ঋষি বাক্য শুনি ॥
ইতি শঙ্খ মুনি বাক্য ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতি সনে ।
অসবর্ণে পরিণয় শাস্ত্রের বিধানে ॥
বিবাহের রীতি ছিল কহে মুনিগণ ।
নানা শাস্ত্রে লিখে তাহা দেখি অশ্বক্ষণ ॥
সবর্ণেতে তিন পুত্র অসবর্ণে তিন ।
যষ্ঠ পুত্র দ্বিজ গণ্য নহে কিছু হীন ॥
উচ্চজাতি নারী আর নিম্নজাতি নরে ।
নাহিক বিবাহ বিধি শাস্ত্র অমুসারে ॥
যদিচ কখন তাহা কার্য্যে পরিণত ।
অবশ্য পতিত তারা শাস্ত্র বিধি মত ॥
ব্রাহ্মণ বৈশ্যের কন্যা শাস্ত্র বিধি মতে ।
বিবাহে অশ্বষ্ঠ জন্ম প্রকাশ জগতে ॥
অশ্বষ্ঠকে বৈদ্য বলে কহে শঙ্খমুনি ।
বেদ জন্ম অশ্বষ্ঠকে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ জানি ॥
যষ্ঠ বিধ দ্বিজ সেবা করে শূদ্রগণ ।
শূদ্রের সম্মান বৃদ্ধি এই সে কারণ ॥
শূদ্র কন্যা বিবাহের ছিল পূর্ব রীতি ।
তার পুত্র দ্বিজ নহে শাস্ত্রের ভারতী ॥
প্রণবাদ বড়ক্ষর মন্ত্রেতে তাহার ।
অধিকারী নহে শূদ্র শাস্ত্রের বিচার ॥
কায়াতে কায়েহ জন্ম কেত কহ বলে ।
কায়েহেরা দ্বিজ তুল্য নাহি শাস্ত্র মূলে ॥
কায়েহ শূদ্রের মধ্যে না দেখি প্রভেদ ।
ক্রেমেনে করিবে তারা শাস্ত্রের বিভেদ ॥

শু পিতা শূদ্রা মাতা একপ সন্তান ।
এন কায়েস্থ তারা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
এ হৈতে কায়েস্থের রা খিবার বিধি ।
শাস্ত্রেতে লিখিত আছে দেখি পূৰ্ণাবধি ॥

ইতি মন্বাদি ঋষি বাক্য

বৈদ্য বিস্তার বিবরণ ।

বৈদ্যের আদি পুরুষ অশ্বষ্ঠ ধনুস্রি ।
তার সম ব্যক্তি নাই শাস্ত্র অধিকারী ॥
অম্বণ করিলে যার ব্যাধি মুক্ত হয় ।
তাহার বংশের যাহা আছে পরিচয় ॥
কহিব সকল কথা শাস্ত্রের বিধানে ।
যাহা আমি জানিয়াছি বেদ ও পুরাণে ॥
মুনিবরে প্রাপ্ত তিনি স্বর্গ বৈদ্য কন্যা ।
জগতে হইবে তারা বহু মতে মান্যা ॥
স্বর্গ বৈদ্য রাজ হন অশ্বিনীকুমার ।
সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট নামে ত্রিকন্যা তাহার ॥
বিদ্যা বুদ্ধি রূপে গুণে কেহ কম নয় ।
তিনজনে বিদ্যা আখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয় ॥
সিদ্ধি বিদ্যা জ্যেষ্ঠ কন্যা ভুবন বিদিতা ।
দ্বিতীয়েতে সাধ্যবিদ্যা নামে প্রসংসিতা ॥
তৃতীয়েতে কষ্ট বিদ্যা বহু গুণাযিতা ।
তিন কন্যা রূপে গুণে ভুবনমোহিতা ॥
উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সমর্পণ জন্য ।
স্বর্গ মর্ত্য দুই স্থান ঘুরে হন ক্ষুণ্ণ ॥
মর্ত্যেতে অশ্বষ্ঠগণ বৈদ্য কুলমণি ।
তৎসম ব্যক্তি নাই মনে ভাল জানি ॥

অশ্বষ্ঠ অমৃতার্চ্য সর্ক গুণাযিত ।
তার স্থানে কন্যা দান করে বিধিমত ।
সিদ্ধি সাধ্য কষ্ট বিদ্যা এই তিন জন ।
তিন বিদ্যা সহ স্মৃথে থাকেন ভুবন ॥
সিদ্ধি বিদ্যার সন্তান প্রধান হইবে ।
সিদ্ধবৈদ্য বলি তারা সম্মান পাইবে ॥
সাধ্য বিদ্যার সন্তান মধ্য ভাবে রবে ।
সাধ্যবৈদ্য বলি তারা প্রতিষ্ঠিত হবে ॥
কষ্ট বিদ্যার সন্তান মানি হৈতে চাবে ।
কষ্টবৈদ্য বলি তারা আদর না পাবে ॥
সিদ্ধি বিদ্যার তিন পুত্র সেন দাস ওপু ।
বিদ্যার প্রভাবে তারা হৈল বিশ্ব ব্যাপ্ত ॥
সাধ্যবিদ্যার দশ পুত্র সংসার বিদিত ।
দত্ত দেব ধর কর আছে পরিচিত ॥
রাজ সোম নন্দি চন্দ্র কুণ্ড ও রক্ষিত ।
এই দশ পুত্র হয় বিখ্যাত পণ্ডিত ॥
কষ্টবিদ্যার তিন পুত্র বিখ্যাত ভুবন ।
ইন্দ্রাদিত্য আর নাগ এই তিন জন ॥
হইল ষোড়শ পুত্র শাস্ত্রের নির্ণয় ।
বৈদ্য কুল স্মৃতগণ জান পরিচয় ॥
সিদ্ধি সাধ্য কষ্ট নামে মূল ষোল জন ।
তাহাদের নাম সব হইল বর্ণন ॥
কুল গ্রন্থ যত আছে রাঢ় বঙ্গদেশে ।
বিচার করিয়া সব দেখা যায় শেষে ॥
ষোলজন অষ্টত্রিংশ গোত্র নিশ্চিত কথা ।
লিখা পড়া আছে বটে কে করে অন্যথা ॥
উহাদের প্রতিজনের নামে হবে আখ্যা ।
উপাধির নাম বটে এই তার ব্যাখ্যা ॥

খোল জনের বংশধর ছিষটি জন হয় ।
 আটত্রিশ গোত্রে তারা দীক্ষিত নিশ্চয় ॥
 বৈদ্যের প্রসিদ্ধ স্থান রাত আর বঙ্গ ।
 বঙ্গীয় বৈদ্যগণের কহিব প্রসঙ্গ ॥
 আখ্যা বৈদ্য খোলজন বিখ্যাত ভুবনে
 ইহা ভিন্ন বৈদ্য নাই বলে বিজ্ঞ জনে ॥
 কথিত ষোড়শ বিজ্ঞীর ছিষটি সন্তান ।
 তাহারাই আদি পুরুষ বঙ্গের প্রধান ॥
 ছিষটি জনের অষ্টত্রিংশ গোত্র হয় ।
 বিস্তৃত বর্ণনা তার করিব নিশ্চয় ॥
 পঞ্চ কোটি মহারাষ্ট্র বৈদ্য প্রতিষ্ঠিত ।
 ত্রীখণ্ডের নরহরি বৈদ্য কুল স্থিত ॥
 তার বংশধর করে গুরুতা ব্যবসা ।
 রাত দেশে গেলে পাবে গুণিতে প্রশংসা ॥

গোত্র ব্যাখ্যা ।

গোত্র শব্দের প্রতি শব্দ আদি আর বীজি ।
 গোত্রের নির্ণয় ভিন্ন না হয় কুলাজী ॥
 বৃদ্ধগণ বলিতেছেন গোত্রার্গ গুরু ।
 বংশের আদি পুরুষ যাহা হৈতে শুরু ॥
 প্রবর শব্দে বুঝি প্রবর্তক যিনি ।
 গুরুর সাহায্যকারী পুরোহিত তিনি ॥
 গুরু প্রবর দুই নাম জগতে আরাধা ।
 আনন্দ করিল ব্যাখ্যা যাহা আছে সাধা ॥

গোত্র নাম ।

আদ্য শক্তি ধনস্তরি আর বৈদ্যানর ।
 মোংগল্য কৌশিক আর বশিষ্ঠ পরাশর ॥

শালকায়ন বাৎস্য গোত্র কৃষ্ণাভ্যেয় ।
 আদিরস তরঙ্গাজ আর মার্কণ্ডেয় ॥
 আলমায়ন * শাণ্ডিল্য আর জামদগ্ন্য ।
 আদিত্য কাশ্যপ আর গোতম মহামান্য ॥
 আর্যেয় সাবর্ণী ধ্রুব বিষ্ণু ঋষি গোত্র ।
 বজ্রতে চক্ৰিশ গোত্র প্রতিষ্ঠিত যাত্র ॥
 আর বাকী চৌদ্দ গোত্রনাহি বঙ্গ দেশে ।
 মহারাষ্ট্র রাত দেশে পাইবে তালাসে ॥
 বৈদ্যমধ্যে অষ্টত্রিংশ গোত্র ভিন্ন যদি হয় ।
 তবে তাকে গুরুতাগী জানিবে নিশ্চয় ॥

গুপ্ত শব্দ ব্যবহার বিধি ।

বৈশ্যের পদ্ধতি গুপ্ত কহে মুনিগণ ।
 মাতৃকুলাচার অন্য বৈদ্য গুপ্ত কন ॥
 আখ্যাবৈদ্য নাম অস্ত্রে গুপ্ত বলা হয় ।
 গুপ্ত পরিচয়ে বৈদ্য জানিবে নিশ্চয় ॥

রাজা আদিশূর বিবরণ ।

গণপতি পদে চাই ভক্তি অধিকার ।
 পুষ্পাঞ্জলি করযোড়ে করি নমস্কার ॥
 পিতৃব্য মহেশচন্দ্র ঘটক বিশারদ ।
 কুলজের শিরমণি সর্ব সভাসদ ॥
 গুরুতুল্য ভক্তি করি কহেন আনন্দ ।
 সর্বদায় মুক্তি হয় শরণে মুকুন্দ ॥
 জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কুলাবলী নামে ।
 বৈদ্যভাব লিপি করেন বিদগ্রাম ধামে ॥

* আলমায়ন ইতি খ্যাত ।

তাহা হৈতে সারি কথা বাছিয়া লইয়া
মম সাধ্য মতে তাহা কহি প্রকাশিয়া ॥
বিক্রমপুরে ছিলেন বিক্রম আদিত্য ।
পঞ্চভটি সভা ছিল জানি তার তত্ত্ব ॥
তর্কশ্রুতি কাব্য সর্ব শাস্ত্রের পণ্ডিত ।
কত গুণবস্ত্র জানে ছিলেন মণ্ডিত ॥
মৌংগলা গোত্রজ হয় রাজা আদিশূর ।
বিপুল বিক্রম বলি সম্রাট প্রচুর ॥
পুত্রপ্ৰাপ্তি জন্য রাজা করে মনস্কাম ।
বিপ্র জন্য পাঠাইল কান্য কুজ ধাম ॥
বিধি মতে যজ্ঞ পূর্ণে হবে সুসন্ধান ।
ব্রাহ্মণ আনেন তিনি বাগসের সমান ॥
পঞ্চ বিপ্র সহ আসে শূদ্র পঞ্চজন ।
অমর মাল্য সহ গেল রাজার সদন ॥
বস্ম চন্দ্র পরিধেয় শুনি আদিশূর ।
স্বব স্তুতি মনে ছিল সব হৈল দূর ॥
বিপ্রগণ রাজ মনে অবজ্ঞা জানিয়া ।
দ্বিজগণ মাল্য সহ ফিরে ক্ষুঃ হৈয়া ॥
রামপালে ছিল এক আদিশূর পুরী ।
পুরীর দক্ষিণে ছিল মৃত যে গজারি ॥
অমর মাল্য রাখি দিল তাহার উপর
ভাগ্য দোষে আদিশূর হৈল না অমর ॥
বর মাল্য প্রাপ্ত হৈল জীবিত গজারি ।
রাজা ভাবে বিপ্র পদ কেন তুচ্ছ করি ॥
মৃতবৃক্ষ বাঁচি উঠে দেখিয়া রাজন ।
রাজাভাবে বিপ্রগণ নহে সাধারণ ॥
যজ্ঞ তন্য স্তুতি করে বিপ্র পদ ধরি ।
রাজাবলে কমা কর আমি আজ্ঞাকারী ॥

বিধিমতে যজ্ঞ পূর্ণ করে দ্বিজগণ ।
রাজার সন্ধান হৈল অতি সুশোভন ॥
যজ্ঞ ফল দেখি রাজা মনে পুলকিত ।
বিপ্রগণে স্থান দিল অতি মনোনিীত ॥
হেনমতে পঞ্চবিপ্র রাখেন রাজন ।
বিপ্রগণ সঙ্গে আসে আর পঞ্চজন ॥
রাজা বলে বিপ্রগণ কর অবধান ।
তব সঙ্গি নাম গুণ করহ বাখান ॥
ভট্টনারায়ণ কহে গুনহ রাজন ।
মম সঙ্গিগণ নাম করিব বর্ণন ॥
মম সহ আসিয়াছে মকরন্দ ঘোষ ।
দক্ষ বিপ্র সহ আসে দশরথ বোষ ॥
ছান্দর ঠাকুর আনে কালীদাস মিত্র ।
কায়েস্থ বংশে ইহার। অতীব পবিত্র ॥
সুবিজ্ঞ শ্রীহর্ষ সনে বিরাট গুহ আসে ।
গুহ নাম শুনি নাকি সভাজন হাসে ॥
মানভঞ্জে গুহ বঞ্চে করিল পয়ান ।
কায়েস্থ কুলাজী গ্রহে রয়েছে প্রমাণ ॥
বেদ গর্ভ সহ আসে পুরুষোত্তম দত্ত ।
দত্ত বলে আমি কিন্তু কারো নহে ভৃত্য ॥
পঞ্চজন বাক্য শুনি আদিশূর রাজা ।
দত্তজীকে বলিলেন তুমি হীন তেজা ॥
তজ্জন্য হইবে দত্ত অর্দ্ধ কুল মানি ।
আর বাকী চারি জন কুল শিরমণি ॥
তবু রাজা বিপ্র সহ দিল পঞ্চ গ্রাম ।
সকল থাকেন সুখে লয়ে রাজ নাম ॥

ইতি রাজা আদিশূর কাহিনী ।

রাজা বল্লাল সেনের বিবরণ ।

বৈদ্যনর গোত্রোদ্ভব যুবক সেন হয় ।
প্রকাশ্য হেমন্ত নাম ইতিহাসে কর ॥
তনয় ধীসেন তার দিগ্বিজয় করে ।
দিগ্বিজয়ে দেখে সবে সত্তর অন্তরে ॥
রূপ গুণবন্ত যেন ভাস্কর উদয় ।
শৌর্য্য বীর্য্য দেখি তার দেবে করে ভয় ॥
আদিশুর রাজকন্যা পদ্মিনী আকার ।
বিদ্যা বুদ্ধি রূপ গুণ অতি চমৎকার ॥
বিবাহের যোগ্য দেখি রাজা মনে ভাবে ।
মম কন্যা যোগ্য ঘর কোথায় মিলিবে ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী রাজাকে দেখিয়া ।
কন্যা দান অভিপ্রায় কহে বিস্তারিয়া ॥
আদিশুর রাজবাক্যে বিজয়রাজা রাজী ।
ঘটক কহিল গোত্র নামাদি কুলাজী ॥
দিগ্বিজয়ী হেতু নাম হইল বিজয় ।
বিজয় রাজে কন্যা দান করে সে সময় ॥
বিজয় রাজের পুর জন্মিল বল্লাল ।
কালী বাসী ঢাক ঢোল বাজে করতাল ॥
অসীম ক্ষমতা হৈল শিশুকালে তার ।
দিক্ দিগন্তরে হল কীর্ত্তি সুবিস্তার ॥
সর্বশাস্ত্র বিশারদ বল্লাল হইলা ।
অল্প শত্রু বুদ্ধ বিদ্যা সকল শিখিলা ॥
নানা দেশে যুদ্ধ করি দিগ্বিজয়ী হল ।
অসীম ক্ষমতা জন্য গৌরব লভিলা ॥
দান সাগর নামে গ্রন্থ করেন রচনা ।
জগতে রহিবে কীর্ত্তি মনের বাসনা ॥

কোলিত ব্যবস্থা রাজা করিয়া স্থাপন ।
সর্বদেশে হইলেন প্রতিষ্ঠা ভাজন ॥
দিল্লীধর হইলেন বল্লাল ভূপতি ।
সর্বত্র বিস্তৃত হল বিপুল সুখ্যাতি ॥
সপ্তগ্রাম নবদ্বীপ আদি গৌড় দেশ ।
পুণ্যস্থান কামরূপ কামেক্ষা প্রদেশ ॥
মিথিলা কলিঙ্গ দেশ গৌরব বিশেষ ।
সুবর্ণগ্রামে রাজধা । অবশেষ ॥
শ্রীক্ষেত্র প্রয়াগ আর বারাণসি ধাম ।
রাজধানী ছিল বলি সর্ব দেশে নাম ॥
ষাদশ স্থানের মধ্যে ছিল রাজধানী ।
রামপাল তুল্য নহে কোন স্থান জানি ॥
বিক্রমপুর মধ্যে হয় রামপাল স্থান ।
অমর গজারি ~~ক~~ আছে বর্তমান ॥
রামপালে রাজধানী অতীব সুন্দর ।
বাড়ীর দক্ষিণে আছে অমর তরুণর ॥
রাজ রাধেশ্বর ছিলেন বল্লাল ভূপতি ।
রামপাল করিলেন চমৎকার অতি ॥
অট্টালিকা দীঘী পুনী সজ্জিলেন কত
সর্বশাস্ত্র বিশারদ রাখেন অবিরত ॥
এক মাইল বিস্তৃত বল্লালের দীঘী ।
এইরূপ জলাশয় কোথাও না দেখি ॥
দীঘীর উত্তর পারে বল্লালের বাড়ী ।
বাড়ীর দক্ষিণে আছে জীবিত গজারি ॥
বিপ্র কুলাচারে রাজা হীনতা দেখিয়া ।
বিজগণে বলিলেন বিনয় করিয়া ॥
আচার বিনয় বিদ্যাদিক্ত যেই কুল ।
প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনে সুনীতি বহুল ॥

নিষ্ঠাবৃত্তি তপ দান করিবেন যারা ।
 নবগুণ যুক্ত বলি কুলীন তাঁহারা ॥
 পঞ্চবিধ মধ্যে হৈল ছাপ্পান তনয় ।
 শাস্ত্র বিধিমতে তারা করে পরিণয় ॥
 ছাপ্পান জনের ছিল ছাপ্পানটি গ্রাম ।
 স্মৃতেতে বাস্তব্য করে লয়ে রাজনাম ॥
 গ্রাম নাম মতে ~~হল~~ ব্রাহ্মণের গাই ।
 বিজ্ঞাতি ভিন্ন ই কিস্ত নাই ॥
 নবগুণ যুক্ত দোষ ব্রহ্মগণ বলে ।
 আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানে আর কুলে ॥
 অতঃপর বল্লল সেন বিপ্র বাধ্য জন্ত ।
 কুলীন হইল বিপ্রের সকলের মাত ॥
 ব্রাহ্মণের কুল মেল বন্ধন করিয়া ।
 ব্রাহ্মণ রাখেন বাধ্য বেদান্ত ভাবিয়া ॥
 ব্রহ্ম জাতি প্রতি দৃষ্টি হইল তখন ।
 ব্রাহ্মণের কোলিত্ত প্রথা করিয়া স্থাপন ॥
 বৈদ্য শূদ্র সর্ব জাতির উঠা পড়া কুল ॥
 অকুলেতে কার্য্য হৈলে না হবে নিশ্চল ।
 ঘোষ বোষ গুহ মিত্র শূদ্রের প্রধান ॥
 দত্তজিকে করিলেন অর্কেক সম্মান ।
 বৈদ্য শূদ্র জাতি মধ্যে প্রধান কুলীন ॥
 অকুলীন কার্য্যে হবে সম্মান বিহীন ।
 শূদ্রজাতি মধ্যে যারা বিদ্যায় পণ্ডিত ॥
 কায়েন্দ্ৰ বলিয়া তারা হইবে সংজ্ঞিত ।
 বল্লালের পুত্র হৈল লক্ষণ মহামতি ॥
 সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ যশাস্বিত অতি ।
 মেল বন্ধন সমন্বয় কুল কার্য্য যত ॥
 লক্ষণ করেন সব সংসারে বিদিত ।

তদবধি কুল বিধি রহিয়াছে ভাবে ।
 সর্ব দেশে কুল আছে কুল নাহি যাবে ॥

পাল রাজবংশ বিবরণ ।

বৈদ্যজাতি শক্তিগোত্র পালরাজ্য হয় ।
 পালরাজ বংশধর কৃতী অতিশয় ॥
 পালরাজ বংশ কত বিবাহের জন্য ।
 হেমন্ত সেনকে দেয় জানি অতি মান্য ॥
 পালবংশ কন্যা হয় বিজয়ের মাত ॥
 বল্লল সেনের হয় বিজয় রাজা পিতা ॥
 পাল বংশে পাল খ্যাতি মান্য জন্য হয় ।
 পাল শব্দে মহত্ত্ব আছে অতিশয় ॥
 সেই হেতু পালবংশে পাল শব্দ খ্যাতি ।
 অসীম ক্ষমতা পালে তাহাই সূখ্যাতি ॥
 শূদ্র মধ্যে পাল বলি আছে কোন জন ।
 শূদ্রপাল, রাজপাল, ভিন্ন ভিন্ন হন ॥
 শূদ্রজাতি পাল বংশে তিন গোত্র কয় ।
 কাশ্যপ শাণ্ডিল্য আর ভরদ্বাজ হয় ।
 কায়েন্দ্ৰ কুল নির্ণয়ে লিখেছে নিশ্চিত ।
 গ্রন্থ কহে পাল রাজ্য বৈদ্য কুলস্থিত ॥
 সংহিতা পুরাণ আদি শাস্ত্র অনুসারে ।
 জাতি সৃষ্টি আদি পুন্ম লিখিব বিস্তারে ॥

সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ

বিবরণ ।

অব্যক্ত অনন্ত নিত্য বিশ্ব প্রসবণ ।
 অরূপাপ রূপে ব্যাপ্ত অনন্ত ভুবন ॥

কারণ পয়োষি তিনি প্রলয় সাগর ।
 পলকে বিধের রাশি পলকে অস্তর ॥
 পূর্ণ সিদ্ধ প্রতি বিষ্ণু মধ্যে পূর্ণ কার ।
 যদিও বিমুগ্ধ জীব দেখিতে না পার ॥
 কোটি কোটি বিশ্ব বীর বিশ্ব তুল্য হয় ।
 ভাবিতে চিত্ত কি তাঁরে বিমোহিত নয় ॥
 জনক সৃজন করে জননী উদরে ।
 জননী সন্তান ধরে আশ্র দেহান্তরে ॥
 নিরবধি দিব্য দেহে বহে সৃষ্টি ধার ।
 কল্পনা রূপিনী সেই জননী আমার ॥
 এমন জননী নাম নিতে লজ্জা হয় ।
 নিশ্চয় অদৃষ্ট ভ্রাতৃ তেমন হৃদয় ॥
 পিতাদি বিভেদ শূণ্য শাস্ত্র বারে বলে ।
 নহে কি পিতাদি নাম কল্পনার মূলে ॥
 প্রকৃতি পুরুষ তিনি চিৎস্বরূপ ।
 জননী জনক তিনি ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় ॥
 পর শক্তি শিব বিষ্ণু ঋষিভেদে বলে ।
 অনন্ত স্বরূপ বীর ব্যক্ত ভূমণ্ডলে ॥
 সৃষ্টি বাহিনেন পরা প্রকৃতি যখন ।
 আরম্ভিলা আত্মদেহ হইতে সৃজন ॥
 কিছুই না ছিল একা বিশ্ব মূলধার ।
 অনন্ত শয়নে ছিল বেদেতে প্রচার ॥
 বাইবেল কোরাণ করে যেমত পোষণ ।
 স্বাক্ষর ব্যক্ত সর্ব রূপ ব্রহ্ম সনাতন ॥
 সব নিরাকার হরি করি দরশন ।
 সৃষ্টি দেহে করিলেন শক্তির যোজন ॥
 বুদ্ধি হ'তে অহঙ্কার তা হ'তে সৃজন ।
 পঞ্চ মহা-ভূত ত্রমে করিলা স্থাপন ॥

সপ্তলোক সৃষ্টিলেন ত্রমে যোগেশ্বর ।
 সহস্র সহস্র পুর অতি মনোহর ॥
 পুণ্যবান মুক্তজন যান দিব্য দেশে ।
 পাতকী বিষম ঘোর নরকে প্রবেশে ॥
 স্নানির্দিষ্ট আছে ভব গ্রন্থে নিদর্শন ।
 দূরদৃষ্ট দেখিয়ে না হয় দরশন ॥
 অখণ্ডা বুদ্ধি ————— বহুতর ।
 দেখিতে চাহিলে । বে গোচর ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু রূপের ব্রহ্ম হ'তে হয় ।
 সৃষ্টি স্থিতি লয় অন্য নির্কারিত হয় ॥
 পরাপর ভেদে ব্রহ্ম নানা গুণা ধার ।
 এতিন শক্তি হ'তে বহে সৃষ্টি ধার ॥
 এতিন শক্তি হ'তে দেব দেবীগণ ।
 কত যে হইল সৃষ্টি সংখ্যা অগণন ॥
 মানব দানব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিনর ।
 যক্ষ রক্ষ গুহ্যকাপি ভূচর ক্ষেচর ॥
 জল স্থল গিরি আদি তরু লতা যত ।
 পশু পক্ষী কীট যোনি পতঙ্গাদি কত ॥
 সৃষ্টি তত্ত্বসীমা তাঁর জ্ঞাত কোন জন ।
 অসংখ্য সৃজন তাঁর নিত্য স্নানুতন ॥
 সর্ব শক্তিমান তিনি সর্বজ্ঞ স্নানুর ।
 সর্বদর্শী অন্তর্দৃষ্ট সর্বকলেবর ॥
 সাকার বা নিরাকার বাহা মনে লয় ।
 নিত্য ধ্যান সদা শ্রেয় নাহিক সংশয় ॥
 কুল জল ফলে পুণ্য সেও শ্রেয় বিধি ।
 ফুল জল ভিন্ন কেহ অপে নিরবধি ॥
 বিবিধ নিয়মে পুণ্য নাহি কোন দোষ ।
 যে কোন বিধানে বিশ্বজননী সন্তোষ ॥

ভূত, নর, দেব, পিতৃ ব্রহ্ম যজ্ঞ আর ।
 অত্যজ্য সর্বদা শ্রেয় এই পঞ্চাচার ॥
 সর্ব শাস্ত্র সার ধর্ম এপক্ষে আশ্রয় ।
 কখনো অজ্ঞানে তাহা বর্জনীয় নয় ॥
 যেতে ব্রহ্ম-যোগ শেষ সাগরের পার ।
 কত গুহ্য পথ শাস্ত্র করিল প্রচার ॥
 আৰ্য্য ধর্মী করে সর্বত্র আরাধন ।
 নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অবেষণ ॥
 কল্পারম্ভে সৃষ্টি করা করিল যেমন ।
 যথাযথ শাস্ত্র মতে আছে বিবরণ ॥
 ভূতাদি বৈকৃত সৃষ্টি মানস সৃজন ।
 অযোনিজ বহু সৃষ্টি হ'ল সম্ভাবন ।
 উদ্ভিদ ক্রোদজ—অযোনিজ নাম ধরে ।
 যোনিজ সৃজন—অণু জরায়ুজ পরে ॥
 উদ্ভিদ ক্রোদজ অণু জরায়ুজ ত্রয়ে ।
 বহুবিধ সৃষ্টি হ'ল ব্রহ্ম সৃষ্টি ভূমে ॥
 যোনিজের পূর্বে অযোনিজ না হইত ।
 যোনিজ সৃষ্টির মূল কোথায় রহিত ॥
 এক্রপে বিবিধ সৃষ্টি ব্রহ্ম শক্তি যোগে ।
 ক্রমাগত জগতের হল নানা ভাগে ॥
 সপ্তর্ষি মানস সৃষ্টি প্রজাপতিগণ ।
 বায়বাগ্নেয়াদি সৃষ্টি হল অগণন ॥
 ছায়া হৈতে বৈবস্বতে মনুর সম্ভব ।
 ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ জন্মিল মানব ॥
 দেব নর পশু পক্ষী পরস্পর যোগে ।
 অন্তর যোনিজ কত হল যুগে যুগে ॥
 সিদ্ধ মন্ত্রে কত কৃত হইল সম্ভান ।
 সিদ্ধি বল যোগে কত মৃত পেল প্রাণ ॥

সূর্য্যের ঔরসে আর অশ্বিনী উদরে ।
 অশ্বিনী কুমার ছই দিব্য জন্ম ধরে ॥
 সূর্য্য সোম বংশধর গ্রহ সমুদ্ভব ।
 পুরুষ হইয়া কন্যা চন্দ্র বংশোদ্ভব ॥
 বেদ হতে কুশ জন্মে রাম বংশধর ।
 বেদ হতে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ ভুবন ভিতর ॥
 মৃত্তিকা ধূলিতে জন্ম ধরিল আদম ।
 যীশুর জন্ম হৈল বিনে যোগ ক্রম ॥
 রূপসী উর্কসী স্বর্গ নটিকী উদরে ।
 পুরুষা কুলচন্দ্র বংশ জন্ম ধরে ॥
 শাস্ত্রনু ঔরসে গঙ্গা উদরে সুধীর ।
 চন্দ্রবংশ ধুরন্ধর ভীষ্ম মহাবীর ॥
 পিতৃ লোক কন্যাগ্রাহী সূর্য্য বংশধর ।
 উর্কসী তনর হৈলা বশিষ্ঠ মুনিবর ॥
 এখনও পৈরীকুল করে নরাশ্রয় ।
 প্রবাদ দেবতঃ জন্মে মানবী তনয় ॥
 এখনও আছে মন্ত্র বল পরিচয় ।
 সিদ্ধ মন্ত্রে কত কার্য্য সংসাধিত হয় ॥
 ঈশ্বর ইচ্ছায় হয় কার্য্য অসম্ভব ।
 অসম্ভব নাহি তাঁর সকলি সম্ভব ॥
 অনন্ত জগত চক্রে মূলাধার যিনি ।
 তাঁর কার্য্য সীমাবদ্ধ কে হেন বিজানী ॥
 ব্রহ্ম কৃত কার্য্য যাহা দেখা শুনা যায় ।
 অদৃষ্ট হইতে কিবা ন্যূন মহিমায় ॥
 ব্রহ্মা শির মুখ ব্রহ্ম আদি পরশনে ।
 কল্পারম্ভে বহু সৃষ্টি হল ত্রিভুবনে ॥
 স্বাবর উদ্ভিদ আর পশু পক্ষীগণ ।
 দেব পিতৃ অশুরাদি বিবিধ সৃজন ॥

রজোগুণা কাস্ত আর মানব জন্মিল ।
 মুখ হতে অঙ্গ বক্ষে মেঘ জনমিল ॥
 উদর হইতে অঙ্গে বলীবর্দগণ ।
 পৃষ্ঠ, পদ, রোমে হল বিবিধ সৃজন ॥
 ব্রহ্মা হতে সম্ভাবিত বৈকুণ্ঠ সৃজন ।
 মুখ হতে পুন অঙ্গে সান্ত্বিক ব্রাহ্মণ ॥
 বাহু হতে ক্ষত্র বৈশ্য উরু পরশনে ।
 পদ হতে শূদ্র অঙ্গে বিদিত ভুবনে ॥
 ব্রহ্মা হতে মহাকর্ষ জনম লভিল ।
 নবীনকুমার নীল লোহিত নাম নিল ॥
 একাদশ রূপ অংশে ছাইল ভুবন ।
 মুখ্য অষ্ট তনু ক্ষত্র করিলা গ্রহণ ॥
 ন চন্দ্রল বায়ু জল অগ্নি বিভীষণ ।
 সূর্য চন্দ্র পৃথী আর দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ।
 অষ্ট দেহে অষ্ট পত্নী নিজেরেই হইল ।
 অষ্ট সুরুমার কুল তাহে জনমিলা ॥
 প্রত্যক্ষ কুমার, লীল-লোহিত বর্তমান ।
 প্রত্যক্ষ দেখিয়া পূজা কর মতিমান ॥
 কিম্বত কিরূপ ব্রহ্মা কোথা তার বাস ।
 শাস্ত্রেতে আছে যে মাত্র কিঞ্চিৎ আভাস ।
 মুখ বাহু উরু পদ তাহার কিরূপ ।
 আপনি জানেন ভাল আপনার রূপ ॥
 ব্রহ্মা মুখ উরু পদ সকলি সমান ।
 নহে সমুচিত ব্রহ্ম অঙ্গে ভেদ জ্ঞান ॥
 হরির পরম পদ জল রাশি হয় ।
 যাচা হতে মঙ্গলিনী হইল উদয় ॥
 ব্রহ্মকর ব্রহ্মপদে অঙ্গুলি অপার ।
 বাহা হতে শতধারে বহে সৃষ্টি ধার ॥

অযোনিজ বহু সৃষ্টি হইতে যখন ।
 ব্রহ্মা না দেখিলা হতে অনন্ত বর্জন ॥
 পুনরায় দিব্য সৃষ্টি করিয়া মনন ।
 নব প্রজাপতি রূপ করিলা ধারণ ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু, তনু করিলা আশ্রয় ।
 জগন্মোহিনী শত রূপা পরিণয় ॥
 মনু হতে ব্রাহ্মণাদি যোনিজ মানব ।
 কাল ক্রমে পুনরায় হইল সম্ভব ॥
 কর্ম ভেদে পুন হয় শ্রেণীর গঠন ।
 না হয় কর্মনা ইতা শাস্ত্রের লিখন ॥
 সমাচারে সমশ্রেণী যোগে পরস্পর ।
 নীতে ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি দৃঢ়তর ॥
 আদিত্যে অরণ্যচারী যথা মনিগণ ।
 গৃহী তুল্য জীৱন্ময়ের ছিল না বন্ধন ॥
 পতির আদেশে মুগ্ধ যাচক গমন ।
 ধর্ম্যজ বলিয়া নাহি ছিল নিবারণ ॥
 এক মনি পুর দেখে হেন নীতিক্রম ।
 অভিলাষে সংস্থাপিলা দ্বন্দ্বজ্য নিয়ম ॥
 পুনরায় বৈবস্বত লগ্নম মনুস্বরে ।
 ছায়া হতে বৈবস্বত মনু জন্ম ধরে ॥
 মনু হতে পুনরায় মানব জন্মিল ।
 ব্রাহ্মণাদি বহু বর্ণে বিভক্ত হইল ॥
 দক্ষ প্রজাপতি কন্যা কপিল উদরে ।
 গো অমৃত ব্রাহ্মণাদি অঙ্গে স্থানান্তরে ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতি আর ।
 উচ্চ নীচ বহু জাতি হৈল সুবিভার ॥
 জাতির নির্দেশ শাস্ত্র করিয়া বিচার ।
 যথা দৃষ্ট নিয়ম ধৃত শাস্ত্র অনুসার ॥

শ্রুতি স্মৃতি সংহিতাদি পুরাণ আশ্রয় ।
 যথাক্রমে আৰ্য্য ভূমে বারিণি নির্গম ॥
 বর্ণাশ্রম বর্ণ ধর্ম শাস্ত্রাংশ বিশেষে ।
 বহুশাস্ত্রে আছে লিপি সংক্ষেপ বিশেষে ॥
 সংহিতা সংগ্রহ কালে বিবাহের বিধি ।
 আদি অষ্ট চারি বর্ণে ছিল নিরবধি ॥
 ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি ।
 পূর্ব তিন আৰ্য্য শূদ্রজন্য আখ্যাতি ॥
 স্বজাতি সহিত কিম্বা পরবর্ণ সহ ।
 সর্ব অস্ত্রবর্ণ বিবিধ বিবাহ ॥
 সর্বজন অস্ত্রবর্ণ বর্ণ শঙ্করাদি ।
 যুগতঃ জাতির ভাগ সংহিতার বিধি ॥

সর্বজন বা স্বজাতীয় জীজাত সন্তান ।

— স্বজাতি আদি চারি শ্রুতি স্মৃতি বলে ।
 স্বজাতিতে সর্বজন পুত্র জাতি মেলে ॥
 যাজ্ঞনাথ্যাপনা দান বিপ্র বৃত্তি ত্রয় ।
 আপদ্বিধি ক্ষত্র বৈশ্য বৃত্তি ভেদে হয় ॥
 বহুধন ব্রাহ্মণ না করিবে সঞ্চয় ।
 বিষয়ে সর্বদা মুক্তি পথ-ভ্রান্তি হয় ॥
 কত্রিয়ে শাসন বৃত্তি ঠেকে বৈশ্যচার ।
 কুবি বাণিজ্যাদি বৈশ্যে ঠেকে বিধি আর ॥
 অনিদ্দিত শূদ্র কার্য্য বৈশ্য নিতে পারে ।
 পুন শ্রম আশ্রয় বৃত্তি অব্যবস্থা অন্তরে ॥
 বিজ্ঞ সেবা শূদ্র বৃত্তি শিল্প সেবা আর ।
 কথিত হইল চারি জাতি ব্যবহার ॥

ব্রাহ্মণ কত্রিয়ে শূদ্র বৃত্তি নাহি হয় ।
 শূদ্র বাণিজ্যাদি কল্প শূদ্রের আশ্রয় ॥
 যুদ্ধ মেলে অর্থ প্রাপ্তি অহিত কারণ ।
 কলহাভিমান আর ইন্দ্রিয় বর্জন ॥
 বিজ্ঞ পক্ষে শূদ্রা ভার্য্যা যদিও বিহিত ।
 ব্রাহ্মণ কত্রিয়ে তাহা নহে সমুচিত ॥
 সংস্কার যোগ্য শূদ্র যদিও না হয় ।
 অমঙ্গল ধর্ম্মাচারে নিষিদ্ধ সে নয় ॥
 ধর্ম্মকামী জন সাধু ধর্ম্মের আশ্রয় ।
 করিলে দোষের নহে প্রশংসার হয় ॥
 যথা মঙ্গলদানে যজ্ঞ চৈতন্য না হয় ।
 স্ত্রীজ বপনে মক ক্ষেত্র তুল্য হয় ॥
 ক্রমে তপস্কর হেতু স্বধর্ম্ম বর্জনে ।
 সর্বজাতি সমাগত শূদ্র সম্মিলনে ॥
 তথাপিও জাতি ভেদে বহুগুণাত্মক ।
 এখনও নীতি তেজ রয়েছে বিস্তর ॥

অস্ত্রবর্ণ বা পরবর্ণীয়

জীজাত সন্তান ।

চারি বর্ণে পর পর বর্ণ সমুদয় ।
 উর্দ্ধ স্থলে অমূল্য অস্ত্রাখ্য হয় ॥
 ত্রিবর্ণের অস্ত্রবর্ণ আর জাতি ছয় ।
 শূদ্রা মাতৃ ভিন্ন ত্রিবিধ ধর্ম্মী হয় ॥
 মূল জাতি হতে ভিন্ন জাতি নাম ধরে ।
 হইল সম্মান কল্প বৃত্তি অমূল্যারে ॥
 ব্রাহ্মণের আৰ্য্যাস্ত্র বর্ণ ভার্য্যাদরে ।
 ক্ষত্রাদিক শ্রুত তেজ পুত্র কল্প ধরে ॥

কৃত্তিয়ার্যাস্তরা স্তত বৈশ্য শ্রেষ্ঠ তর ।
 বৃত্তি অমুখারী ক্রমে হৈল মান ধর ॥
 বৈশ্যাস্তরা স্তত—শূদ্র উর্কে পরিচর ।
 এইরূপে উপজিল জাতি কতিপয় ॥
 ব্রাহ্মণ উষিতা ক্ষত্র হুহিতা সম্ভব ।
 মুর্ক্কাভিষিক্তের জাতি হইল সম্ভব ॥
 হস্তী অথ সারথ্যাদি শিক্ষা বৃত্তি তার ।
 জন্ম বৃত্তি অমুসারে সম্মানার্থিকার ॥
 বিপ্র পরিণিতা বৈশ্য কন্যার উদরে ।
 অশ্বর্ষ নামীয় জাতি ব্রহ্ম তেজ ধরে ॥
 বেদ শিক্ষা হতে গেলা বেদের সীমায় ।
 সর্বলোক পূজ্য আয়ুর্বেদ ব্যবসায় ॥
 কৃত্তিয় ঔরষে বৈশ্য কন্যা সমুদ্ভব ।
 মাহিষ্য নামেতে জাতি হইল সম্ভব ॥
 পারশব উগ্র আর করণাদি ত্রয় ।
 ব্রাহ্মণ কৃত্তিয় বৈশ্য শূদ্রা হতে হয় ॥
 করণ কায়েস্থ নামে খ্যাত জাতি ধর ।
 ভারতের নানা স্থানে আছে বহুতর ॥
 কোথাও বা স্বজাতির সঙ্গে পরিণয় ।
 কোথাও সংশ্রব শূদ্র সঙ্গে সদা হয় ॥
 অমুল্যোম অন্তরঙ্গ এই জাতি-কয় ।
 উর্ক বর্ণ পিতা মাতা নিম্ন জাতি হয় ॥
 দ্বিজ বীৰ্য্যচার আৰ্য্য যোনি নিবন্ধন ।
 দ্বিজ ধর্মী উহাদের এই কয় জন ॥
 ব্রাহ্মণ কৃত্তিয় বৈশ্য মূল জাতি ত্রয় ।
 মুর্ক্কাশ্বষ্ট মাহিষ্যাদি দ্বিজ জাতি ছয় ॥
 সর্ব সংস্কার যোগ্য আৰ্য্য আৰ্য্যা জাত
 আৰ্য্য হতে অনার্য্যেও আৰ্য্য শৃণবুত ॥

বৈশ্যজ করণ বৈশ্য কন্যা বন্ধি হয় ।
 সংস্কার যোগ্য শূদ্রা স্তবলি নয় ॥
 শূদ্রাদি সংশ্রব শূন্য যথায় করণ ।
 অংশতঃ আৰ্য্যের করে সদাহু করণ ॥
 কান্না হৈতে অন্য শ্রেণী কায়স্থ সম্ভব
 শূদ্র হৈতে অন্য শ্রেণী হল সমুদ্ভব ॥
 অন্তরঙ্গ মিশ্র কুল ইহারাও হয় ।
 সংশ্লিষ্ট জাতির সঙ্গে সদা পরিচয় ॥
 বঙ্গেতে সংশূদ্র কহে সম্বন্ধ নির্ণয় ।
 বিবাহ সীমায় আদি মেল পরিচয় ॥

বর্ণ সঙ্কর ।

প্রতি লোম বাহ্যতর অন্তরঙ্গ অপর ।
 উচ্চ নীচ ভেদে হয় বর্ণের সঙ্কর ॥

প্রতিলোম বর্ণ ।

উর্ক বর্ণ নারী আর নিম্ন বর্ণ নরে ।
 না ছিল বিবাহ বিধি শাস্ত্র অমুসারে ॥
 গ্রহণে একপ নারী যতেক সন্তান ।
 প্রতিলোম সঙ্করজ তাদের আখ্যান ॥
 অবিধি হলেও কভু বিবাহ হইত ।
 অবৈদ্য বেদন তায় সংহিতা বলিত ॥
 পরে হল আশ্রমেলে বিবাহ বন্ধন ।
 বিবাহ সীমায় মেল নীতি প্রদর্শন ॥

বাহ্যতর বর্ণ ।

সবর্ণীমূলোম বর্ণ প্রতি লোম যোগে ।
 পরস্পর বাড়ে জাতি প্রতি যুগে যুগে ॥
 সঙ্করজ বাহ্যতর তাহে বহু জাতি ।
 অতি নীচ কেহ লভে অস্ত্যজ আখ্যাতি ॥
 ত্রিবর্ণের কন্ম ভ্রষ্ট ব্রাত্য জাতি-কর ।
 বর্ণ সঙ্করজ পায় শাস্ত্রোন্মেষ রয় ॥
 ঋন মল্ল করণাদি দরদ যবন ।
 কিরাত পারদ নট আদি জাতিগণ ॥
 সুপতিত জাতি ভ্রষ্ট ব্রাত্য ক্ষত্রি হতে ।
 সঙ্কর বহিষ্কৃত জাতি লিখে মনুষ্যতে ॥
 কিন্তু সমাজান্তর্গত দ্বিতীয় কারণ ।
 বৈশ্য শূদ্রা জাত লিখে অস্ত্য মুনিগণ ॥
 প্রতি লোম বাহ্যতর যত জাতিগণ ।
 কোথা কারো ২ হয় জল আচরণ ॥

প্রতি লোম ব্যবহার ।

প্রতিলোম সূত মাগধাদি জাতিজয় ।
 জল চল ছিল বলি অনুমান হয় ॥

বাহ্যতর ব্যবহার ।

নবশাখ শঙ্করজ লিখে রত্নাকর ।
 সঙ্কর নির্ণয় ভাবে শূদ্র সহচর ॥
 আভীর কৈবর্ত আদি মনু উল্লিখিত ।
 কারো আছে জল চল কেহবা বর্জিত ॥
 তিলি মালী তাহুলী গোপ নাপিত পুটুলী
 বাকুই কামার কুষ্ঠী নবশাখা বণী ॥

গন্ধ শম্ব বণিকাদি তাঁতী কুরী আর ।
 পোটলা বৃত্তিক বলি পুটুলী প্রচার ॥
 কেশ বেশ বৃত্তি মনু সৈরিক্রুকে বলে ।
 হইবে নাপিত, কুরী খ্যাত ময়রা বৈলে ॥
 পঞ্চ বণিকাদি তথা সদগোপ অপার ।
 বৈশ্য বলে, ভিন্নরূপ লিখে রত্নাকর ॥
 এই সব জাতি নাম মনু নাহি বলে ।
 জ্ঞান রত্নাকর লিখে অস্ত্য শাস্ত্র মূলে ॥
 সাহা শুড়ি সুখারাদি পাটুলী কাহার ।
 রত্নাকরে কারো ২ আছে প্রচার ॥
 চান্দ সদাগর বংশ বণিকাদি হয় ।
 অমূলক বাক্যে কেহ দেয় পরিচয় ॥
 দোষ জন্ত কারো জল হইল বর্জিত ।
 আছে এই কিম্বদন্তী জাতি প্রকাশিত ॥

অন্ত্যজ বর্ণ ।

সর্ব লোকাধম জাতি বধ বৃত্তিচারী ।
 প্রতিলোম চণ্ডাল সে অস্ত্যজাখ্যাদারী ॥
 স্বপাক সোপাক আর দ্বিধন কারাবার ।
 অক্ল মেদ পুষ্কসাদি তত্ত্ব প্রচার ॥
 জীব হিংসা অনেকের জীবিকা উপায় ।
 চন্দ্রকার্য দ্বিধনাদি দ্বয়ের ব্যবসায় ॥
 অস্তুরজ পারশব উগ্রজাতি আর ।
 অনুলোম হইলেও বধ ব্যবহার ॥

যোনি শঙ্কর ।

বর্ণের শঙ্কর যথা যোনির শঙ্কর ।
 আছে বহুতর জাতি নিত্য প্রথা ধর

কেহবা বর্জিত কারো পানীয় বিহিত ।
দেশ প্রথা অনুযায়ী নীতি প্রচলিত ॥
দ্বিজপদ রজোপুণে লক্ক পরিভ্রাণ ।
অর্থ বলে ক্রমে জাতি কুল মধ্যে স্থান ॥
আত্মসম্ভোগে ক্রমে জাতি মান বাড়ে
ক্রমশঃ প্রবেশে মানী মেল অভ্যন্তরে ॥

মেল পরিচয় ।

আর্য্য কি অনার্য্য মেল অজ্ঞাত যথায় ।
ব্যবহার দৃষ্টে স্থির করিবে তথায় ॥
নিষ্ক্রিয়তা নিষ্ঠুরতা ক্রুর ভাষা আর ।
পরিচিত সদা হীন মেল ব্যবহার ॥
গৃহ, বেশ, খাদ্য বৃত্তি স্ত্রীভাষা আচার ।
গোত্রাদি বিবাহ সীমা মেলের বিচার ॥

মেলোন্নতি ।

দ্বিজ ধর্ম্মী শূদ্র ধর্ম্ম করিলে গ্রহণ ।
তপোবীজে পুন হয় শ্রেষ্ঠত্ব গমন ॥
শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব পায় শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণ ।
ক্ষত্র বৈশ্যে তথা হয় উত্থান পতন ॥
নীচ যদি সিদ্ধি লভে ঈশ্বর কৃপায় ।
সমস্ত জগত আসি প্রণমে সে পায় ॥
দেব-সিদ্ধ-দিব্য-জন্মা নীচ ক্ষেত্রে যদি ।
তথাপিও সর্ব্ব লোক পূজ্য নিরবধি ॥
কিন্তু বিনা সিদ্ধি লাভ জাতি উন্নয়ন
না হয় না হয় কভু শাস্ত্র নির্দর্শন ॥

সদা সুরক্ষিত জাতি সীমার বন্ধন ।
কখনো না ভেদ করে পণ্ডিত সৃজন ॥
অথগু্য যুক্তি এর আছে বহুতর ।
সুপ্রকাশ্য স্থানান্তরে হেতু সুবিস্তর ॥
সিদ্ধি পথে সদা ব্রতী হও জাতিগণ ।
ব্রাহ্মণ পূজিত স্থানে করিবে গমন ॥
নহে জাতি উন্নয়ন শুধু বিদ্যা বলে ।
অতি নীচ সুবিদ্বান আছে বহু স্থলে ॥
পরস্পর ঈর্ষ্যা ঘেষ করি পরিহার ।
সত্যপথ অনুসরি হও আশুসার ॥
মামুষ সকল শ্রেণী সমান কি হয় ।
পূজ্য মেল ত্যজ্য মেল অন্তর কি নয় ।
পূজ্য মেলে যদি হয় নীতি বিপর্য্যয় ।
অবিলম্বে তীব্রদৃষ্টি সমুচিত হয় ॥
শাসন অভাব সদা সর্কশাস করে ।
বিবাক্ত একটী মেঘ—মেঘযুথ হয়ে ॥
রাজ্য লাভ মান লাভ অর্থ বলে হয় ।
সহজে না হয় কভু মেল বিপর্য্যয় ॥
মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান জাতি ভেদহীন ।
তথাপিও নহে শ্রেণী বন্ধন বিহীন ॥
বৈশ্য রাজ সূত রাজ গোপ রাজআর ।
মৌর্য্য অন্ধ রাজবংশ পুরাণে প্রচার ।
অশ্বঠা নামে নগরী লিখিত পুরাণে ।
অশ্বঠ নৃপতি বসে বঙ্গ সিংহাসনে ॥
ক্ষত্র ভিন্ন নানা দিকে বহু রাজগণ ।
অর্থ বলে সর্ব্ব কালে হয়েছে সৃজন ॥
অর্থোন্নতি কখনও নিবারণিত নয় ।
ভারতে না হল কিন্তু জাতি বিপর্য্যয় ॥

জাতির উৎকর্ষ শুধু সম্মানিত মেলে ।
তারতে লজ্জিত সদা নহে রাজ বলে ॥
শুণ ধর্ম্মাচার যুত মেল মহিমায় ।
রাজাও পূজয়ে সদা ব্রহ্মণের পায় ॥

অশ্বষ্ঠ ধন্বন্তরি ।

অশ্বষ্ঠ প্রধানামৃত্যুচার্য্য ধন্বন্তরি ।
ত্রিভুবন খ্যাত বহু শাস্ত্র অধিকারী ॥
বিষ্ণু অংশে বেদমন্ত্রে বৈশ্যাক্রোড়ে হয় ।
স্মরণে যাহার নাম সর্ব রোগ ক্ষয় ।
ত্রিভুবন খ্যাত পুণ্য শ্লোক ধন্বন্তরি ।
যার বরে বৈদ্যকুল চির তেজধারী ॥
বেদ কর্তা নহে কেহ ব্রহ্মার বচন ।
ব্রহ্ম বাক্য মুনিগণ করেন শ্রবণ ॥
মুনি ঋষিগণ পূর্ব স্মরণের বলে ।
বেদের মহিমা তত্ত্ব জানে ভূমণ্ডলে ॥
বেদের মহিমা তত্ত্ব প্রকাশ কারণ ।
মুনিগণ প্রাপ্ত হন নহে অন্তজন ॥
সিদ্ধ বেদ মন্ত্রে হয় অসাধ্য সাধন ।
ব্রহ্মপুত্র অশ্বষ্ঠের জন্ম যে কারণ ॥
বেদজ অমৃত্যুচার্য্য বৈদ্য রাজ নাম ।
বিষ্ণু অংশে অবতার হল ধরাধাম ॥
যেইরূপ আছে অবতার বিবরণ ।
যথাদৃষ্ট লিখিলাম বৃত্ত পুরাতন ॥
অহল্যা ছলনে ইন্দ্র ভগাঙ্গ যখন ।
ধন্বন্তরি সন্নিহটে করিলা গমন ॥
ব্রহ্ম কোপজাত রোগ শাস্তি যোগ্য নয় ।
বলিলেন ধন্বন্তরি কব মহাশয় ॥

শুনি ইন্দ্র অভিষাপে উদ্যত হইলা ।
দেখি ধন্বন্তরি বিষ্ণু দেহে প্রবেশিলা ॥
সাগর মন্থনে জন্মে বিষ্ণু ধন্বন্তরি ।
পুন অস্তধীন হল স্বেদেহ সন্থরি ॥
রোগ সম্পীড়িত পুন হল ত্রিভুবন ।
ব্যাকুলিত মন হল যোগী ঋষিগণ ॥
উপস্থিত হল সব বিষ্ণু সন্নিধানে ।
স্তব স্তুতি আরভিলা বহুবিধ ধ্যানে ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বলে মুনিগণে ।
বৈশ্যাক্রোড়ে পুনরায় বাইব ভুবনে ॥
নিক্রপিত ক্রমে কালে হইল ঘটন ।
বীরভদ্রা ক্রোড়ে বিষ্ণু অংশাবতরণ ॥
সর্ব রোগ শূন্য পুন ত্রিভুবন হল ।
রোগাক্রান্ত সর্বলোক আরাম লাভিল ॥
সিদ্ধ মুনি এক পথ শ্রান্তির কারণে ।
পিপাসার জল চায় বীরভদ্রা স্থানে ॥
পিপাসিতে বৈশ্য কন্ডা করে জল দান ।
মুনি বলে প্রাপ্ত হও দিব্য সুসন্তান ॥
কন্ডা কহে না হইল মম পরিণয় ।
কথা শুনি মুনিবর চিন্তিত হৃদয় ॥
পরে কন্যা লয়ে যান মুনিগণ স্থানে ।
কুশ পুত্র নির্ম্মাইলা বেদ উচ্চারণে ॥
বেদ মন্ত্রে করিলেন জীব সঞ্চারণ ।
বীরভদ্রা ক্রোড়ে পুত্র করিলা স্থাপন ॥
অমৃত আচার্য্য নাম রাখে মুনিগণ ।
ধন্বন্তরি অন্য নাম কৈলা নির্বাচন ॥
অক্ষতাসে বীরভদ্রা পিতার ভবনে ।
লইয়া গেলেন শিশু পালন কারণে ॥

দিনে দিনে বাড়ি শিশু ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 পরম স্নানরূপ যেন শশধর ॥
 মুনিগণ আজ্ঞা মতে লভে আয়ুর্কেন্দ্র ।
 দেবতা সঙ্গ যেন নাহি কিছু ভেদ ॥
 মাতৃ স্থানে ছিল বলি হল বৈশ্রাচার ।
 সর্ব আয়ুর্কেন্দ্রে শিক্ষা হল চমৎকার ॥
 সর্ব শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানী হল মুনিবর ।
 দিগন্ত পুঞ্জিত নাম ভুবন ভিতর ॥
 অশ্বঠকে ব্রহ্মপুত্র বলে শঙ্খ মুনি ।
 লিখিত শাস্ত্রের কথা ঋষি বাক্য শুনি ॥
 শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ হইল যখন ।
 গৃহস্থ আশ্রম মুনি করিলা গ্রহণ ॥
 সিন্ধু বিদ্যা নামে কন্যা স্বর্গ বৈদ্যধরে ।
 বহু সমাদরে কন্যা দিলা হেন বরে ॥
 অশ্বঠ কুলের বহু শিষ্যাদি আইলা ।
 সিন্ধু মুনি পরশনে দিব্য জ্ঞানী হৈলা ॥
 গুণ ধর্ম্মাচার বহু করি সমর্কন ।
 করিলেন মুনি জাতি উৎকর্ষ সাধন ॥

বৈদ্য মাহাত্ম্য ।

সপ্তর্ষি পুঞ্জিত নাম যথা ত্রি ভুবনে ।
 সপ্ত বৈদ্য নাম তথা পূজ্য সর্বজনে ॥
 বিষ্ণু ধনন্তরি দুই অশ্বিনীকুমার ।
 দিবো দাস কানীরাঙ্গ পাণ্ডব দুই আর ॥
 এই সপ্ত জন আরো ঋষি নর জন ।
 ক্রমশঃ ষোড়শ সূর্য্য-দেব শিষ্য হন ॥
 ষোড়শে ষোড়শ গ্রন্থ ক্রমে বিরচিলা ।
 আয়ুর্কেন্দ্র তত্ত্ব সর্ব পৃথী বিস্তারিলা ॥

আদি আয়ুর্কেন্দ্র কহে বিধি পঞ্চানন ।
 ক্রমে বৈদ্য জাতি তাহা করিলা ধারণ ॥
 নিখিলায়ুর্কেন্দ্র তত্ত্ব জাতি বৈদ্য ধরে ।
 হিমাদ্রি যথায় বহু রত্নের আকরে ॥
 আদি ব্যাধি নিবারক যেই মহাজন ।
 বিষ্ণু অংশে সমাগত হইলা ভুবন ॥
 অশ্বঠ হইলা ধন্য বিষ্ণু আগমনে ।
 বৈদ্য নারায়ণ তুল্য বিদিত ভুবনে ॥
 বহু জাতি ভেদ যুক্ত ভারত ভুবন ।
 পক্ষ মাংস সদা যার ভক্ষিলা ব্রাহ্মণ ।
 এখনো প্রাচীন বহু ভাবি পরকালে ॥
 বৈদ্যের ঔষধি সেবে মৃত্যুহেনকালে ॥
 ধার্ম্মিক স্ত্রীবৈদ্য নাহি ধর্ম্ম করে ক্ষয় ।
 মাংস দানে বৈষ্ণবেরে সদা ভীত হয় ॥
 শাস্ত্রত্যাগে নাকরায় অভক্ষ্য ভক্ষণ ।
 ইহ পরকাল বৈদ্য উভয় রক্ষণ ॥
 সর্ব প্রাণী হিতকর বৈদ্য বংশ হয় ।
 ঋণে যার সর্ব লোক চির ঋণী রয় ॥
 বৈদ্য রাজ কুল দিল ব্রাহ্মণ কায়েথে ।
 ন্যায়তঃ বৈদ্যের ঋণ কে পারে শোধিতে ॥
 বহুগুণী বিভূষিত ছিল বৈদ্য কুল ।
 বিপ্র কুলে ছিল যার সম্মান বিপুল ॥

বৈদ্য বিস্তার ।

কৃত বিদ্য বৈদ্য কুল যুত বেদাচার ।
 আর্য্যভূমে ক্রমে বহু হইলা বিস্তার ॥
 পরে বঙ্গে নিজ রাজ কুলের উত্থান ।
 দেখি বহু তর বঙ্গে করিলা পরান ॥

বিদগ্ধ উৎকল আর মগধাদি দেশে ।
 নামাঙ্কানে বৈদ্যকুল আছে সবিশেষে ॥
 অম্বষ্ঠ নামেতে দেশ নন্দদার কুলে ।
 নিখিল রসেছে পুরাণাদি নানা স্থলে ॥
 মহারাষ্ট্রে বৈদ্য কুল কোন ২ স্থানে ।
 উল্লিখিত কুল গ্রন্থে, আছে যথামানে ॥
 কুরুক্ষেত্র আদি স্থানে অম্বষ্ঠের বাস ।
 যাবোচিতমান সহ আছে সুপ্রকাশ ॥
 মিথিলা বারেন্দ্র আর রাঢ় বঙ্গ দেশে ।
 বহু বৈদ্য কুল আছে বর্জিত সুযশে ॥
 বঙ্গে সর্ব কুলখনি রাঢ় পূজ্যতম ।
 যথা হৈতে সর্বকুল রত্নের নির্গম ॥
 শ্রীধন নামেতে স্থান রাঢ় অভ্যন্তরে ।
 কুল পদ্মবন যথা দিব্য সরোবরে ॥
 পূর্বে বঙ্গে মুখ্য স্থান যশোহর নাম ।
 ভুভারতে ব্যাপ্ত বংশ শ্রীবিজয়ধাম ॥
 সর্ব কুল সিদ্ধি ভূমি বিজয়নগর ।
 বহু বিজ্ঞ কলাকীর্ত্তি পদ্ম সরোবর ॥
 সর্বদিকে বঙ্গদেশে বৈদ্যের বিস্তার ।
 গুরু লঘু ভেদ জ্ঞান দেখে ক্রিয়াচার ॥
 বঙ্গে বৈদ্য আদি কুল বিদিত ষোড়শ ।
 যথাক্রমে কল্যাণত লভে কুল যশ ॥
 সেন দাস ওপ্ত তিন সিদ্ধ বংশ হয় ।
 দশ—কুল দত্ত আদি সাধো পরিচয় ॥
 দত্ত দেব ধর কর রাজ সোম ছয় ।
 নন্দ চন্দ্র কুণ্ড আর রক্ষিত চারি হয় ॥
 ক্রিয়া দোষে কষ্টে পাইলা বহুতর ।
 লুপ্তকুল নাগ ইন্দ্র আদিত্য অপর ॥

দত্ত দেব কর পূর্বে ছিল উর্দ্ধতর ।
 ক্রিয়া দোষে কুলক্ষয় প্রাপ্ত পরম্পর ॥
 হইল ষোড়শ কুল শাস্ত্রের নির্ণয় ।
 বৈদ্য কুল স্তম্ভগণ জ্ঞান পরিচয় ॥
 বঙ্গে পূর্বে আসিলেন কত রাজগণ ।
 নানাদিক হৈতে ক্রমে আসিলা ব্রাহ্মণ ॥
 বৌদ্ধরাজকুল-কালে বৈদ্যের আবাস ।
 শ্রীবিজয়ে ছিল বৌদ্ধ গ্রন্থে পরকাশ ॥
 পরেও ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়েধ আইলা ।
 জন্ম বৃত্তি অনুসারে সম্মান লাভিলা ॥
 ক্রমে বৈদ্য বিস্তারের পূর্ব বিবরণ ।
 বহু স্থানান্তর ক্রমে করিব বর্ণন ॥

কুলস্মৃতি ।

স্বকুলের নাম জ্ঞানে, কুল ইতিহাস ।
 পূর্ব পূর্ব স্থান, ভাব, থাকে সুপ্রকাশ ॥
 নানা স্থানবাসী লোক-যোগ পরিচয় ।
 কালে হিতোপায় আর রক্ষা হেতু হয় ॥
 গেলে স্থানান্তরে মান ধর্ম নাহি হয় ।
 বংশ নামে অজ্ঞ লোক অজ্ঞাত-অহয় ॥
 পিতৃ মাতৃবংশ নাম জ্ঞাত নাহি যার ।
 পিতৃ কার্যে পিতৃ ধন না হয় উদ্ধার ॥
 গোত্র প্রবরাদি বংশ ধারা প্রকরণ ।
 গুরু পুরোহিত বেদ শাখা বিবরণ ॥
 কোন কোন স্থানক্রমে স্থান বর্তমান ।
 বালক বালিকাগণে দিবে শিক্ষা দান ॥
 অকস্মাৎ প্রাচীনের হলেও অভাব ।
 না হইবে আত্মকুল পরিচয় ভাব ।

ডাকৈর ব্যাখ্যা ।

সরল প্রকৃত ভাষা যাতে জানা যায় ।
ডাকৈর ভাষাকে বলে ঘটক কথার ॥
শিঙুর থাকিবে মনে শীঘ্র বাধে শিখা ।
হাংলাবাংলা কথা তাই ডাকৈরেতেলিখা ।
ডাকৈরেতে লিখা আছে বৈদ্য দোষগুণ
শিশু বৃদ্ধ শুনে তাই হেনে হয় খুন ॥
বৈদ্য কুল মধ্যে বসে রহন্তের কথা ।
ডাকৈরে ররেছে লিখা শ্রেণীবদ্ধগাথা ॥
ছন্দাছন্দ বিবেচনা ডাকৈরেতে নাহি ।
কিঙ্গপে হইবে মিল ডাকৈরের বহি ॥
সিদ্ধ বৈদ্য দোষগুণ ডাকৈরে প্রকাশ ।
সাধা কষ্টে বৈদ্যানাম শ্রুতে মান নাশ ॥
এইরূপ কুলভাব ছিল পূর্বাঙ্গর ।
অনিষ্টঘটক করে সমস্তে আদর ॥
আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত ।
বঙ্গাল দৌহিত্য তার বিজয় রাজহত ॥
বৈদ্যজাতি মধ্যে তারা রাজচক্রবর্তী ।
জুবনে দেখেছে কত নানাবিধ কীর্তি ॥
কুলদাতা মহারাজা বঙ্গাল সেন হয় ।
কুলশাঙ্গে লিখে তার বৈদ্য পরিচর ॥
কুলকর্তা হির করা কর্তব্য প্রথম ।
তবে সে বিদিত হবে সর্বত্র নিরম ॥
শিশুকাল হতে জানি বঙ্গালসেন বৈদ্য
কৃতবিদ্য শূদ্রগণ তাতে নহে বাধা ॥
ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে কুল পঙ্খি বসে ।
নানাবিধ গ্রন্থ আছে বিজ্ঞ জন কৃত ॥

চির ঋত শ্রীবঙ্গাল বৈদ্য কুলোদ্ভব ।
নব্য ভব্য সভ্য করে কাব্য অসম্ভব ॥
বৈদ্যজ বঙ্গাল সব গ্রন্থে দেখা যায় ।
অলীক কতই লিখে নব্য সম্ভার ॥
শূদ্র মধ্যে কেহ করে ক্ষত্রিয় প্রকাশ ।
দিনে দিনে হবে কত নব্য ইতিহাস ॥
চন্দ্রদীপপতি রাজা পরমানন্দ রায় ।
শূদ্রের কুলাজি গ্রন্থে লিখা পড়া যায় ॥
“বঙ্গাল সেন নৃপতি হইল পশ্চাত ।
অশ্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্র জাত ॥”
অশ্বষ্ঠকে ব্রহ্মপুত্র কহে শব্দ সুনি ।
পুরাণের কথা ইহা ঋষি বাক্য শুনি ॥
কুমারচন্দ্র মজুমদারের চাকুরে বর্ণনা ।
কারেই অশ্বষ্ঠ এক করেছে রটনা ॥
বঙ্গীর সমাজ গ্রন্থে তাহা কিন্তু নয় ।
বঙ্গাল রাজাকে লিখে কারেই নিশ্চয় ॥
আদিশূর বঙ্গাল রাজা এক বংশধর ।
বঙ্গীর সমাজ গ্রন্থে নুতন খবর ॥
কার্যস্থ কুল নির্ণয় গ্রন্থেতে লিখিত ।
আদিশূর মহারাজা ক্ষত্রিয় নিশ্চিত ॥
অশ্বষ্ঠ কুলের মাতা আয়ুর্কোদে পাষে ।
কার্যস্থ অশ্বষ্ঠ সম বলিলে কি হবে ॥
অশ্বষ্ঠেরা দ্বিজ মধ্যে শাস্ত্রেতে মিমাংসা ।
কার্যস্থের মনে তাতে হয়েছে জিহাংসা ॥
অশ্বষ্ঠেরা দ্বিজ মধ্যে শাস্ত্র মীমাংসিত ।
অশাস্ত্র প্রলাপ তার নহে সমুচিত ॥
কার্যস্থ বংশের জন্ম ত্রিবিধ রূপেতে ।
বঙ্গের কার্যস্থরাজী কোন বিধিমতে ॥

তবে সে হইবে স্থির ধন কলহ ।
 নতুবা থাকিবে কিন্তু মনের সন্দেহ ॥
 শ্রেষ্ঠ লঘু বিবেচনা দেশের উন্নতি ।
 তাহার অভাবে হবে সমাজের ক্ষতি ॥
 এক পক্ষে বিচারেতে অবিচার হয় ।
 দুই পক্ষ তর্ক স্থিরে মিমামসা নিশ্চয় ॥
 উভয় পক্ষের তুষ্টি যাহার বিচারে ।
 সর্বত্র ঘোষিবে বশঃ তাহার সংসারে ॥
 পক্ষাশ্রিত দোষী যদি বিচারক হয় ।
 তার তুলা লঘু চিত্ত আর কেহ নয় ॥
 যদি কিছু পাপ থাকে অবিচারে হয় ।
 বিচার বিভ্রাটে মহা পাপের উদয় ॥
 অবিচারী বিচারক বুদ্ধি নাহি স্থির ।
 বিচারান্তে মনে হয় এ পাপ শরীর ॥
 দোষ হীন বিচারেতে পুণ্যের সঞ্চয় ।
 মৃত্যুকালে হবে তার ধর্মের আশ্রয় ॥

বৈদ্যের ভাব ।

বিদ্যা লক্ষী বিনয়যুক্ত সূচরিত্র জন ।
 কুল বশ ভিন্ন তিনি প্রশংসীয় নন ॥
 পূর্ব পূর্ব কুল গ্রন্থ দর্শন করিয়া ।
 সিদ্ধ বৈদ্যমাত্রতাতে দেখিতে পাইয়া ॥
 সিদ্ধ ভিন্ন বৈদ্য নাহি পাই কর্তৃহারাে ।
 সাধ্য কষ্ট বৈদ্য নাম লিখিবার তরে ॥
 সর্ববৈদ্য নাম গ্রন্থ লিখিতে মনন ।
 বৈদ্যগণ নিকটেতে মম আকিঞ্চন ॥
 নামপ্রাপ্তি জন্ত করি বিজ্ঞাপনজারী ।
 কত অর্থব্যয় গেল কহিতে না পারি ॥

কত গ্রাম জিলা হতে কত নাম আসে ।
 নামেরতালিকা দেখি মন কাপে আসে ॥
 আদিঅন্ত মিল নাহি দেয় কত জনে ।
 তাহা দেখি চিন্তাবিত আছি রাত্রদিনে
 বৃথা চিন্তা করি কিন্তু নাহি কিছু ফল ।
 ক্রমান্বয়ে সূনির্গমে একান্ত সকল ॥
 বিজ্ঞাপন চিঠি প্রাপ্তে যত বৈদ্যগণ ।
 বংশাবলী তুচ্ছ করি দিতে নাহি মন ॥
 কত জনের বংশ নাম নাহি বুঝি ঠিক ।
 তাহারাই চিন্তা করি যায় চতুর্দিক ॥
 কিমতে পাইবে ঠিক বংশ নামাবলী ।
 চিন্তিত, ঘটক ভিন্ন না পাবে বেজালী ॥
 আলস্য ও অবহেলা আছে যার ঘরে ।
 তাহার সংসার কিন্তু অলক্ষ্যেতে ধরে ॥
 ধন মান কুল লক্ষী চাহ যদি তবে ।
 আলস্য ও অবহেলা ত্যজিতে যে হবে ॥
 বৈদ্যগণ নিকটেতে এই নিবেদন ।
 আলস্য ত্যজিয়া কর নাম অন্বেষণ ॥
 সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট নামে কুল তিন রূপ ।
 তিন রূপ কুল কহে বঙ্গাল সেন ভূপ ॥
 স্থান ভ্রষ্টে কুলক্ষর জানিবে নিশ্চয় ।
 সাধ্য কষ্ট সম্বন্ধেতে ততোধিক হয় ॥
 সাক্ষাৎ সাধ্য সম্বন্ধে কুল দোষ রয় ।
 পরস্পর সাধ্য কার্য্যে তথৈবচ কর ॥
 শ্রীহট্টাদি দেশীবাগী অরি তুল্য জানি ।
 গহিত সম্বন্ধ করা পরস্পর শুনি ॥
 শিথিল রোগ অন্য যথা দোষিত শরীর ।
 সম্বন্ধ দোষতঃ তথা কুল নহে স্থির ॥

শক্তিবলে মহৎ কুলে দোষ নাশ হয় ।
শশাঙ্কে কলঙ্ক যথা গগনীয় নয় ॥
পুত্র ত্যাগ করা ভাল কুল রক্ষা জন্য ।
প্রাণত্যাগকরা ভাল থাকে কুল মান্য ॥
অকুলেতে কার্য্য করা ভাল নহে কাজ ।
পরিচয় দিতে গেলে পাইবে যে লাজ ॥
অস্ত্রাজ্য ব্যক্তিও কিন্তু কুল মান চায় ।
মান চাহে নিজ মেলে সদা স্ক্রিয়ায় ॥
কুল বেচি ধন নয় মুঢ় মতি জন ।
ধনের গৌরব স্থির নহে কদাচন ॥
ধন বল অগম্য কুল চিরন্তন ।
কল্লাবধি স্থায়ী কুল শুন বৈদ্যগণ ॥
বল্লালসেনের দোষ কে বলিতে পারে ।
সাধ্যকষ্টে অরি ভাব ভাগ্য অমুসারে ॥

সিদ্ধ সাধ্যাদি ভেদ কথন ।

শক্তি কশ্যপ মৌংগল্য ধনস্তুরিগোত্র ।
সিদ্ধ বৈদ্য গোত্র বলি অতীব পবিত্র ॥
এই চারি গোত্রোত্তম বাহারা হইবে
কুল গুণান্বিত হৈলে কুলীন জানিবে ॥
সেন দাস গুপ্ত বৈদ্য সিদ্ধবৈদ্য হয় ।
তন্মধ্যেই কুল শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥
তাহা ভিন্ন বৈদ্যগণ সাধ্য সংজ্ঞা হয় ।
সাধ্য ভিন্ন বৈদ্যগণ কষ্ট সংজ্ঞা কর ॥
সিদ্ধসাধ্য কষ্ট ভিন্ন বৈদ্য আছে যারা ।
সমাজে বর্জিত বলি অরি বৈদ্য তারা ॥
শক্তি ধনস্তুরী গোত্র সেন বৈদ্যগণ ।
মৌংগল্য গোত্রজ বৈদ্যদাস মহাজন ॥

কাশ্যপগোত্রজ গুপ্ত সিদ্ধ নিকপণ ।
সিদ্ধবৈদ্য গোত্র চারি নিশ্চিত কথন ॥
আলম্বান ভরদ্বাজ গোত্র বৈদ্যনর ।
শালকায়ণ শাণ্ডিল্য আর পরাশর ॥
আদ্য কৌশিক বশিষ্ঠগোত্র কৃষ্ণাশ্রয় ।
আজিরস বাৎস্য সাবর্ণি মার্কণ্ডেয় ॥
আদিত্য বিষ্ণু মহর্ষি গোত্র জামদগ্ন্য ।
আত্রেয় গৌতম আর ধ্রুব মহামান্য ॥
হীন বৈদ্য গোত্র এই বিংশতি নিশ্চয় ।
চারি গোত্র সিদ্ধ বৈদ্য শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
আটত্রিশ গোত্র বৈদ্য কুলগ্রন্থে কর ।
আর বাকী চৌদ্দগোত্র নানাস্থানে রয়
স্থানদোষ রাজদোষ সম্বন্ধ দোষতঃ ।
শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ হয় হীন ভাবান্বিত ॥
তদ্রূপ হইলে বৈদ্য নীচ ভাবাপন্ন ।
অরি বৈদ্যগণ দেখি হইবে প্রসন্ন ॥
কাশ্যপ গোত্রজ গুপ্ত মহতান্ন দোষী ।
সাধ্য ভাব হয় বটে সাধ্য সঙ্গে মিসি ॥
গৌতম সাবর্ণি গোত্র গুপ্ত বৈদ্য যিনি ।
তাহাদের নাম কিন্তু কোথাও না শুনি ॥
কশ্যপজ গুপ্ত বৈদ্য কারু ও ত্রিপুর ।
নবগুণান্বিত হৈলে সত্তম প্রচুর ॥
শক্তিগোত্রে গণ হিন্দু কুল ভাবে হয় ।
স্থানভ্রষ্ট রাজদোষে মাধব হীন রয় ॥
শক্তিগোত্র সেনবংশে গয়ি, অঙ্ক, মীন
ভসেন ও স্বর্ণপীঠ পঞ্চ কুল হীন ॥
বল্লালের অন্ন দোষে কষ্ট সাধ্য হয় ।
বল্লালান্ন দোষী বৈদ্য স্থান ভ্রষ্ট কর ॥

দণ্ডপাণি পিতৃশাপে সাধ্য ভাবাশ্রয় ।
 বৈখানর আদিত্যস আদ্য ককাদয় ॥
 মোংগল্য কোলিক ঘেই সেনবৈদ্য হয়
 এই সব কষ্ট বৈদ্য জানিবে নিশ্চয় ॥
 ধনুস্তরি গোত্রোদ্ভব হিন্দু মহামতি ।
 কুল শ্রেষ্ঠ কুলীন হয় তাহার সন্ততি ॥
 ধনুস্তরি গোত্রে রাজা কমল সেন ছিল
 স্বাক্ষ্যলোভ হেতু তার কুল হীন হৈল ॥
 বুরিসেন ধনুস্তরি শীলবান রয়
 স্থান ত্যাগ জন্য তার কুল হীন হয় ॥
 ছাড়িয়া জাজড়ানোব স্থান ত্যাগ জন্য
 সাধ্যভাব গত তারা কষ্ট হৈতে মান্য ॥
 সাধ্য কষ্ট বহুতর প্রতিপত্তি হীন ।
 বল্লালের দোষ তাতে নাহি কোনদিন ॥
 সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট অরি বৈদ্য চারি শ্রেণী
 পরিচয় হীন জনে কুলজার জানি ॥
 পতনে সাধ্যের সহ বহু ক্রিয়াবান ।
 সিদ্ধের সম্মান হবে সাধ্যের প্রধান ॥
 কুলজার ব্যক্তিগণ কুল হীন হয় ।
 পরিচয় দিতে তারা মনে পায় ভয় ॥
 কুল সৃষ্টি হৈতে যারা নিজ পরিচয় ।
 বলিতে নাপারে তার কুল ঠিক নয় ॥
 কুল ঠিক রাখিবেক বৈদ্য বংশধর ।
 কুলজার জন তাতে হইবে কাতর ॥
 বৈদ্য বলি পরিচিত হইবেন যিনি ।
 কুলজি রাখিবে বড় নহে হীনজানি ॥
 কুলজিতে বংশ নাম লিখে ঠিক মতে ।
 কুলজিতে কুল ঠিক পারিবেজানিতে ॥

কুলজিতে কুলজার দৃষ্ট নাহি করে ।
 কুলজার শেবকালে মন চুঃখে মরে ॥

১। সেন-বৈদ্য গোত্র সংখ্যা

৩ বীজী নিরূপণ ।

সেনবৈদ্য একাদশ বীজী নিরূপণ ।
 ঘটক জানেন ইহা করি অব্বেষণ ॥
 শ্রীহর্ষ নৃপতি আর বুরি গরিসেন ।
 ধনুস্তরি গোত্র বলি পরিচয় দেন ॥
 মহামান্য ধনুস্তরি আছে পরিচিত ।
 সর্বদেশে আছে ইহা সর্বত্র বিদিত ॥
 শ্রীহর্ষ নৃপতি হয় কুল শ্রেষ্ঠ গণ্য ।
 ধর্মকর্ম্যে সদা রত লোকে করে মান্য ॥
 পঞ্চকোটি সমাজেতে সেন ভূমি স্থিতি ।
 দোদীপ্ত প্রতাপ রাজা শ্রীহর্ষ নৃপতি ॥
 তৎবংশের বঙ্গদেশে দুইটি সমাজ ।
 সেনহাটি চন্দনমন্ডে ছিল যে বিম্বাজ ॥
 বুরি গরিসেন ছিল বিদ্যাবন্ত অতি ।
 স্থান ত্যাগ বিয়া দোষে সাধ্যভাব গতি ॥
 শক্তিধর উদয়ন শক্তি গোত্র হয় ।
 শক্তি মুনি ভজিলেন তাহার আশ্রয় ॥
 শক্তিধর পুণ্যবন্ত ধর্মকর্ম্যে রত ।
 সুসজ্জ তালাস করি বেড়ার নিরত ॥
 উদয়ন সেনের পুত্র হয় তিন জন ।
 অগ্রজ শিয়াললেন ধর্মশাস্ত্রে মন ॥
 মাণ্ডু হিন্দু হই ভাই সাধ্যসম হয় ।
 শিয়াল নামেতে তারা পরিচিত হয় ॥

শিয়াল সেনের ছিল দুইটা সমাজ ।
পোড়াগাছা, পুথুরিয়া রয়েছে বিরাজ ॥
শিয়ালের বংশধর সম্মানিত হয় ।
নানা স্থানে গতি অল্প মান হল ক্ষয় ॥
সাধ্য বৈদ্য বলি তাকে কহে ইদানিক
প্রতিষ্ঠা হীন অল্প তাই বটে ঠিক ॥
সেন বৈদ্য বৈদ্যানর হয় রাজ অংশ ।
যাহা হইতে অস্তিত্ব আছে বঙ্গালের বংশ ॥
সেন বৈদ্য মোংগল্যজ হয় একজন ।
কৌলিক গোত্রজ সেন আছে লিখন ॥
কুমারের সেন বৈদ্য পরিচিত নয় ।
আজিরস সেন বৈদ্য উক্তরূপ হয় ॥
আদ্য গোত্র সেন বৈদ্য বঙ্গে অদর্শন ।
চন্দ্রপ্রভা লিখে কিন্তু রাঢ়ে ছয় জন ॥
পরহিত ছয় গোত্র সেন বৈদ্যগণ ।
পরিচয় হীন বলি বিজ্ঞগণ কন ॥
কষ্টাধম বলে বলি কেহ অরি কয় ।
আদি নাম অজ্ঞাত অল্প তাহাই নিশ্চয় ॥

সাধ্যাদি ভেদ ।

কুল গ্রন্থে সাধ্য ভাব ত্রিবিধ বর্ণন ।
কুলজ-বংশজ-সাধ্য আদি সাধ্যগণ ॥
মেলস্থিতি হতে যারা সাধ্যে নিরূপিত ।
আদি সাধ্য—কুল গ্রন্থে সদা পরিচিত ॥
মেলস্থিতি পরে যারা সিন্ধু বংশ ছিল ।
কুলগ্রন্থ স্থিতি পূর্বে সাধ্যত পাইল ॥
তাহারা বংশজ সাধ্য বলি গণ্য হয় ।
কুলজ সাধ্যের হতে হীন ভাবে রয় ॥

কষ্টহারে যে বে বংশ কুলে ধরে ছিল ।
পরে স্থান আদি দোষে হীন দেখাইল
তাহাদের মধ্যে যারা সাধ্য মেল হয় ।
কুলজ সাধ্যের মধ্যে লক পশ্চিম ॥
মেলস্থিতি হতে যারা কষ্টে নিরূপণ ।
আদি কষ্ট কুলগ্রন্থে তাদের বর্ণন ॥
মেলস্থিতি পরে যারা সাধ্য বংশ ছিল ।
ক্রমে ক্রিয়া দোষে কানে কষ্টে পাইল ॥
কৃতকষ্ট বলি তারা মেলে গণ্য হয় ।
আদি কষ্ট হতে কিছু প্রতিষ্ঠিত রয় ॥
কষ্ট সঙ্গে সদা যার পালটা ক্রিয়া হয় ।
উর্দ্ধভাত হইলেও কষ্টে পরিচয় ॥
কষ্ট সঙ্গে সদা ক্রিয়া করে যেই জন ।
সিন্ধু সাধ্য করে তারে ক্রমশ বর্জন ॥
কুলজ সাধ্যের মধ্যে শিয়াল গরি হয় ।
ক্রিয়াগুণে ভাব রক্ষা কুক্রিয়ার কয় ॥
বংশজ সাধ্যের মধ্যে বুড়ি মায়া পায় ।
ক্রিয়াগুণে ক্রমাবরে উর্দ্ধ দিকে যায় ॥
কিন্তু ক্রিয়া হীন যারা মহে পরিচিত ।
ক্রিয়াবান্ তুল্য নহে সমাজে গণিত ॥

২ । দাসবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বৌদ্ধী নিরূপণ ।

দাস বৈদ্য বৌদ্ধী হয় পঞ্চদশ জন ।
ঘটক প্রচার করে পূর্বের কথন ॥
মোংগল্যজ চায়াদাস ধর্মকর্মে মতি ।
রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মহোজ্জল অতি ॥

মৌংগল্যজ পহুদাস সৎকুলীন গনি ।
 তার বংশে কেহ বটে কুলিনাভিবানী ॥
 মৌংগল্যজ দাসবৈদ্য বাকী আট জন ।
 কুলহীন বলি তারা সাধ্য ভাবে রন ॥
 দশ দাসে এক গোত্র পূর্ব নিরূপণ ।
 চাষু পহু কুলপ্রাপ্ত অষ্ট সাধ্য হন ॥
 উপরি ফাকরি পাহি ভব ভাষু অন্য ।
 বিভাল মঙ্গলানন্দ সত্যবন্ত গণ্য ॥
 এই অষ্ট দাস কিন্তু সাধ্য ভাষাপন্ন ।
 স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার কষ্ট দোষ লভ ॥
 ক্রিয়াগুণে কারো ২ হরেছে আদর ।
 বংশজ-সাধ্যভে গণ্য সমাজ ভিতর ॥
 সালঙ্কারন, পাণ্ডিত্য গ্রহেতে প্রকাশ ।
 বশিষ্ট বাৎস্য গোত্রজ এই চারি দাস ॥
 শেষ তিন গোত্র বাস কোথাওনা গুনি ।
 আদি সাধ্যো সালংকান হীনভাবে জানি ॥

ভরদ্বাজ পরিচয় ।

ভরদ্বাজ গোত্র দাস আদি সাধ্য হয় ।
 ক্রিয়াগুণ—দোষে ভাবাভাব পরিচয় ॥
 ভরদ্বাজ রবি রাজা রঘুরাম রায় ।
 সমগ্র বিক্রমে যার রাজস্ব যোগায় ॥
 হিন্দু, মুসলমান, বুঝা, বালক, সবির ।
 যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর ॥
 যার দ্বারে থানাদার বিস্তর লঙ্কর ।
 শত শত ছিল যার চাকর নফর ॥
 যাহাদের মধ্যে বহু যেরে ভিন্ন স্থান ।
 লভিল ক্রমশ, কালে বিপুল সম্মান ॥

বিক্রমে সমাজপতি রঘুরাম ছিল ।
 বহু ক্রিয়াগুণে বহু সম্মান লভিল ।
 বিক্রমপুরে অষ্ট যত ভরদ্বাজগণ ।
 ক্রিয়াগুণে কারো কারো কুলে আকর্ষণ ॥

৩। গুপ্তবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

কাষু গুপ্ত বীজী বলি কহে বৃদ্ধগণ ।
 কাষু নামে পরিচয় দেয় বহু জন ॥
 কাশ্যপ গোত্রজ মধ্যে কাষু শ্রেষ্ঠ হয় ।
 সৎকুল বলিয়া তারা সম্মানিত হয় ॥
 গুপ্ত বৈদ্য অনাচারী বহু দৃষ্ট হয় ।
 কাপটী গুপ্তের মাত্র তিন কুলে হয় ॥
 কাপটীর তিন পুত্র মদন জ্যেষ্ঠ হয় ।
 লোকনাথ নীলাধরের কুল জয় হয় ॥
 শক্তি গোত্র দণ্ডপানি সহ লোকনাথ ।
 বিভাল দাসের সহ নীলাধর পাত ॥
 লোকনাথ নীলাধর ভাই কুল হীন ।
 মদন বংশে মৃত্যুঞ্জয় রহিল কুলিন ॥
 কাষু গুপ্ত মধ্যে আর কারো কুল নাই ।
 কুলজ সাধ্যের হীন গুণিতে যে পাই ॥
 ত্রিপুর গুপ্তের বীজী সূর্য্য গুপ্ত হয় ।
 কাশ্যপ গোত্রজ বলি দেয় পরিচয় ॥
 ত্রিপুর গোত্রের বংশে শ্রেষ্ঠ গঙ্গাধর ।
 অচ্যুত গুপ্তের পুত্র হয় রাজাধর ।
 পরমানন্দ কর্ণপুর রাজাধর বংশে ।
 তিন পুত্র হল তার মাত্র সমানাংশে ॥

গয়াশ পুরবাসী বলি দেয় পরিচয় ।
কুল মান আছে বলে কেহ কেহ কর ॥
কালিকা আগত দ্বারা সম্বাসিত রয় ।
বিক্রমপুর কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয় ॥
নয়নের সপ্ত পুত্র পঞ্চ কুল হীন ।
মহীপতি গুপ্তের কুল হয়েছে মলিন ॥
কর কপোতে আসেন গুপ্ত মহীপতি ।
তপস্বী গুপ্তের কিন্তু অর্থ গুপ্ত খ্যাতি ॥
তপস্বীও নারায়ণ বহু স্থানে রয় ।
অপর ত্রিপুর বংশ সাধ্যাধম হয় ॥
মাধবের বংশধর কুলিন বলি কর ।
পরিচয় দিলে ঠিক জানিবে নিশ্চয় ॥
গৌতম সাবর্ণি গোত্র নাহি দৃষ্ট হয় ।
গুপ্ত মধ্যে হীন বৈদ্য মানিবে নিশ্চয় ॥
মহৎ বর অধিকারী গুপ্ত কণ্ঠহারে ।
ব্রাহ্মণের অর্থ দোষে কষ্ট ভাব ধরে ॥

৪ । দত্তবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

৩ বীজী নিরূপণ ।

কৌশিকগোত্রজ দত্ত পাবিত্রা বীজী হয় ।
খাগড়া ব্রাহ্মণ বলি দেয় পরিচয় ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত বটগ্রামে স্থিতি ।
রামচন্দ্র দত্ত বীজী সর্বত্র সুখ্যাতি ॥
মেঘচাকী আদি স্থানে দত্ত বাস হয় ।
মথানেশে জিরাওণে খ্যাত পরিচয় ॥
কাশ্যপ শাণ্ডিল্য দত্ত খ্যাত অতিশয় ।
দত্ত বৈদ্য সপ্ত গোত্র শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

কাশ্যপ শাণ্ডিল্য আদি সাধ্যা মাধ্য হয় ।
কৌশিক মোংগল্য তির সাধ্যাধম রয় ॥
আদি সাধ্য মধ্যে তারা অতিশয় মাধ্য ।
সামান্য দত্তের মধ্যে তারা নহে গণ্য ॥
দত্ত মধ্যে আদ্য আদি গোত্র বহুতর ।
আত্রের কৃষ্ণাত্রের গোত্রের রীতি হীনতর ॥
ইহারা হীনজ বলি কহে বৃদ্ধগণ ।
শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ দত্ত সাধ্য মধ্যে হন ॥
দাসরা-সমাজপতি আর জৈনসার ।
সর্বশ্রেষ্ঠ দত্ত আর ছিল বোমাসার ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত হয় পরিচিত ।
নানা স্থানে আছে কত সাধ্যের বর্জিত ॥
বেঙ্গগ্রাম শিরালদিতে বহু দত্তগণ ।
বিক্রমপুর স্থান বটে ক্রিয়ারিত নন ॥
বরিশাল জিলা মধ্যে কালকাটি খ্যাত ।
তালাসে ঘটক তাহা আছে অবগত ॥
তার মধ্যে নারায়ণপুর নামে গ্রাম খ্যাতি
কাশ্যপ গোত্রজ দত্ত তথাতে বসতি ॥
ময়মনসিংহ জিলা মধ্যে আছে প্রতিষ্ঠিত ॥
কিশোরগঞ্জ ষ্টেশন তদ্যত্য বিদিত ॥
ভগ্নাধ্য রসিদাবাদ দত্ত বাস স্থান ।
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত সে স্থানে প্রধান ॥
ঢাকা জেলা অধীন ত্রীনগর থানা ।
তার মধ্যে জৈনসার সর্বলোক জানা ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত তথাতে বসতি ।
দেব বিলে ভক্তি সদা আছে ধর্মের মতি ॥
জৈনসার দত্ত মধ্যে বহু কৃতী লোক ।
ঐশ্বর্য সম্পদ তারা করিতেছে ভোগ ॥

সর্বদা করেন দত্ত কুলিন সঙ্গে বাস ।
সতত করিছে তারা উচ্চ কুলের আশ ॥
জৈনসারে রাজচক্র ক্রিয়াবান্ অতি ।
দত্ত, বৈদ্যগণ মধ্যে অত্যন্ত সুখ্যাতি ॥
আদি সাধ্য মুখ্য দত্ত এই সে কারণ ।
সাধ্য বিদ্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র দত্ত নিরূপণ ॥

৫ । দেববৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

আত্রের গোত্রজ দেব কেতু গ্রাম বাসী ।
নিকারুণ দেব বীজী অশেষ যশস্বী ॥
দেব বৈদ্য চারি গোত্র পূর্ব নিরূপণ ।
আত্রের গোত্রজ দেব আদি সাধ্য হন ॥
কৃষ্ণাত্মের শাণ্ডিল্যজ দেব বৈদ্যগণ ।
আলম্বান গোত্র দেব হীনভাবে রন ॥
নানাস্থান গত বলি হীন ভাব দেখি ।
কুল গ্রহে দেখি কিন্তু সব কথা লিখি ॥
আদি সাধ্যের মধ্যে মুখ্য লিখে কণ্ঠাহার ।
ইদানিক্ অনুরূপ দেখি ব্যবহার ॥

৬ । ধরবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

ধর বৈদ্য দুই গোত্র বীজী দুই জন ।
ধর বৈদ্য ছিল বহু পূর্বের কথন ॥
ধর বৈদ্য কাশ্যপজ আদি সাধ্য গণ্য ।
বামদেয় গোত্র ধর তত নহে মান্য ॥

বারেন্দ্রজ ধর বৈদ্য কুল গ্রহে কর ।
ক্রিয়াগুণে বাপিধর মানাচিত হয় ॥

৭ । করবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

হিলোরা যাজিগাপুরে বীজী ধর্মকর ।
ভরদ্বাজ গোত্র জাত প্রশংসা বিস্তর ॥
বশিষ্ঠ শক্তি গোত্রজ কর বৈদ্য হয় ।
বঙ্গদেশবাসী বলি কুলগ্রহে কর ॥
কর বৈদ্য সপ্ত গোত্র বীজী সপ্তজন ।
কুলগ্রহে লিখা পড়া কহে বৃদ্ধগণ ॥
মৌদগল্যও শক্তি গোত্র কর বৈদ্যযত ॥
কুলগ্রহ মতে লিখা আদি সাধ্য গত ॥
কাশ্যপ গোত্রজ কর হয় অতঃপর ।
ভরদ্বাজ বাংশ গোত্র আর পরাশর ॥
বশিষ্ঠ গোত্রজ কর এই সপ্ত বীজী ।
আদি সাধ্য মধ্যে কিন্তু লিখিত কুলাজী ॥
করবংশ কর গ্রামে ছিল বিক্রমপুরে ।
যতনে আনিলা মহীপতি বৃন্দে ॥
ঈশানে আনিয়া দিলা বিক্রমপুরে স্থান ।
ক্রিয়াগুণে নীচ হয়ে লভিলা সম্মান ॥

৮ । রাজবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

রাজবৈদ্য চারি বীজী তিন গোত্র হয় ।
রাজবৈদ্য কোথা আছে নাহিক নির্ণয় ॥

কাশ্যপজ বাৎস্ত গোত্র আর মার্কণ্ডেয় ।
কষ্টাধম সম বলি নাহি পরিচয় ॥
বাৎস্ত গোত্র রাজবৈদ্য বীজী দুই জন ।
শশীরাজ মনীরাজ প্রকাশ ভুবন ॥
এনাচি ধাম নগরে শশীরাজ স্থিতি ।
মনীরাজ বঙ্গদেশে করেন বসতি ॥

৯ । সোমবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা
ও বীজী নিরূপণ ।

সোম বৈদ্য দুই বীজী দুই গোত্র হয় ।
কাশ্যপজ কোথা আছে নাহিক নির্ণয় ॥
কৌশিক গোত্রজ সোম কষ্ট ভাবাপন্ন ।
পরিচয় হীন অন্য সদা আছে ক্ষুর ॥
কৌশিকগোত্রজ সোমে ধর্মসোমবীজী ।
মণিগ্রামবাসী বলি বিদিত কুসাজী ॥

১০ । নন্দিবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা
ও বীজী নিরূপণ ।

নন্দি বৈদ্য দুই শ্রেণী আছে বঙ্গদেশে ।
লুপ্ত পদ্ধতি বা কেহ হল অপবশে ।
কাশ্যপ গোত্র নন্দি মোংগল্য বহুতর ।
সেরপুরে কাশ্যপ গোত্র ক্রিয়া বুদ্ধ ঘর ॥
মোংগল্য গোত্রজ বীজী নন্দি মহাকাল ।
হীন ভাব বৈদ্য বলি ঘটার জজাল ॥
বারেন্দ্রজ নন্দি বৈদ্য কুলগ্রহে লিখা ।
রাঢ় বঙ্গ কোন স্থানে নাহি যাবদেখা ॥

১১ । চন্দ্রবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা
ও বীজী নিরূপণ ।

বশিষ্ঠ গোত্রজ হয় চন্দ্র বৈদ্যগণ ।
মহানন্দ চন্দ্র কিন্তু বীজী নিরূপন ॥
চন্দ্র বৈদ্য একগোত্র নাহিক অস্ত্রাথা ।
কুল গ্রহে লিখা আছে কহি সত্য কথা ॥

১২ । কুণ্ডবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা
ও বীজী নিরূপণ ।

কুণ্ড বৈদ্য ভরদ্বাজ গোত্র নির্দ্ধারণ ।
বঙ্গদেশে বৃন্দ কুণ্ড বীজী একজন ॥
কুণ্ড বৈদ্য এক গোত্র কুলপত্রি কয় ।
মন্দীচন্দ্র প্রতিযোগী কষ্ট সাধ্য হয় ॥

১৩ । রক্ষিত বৈদ্যের গোত্র
সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

রক্ষিত মামক বৈদ্য ত্রিভ গোত্র হয় ।
রক্ষিত কাশ্যপ গোত্র হীন ভাবে রয় ॥
ভরদ্বাজ আঙ্গিরস গোত্রজ রক্ষিত ।
হীন ভাব মধ্যে হয় তারা পরিচিত ॥
পরমেশ্বর রক্ষিত আঙ্গিরস গোত্র ।
পরমেশ্বর বীজী বলি প্রকাশিত নাত্র ॥

১৪ । ইন্দ্রবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

ইন্দ্র বৈদ্য একবীজী বলে প্রকাশিত ।
কাশ্যপ গোত্রজ ইন্দ্র আছে পরিচিত ॥
ইন্দ্র বৈদ্য কষ্ট বৈদ্য সমাজে বিদিত ।
আদি কষ্ট বলি তারা গ্রন্থে পরিচিত ॥

১৫ । আদিত্য বৈদ্যের গোত্র

সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

আদিত্য নামক বৈদ্য পরিচিত নয় ।
কাশ্যপ কৌশিক গোত্র বৃদ্ধগণ কর ॥
কষ্ট বৈদ্য মধ্যে তারা হীন ভাব হয় ।
সমাজে আদর নাই ঘটকোত্তে কর ॥

১৬ । নাগবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

নাগ বৈদ্য বীজী বটে হুই সদাশয় ।
বাড়েতে প্রসিক্ কিঙ্ক নাগ মহাশয় ॥
আদিত্য গোত্রজ নাগ আছে একজন ।
কৌশিক গোত্রজ নাগ ছিল সুলকণ ॥
নাগ বৈদ্য ছিল মহাকুল সংগৃহীত ।
ধবস্তুরী নাগের বা আছে প্রকাশিত ॥
এহেন নাগের বংশ কষ্ট বৈদ্য হয় ।
অদৃষ্ট নিখিত বলি জানিবে নিশ্চয় ॥

সাধ্য কষ্ট বৈদ্যগণের শ্রেণী

বিভাগ ।

দস্ত, দেব, কর তিন রাজ সোম আর ।
রাঢ়ি বৈদ্য বলি চন্দ্র প্রভাতে প্রচার ॥
নন্দি চন্দ্র ধর কুণ্ড আর বে রক্ষিত ।
বারেন্দ্রজ বৈদ্য বলি গ্রন্থে পরিচিত ॥
দাস দস্ত কর কেহ বারেন্দ্রজ হয় ।
শাওল্য দস্তের স্থান বটগ্রামে হয় ॥
ত্রিরা গুণে আদি সাধ্য মধ্য গণ্য হয় ।
ত্রিরাভাবে সকলেই কষ্ট ভাবে হয় ॥

হীনভাবেই হেতু ।

সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট অরি ক্রমে লঘু হয় ।
ওর লঘু লঘু ওর ভাগ্য ফলে কর ॥
উঠা পড়া বৈদ্যকুল এই সে কারণ ।
বহু অর্থে বহু তাপে উর্দ্ধোত্তে গমন ॥
স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার সবক দোষতঃ ।
এই তিন দোষে সিদ্ধ সাধ্য ভাবগত ॥
স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার সবক দোষতঃ ।
এই তিন দোষে সাধ্য কষ্ট ভাবগত ॥
স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার সবক দোষতঃ ।
এই তিন দোষে কষ্ট অরি ভাবগত ॥
মুখ্য স্থান বাসে সদা স্থান গুণ জানি ।
সেইস্থান ত্যাগ হইলে স্থানদোষ মানি ॥
নদী ভাঙ্গা অন্য যদি স্থান ত্যাগ হয় ।
অগোত্র স্বঘর সহ এক স্থানে হয় ॥

তবে তাকে স্থান ভ্রষ্ট বলা অমুচিত ।
ইহাই নিরম বটে সর্বত্র বিদিত ॥
কুলীনের সমাজেতে ফিরা নাহি যার ।
কুল দোষ খ্যাতি বলি জানিবে তাহার ॥
কুলিনে আদর করে বিজ্ঞ জন দেশে ।
তার মন্দ বুঝিবে কি সামান্য মানুষে ॥
ঘটক কুলিন চিনে কুলাকাজিকগণ ।
সেব্যাসেবা ভেদ নাহি বুঝে লোক জন ॥
দারিত্র্যে শুকল নাহি অতি নীচে যায় ।
ধনাভাবে হীন মেল হেরজে মিশার ॥
কুলের মর্যাদা বুঝে কুলমানী জনে ।
ঠাকুর বলিতে নীচে প্রাণে নাহি মানেন ॥
ভেজ বীৰ্য্যধারী যদি মানী বংশ হয় ।
নমিতে নীচের পার প্রাণে নাহি লয় ॥
অনাচারে স্থান অধিক ভোজন বাহার ।
কুল বিধি মতে তাকে জানি হীনাচার ॥
তাহাকেই হীনাচার কহে বৃদ্ধগণ ।
এমত নিয়মে চলে কুলজার জন ॥
শ্বশর ছাড়িয়া বিয়া নীচ ঘরে হবে ।
সম্বন্ধ দোষিত বলি তাহাকে জানিবে ॥
সম্বন্ধ দোষিত খোটা চিরকাল থাকে ।
দোষিত সম্বন্ধ করে ঠেকিয়া বিপাকে ॥
কুল দোষ নাহি যার পবিত্র সে জন ।
কুলরক্ষা কার্য করে জানী ব্যক্তিগণ ॥

মহাজন বাক্য ।

কুল সৃষ্টি হৈতে যিনি নিজ পিতৃ নাম ।
লিখন পঠন কিয়া গয়া পিও কাম ॥

শরণ করেন যিনি পিতৃ কুল নাম ।
মৃত্যু কালে হবে তার সর্গ পুরে ধাম ।
পূর্ব পুরুষের নামে বংশের মর্যাদা ॥
পরিচয় দিলে হবে গৌরব সর্বদা ।
লিখা পড়া জানি যেন পরিচয়াকর ॥
এমত মানব হবে মূর্খের অধম ।
চণ্ডাল ঝাল টিয়র নীচ কুল জাতি ।
পিতৃকুল নাম শিখে যত্ন করি অতি ॥
লিখা পড়া শিলা করি হইলে বিদ্যান ।
নিজ বংশ পরিচয়ে বাড়িবে সম্মান ॥
যথাস্থানে পরিচয়ে হইলে কাতর ।
হইতে না হয় কিয়া লজ্জিত অন্তর ॥
শ্রদ্ধায় যে নাহি শুনে নিজ পরিচয় ।
তুচ্ছতায় বংশ মান সদা করে ক্ষয় ॥
ঘটক নিকটে জানিবে বংশ পরিচয় ।
ঘটক তোষিলে হবে বংশের নির্ণয় ॥
পিতৃ কুল অজ্ঞাত জন্য যে পাপ হয় ।
ঘটকের বাক্যে তাহা সব হয় ক্ষয় ॥
পিতৃকুল নাম পাবে ঘটকের কাছে ।
নিজ বংশ নামলিখিদিবে তার পিছে ॥
আদি অন্ত মিল করি রাখিবে যতনে ।
ঘটকের আদর বটে এই সে কারণে ॥
ভাবাভাব করিবেক ঘটক প্রকাশ ।
তাহাতে সম্মান বৃদ্ধি হইবে নির্যাস ॥
কৃতী ব্যক্তির নাম ধাম জানাবে ঘটকে ।
বাড়িবে গৌরব সে নাঠেকিবে বিপাকে ॥
বৈদ্য কুলোদ্ভব রাজা বঙ্গাল সেন হয় ।
ভাবাভাব ব্যক্ত জন্য ঘটক স্থির রয় ॥

কুলকুল ভাবাভাব ঘটকে জানাবে ।
 ভাবাভাব যত্ন করি ঘটকে লিখিবে ॥
 কুল তত্ত্ব ভাবাভাব অবগত যিনি ।
 ঘটক চুড়ামনি বলে আখ্যা পান তিনি ॥
 ঘটক বংশেতে জন্ম দেয় পরিচয় ।
 তাহাকে ঘটক বলি জানিবে নিশ্চয় ॥
 কুল ভাব স্থির করা ঘটকের কার্য্য ।
 ঘটক ভিন্ন প্রতিযোগী ভাব কিসে ধার্য্য ॥

প্রাচীন কথা ।

সুসন্ধান জন্ম মাত্র ঘটকে জানাবে ।
 উপযুক্ত নাম জন্য ব্যাবস্থা লইবে ॥
 উপযুক্ত নাম স্থির ঘটক করিয়া ।
 জন্মবার মাস সন রাখিবে লিখিয়া ॥
 অগারম্ভ কালে নাম লিখি শুদ্ধ মতে ।
 যত্ন করি লিখি দিবে পুরহিত হাতে ॥
 শাস্ত্র মতে নাম রাখা প্রত্যক্ষ করিয়া ।
 ঘটক মধ্যস্থ রাখি সন্দেহ খণ্ডিয়া ।
 সেই নাম নাম গ্রহে লিখিবার তরে ।
 ঘটকে বলিবে তাহা বহু যত্ন কৈরে ॥
 চুড়া কার্য্য পরিনয় সেই নাম মতে ।
 সব কার্য্য করিবে ঘটক সহিতে ॥
 ঠিক মতে নাম লিখা হইয়াছে কিনা ।
 প্রতি বর্ষে তত্ত্ব লবে দিয়েষে দক্ষিণা ॥
 কুল ভাব সহ নাম লিখাইবে যিনি ।
 তাহার বংশের নাম ঠিক থাকা মানি ॥
 পিতৃ নাম আদি নাম যেই মিছা বলে ।
 তার সম নরাধম নাহি ভূমণ্ডলে ॥

শাস্ত্র মতে বলি তাকে পাতকী অধম ।
 পিতৃকুল পিতৃ দানে ঘটায় বিভ্রম ॥
 আদি অস্ত্র বংশ নাম ক্রমদ্বয়ে লিখি ।
 লিখিরাছে শুদ্ধ মতে সন্দেহ না দেখি ॥
 এমত পরীক্ষা করা মহতের বাক্য ।
 নিবীৰ্য্য সন্ধান করে নামেতে অনৈক্য ॥
 আদিনাম আদি স্থান সকল জানিবে ।
 সন্দেহ খণ্ডন মতে যত্নে লিখিবে ॥
 পূর্ব পুরুষ নাম গুণ তনিতে পারিলে ।
 মনেতে আনন্দ হয় আনন্দ তা বলে ॥
 নিজ বংশ নাম গুণ অবনে আনন্দ ।
 বাড়িবে গৌরব তাতে কেবলিবে মন্দ ॥
 ইংরেজি বিদ্যার তত্ত্ব শিখেছে প্রথম ।
 তাহাদের ভাব বলা বড়ই বিষম ॥
 ইংরেজি ভাষার দ্বারে দেশ বিবরণ ।
 সকল হইবে লোপ শাস্ত্র নিক্রপন ॥
 জানিবে কিমতে তব বংশ নামাবলী ।
 লিখিবেন বংশনাম ঘুচিবে বেজালী ॥
 বংশাবলি লিখিবেন অবহেলা করি ।
 ইংরেজী শিক্ষায় যাবে ভবপার তবি ॥
 ছোট বড় লবু জনে লিখিবে ইংরেজি ।
 ভাল মন্দ বিবেচনা করিবে কি বুঝি ॥
 আদিবংশ নাম পাঠে মনের উল্লাস ।
 হীন জাতি বুঝিবে কি তাহার আভাস ॥
 ভদ্র বলি পরিচিত হইবেন যিনি ।
 আদি বংশ অবগত থাকিবেন তিনি ॥
 লিখা পড়া শিক্ষা করি হইলে বিদ্বান ।
 সমাজে গৌরব বারে সুখ্যাতিপ্রাধান ॥

কিন্তু বংশ পরিচরে হইলে অক্ষম ।
 বলিতে হইবে তাকে কুলের অধম ।
 বংশ পরিচরে পাবে মানব সম্মান ।
 পরিচর হীনে হবে অধম সমান ॥
 আদি হৈতে অন্ত নাম আনিবারতরে ।
 সাধা মত অর্থ ব্যায় কুলাকাজী করে ॥
 বিভূর অনন্ত নীলা জানে শক্তি কার ।
 আদিবংশ নাম পাঠে কুলের উদ্ধার ॥
 রামনাম শুনে হয় স্বর্গ হামে গতি ।
 আদিবংশনামে শ্রুতে বৈকুণ্ঠে স্থিতি ।
 আদি বংশ নাম পাঠে মাহাত্ম্য অনন্ত ।
 বিবেচনা করিলেই বুঝিবে বৃত্তান্ত ॥
 কৃষ্ণনাম শরণেতে মোক্ষফল রয় ।
 আদিবংশ নাম শুনে ততোধিক হয় ॥
 আদি বংশ মধ্যে আছে রাম কৃষ্ণনাম ।
 শুনিলে অবশ্য হবে মোক্ষ হামে ধাম ॥
 আদিবংশ নাম আছে মোক্ষনাম আছে ।
 অন্য গ্রন্থ তুচ্ছ বটে নাম গ্রন্থ কাছে ॥
 হারিনাম কৃষ্ণনাম রামনাম বল ।
 আদি বংশ নাম পাঠে ততোধিক ফল ॥
 জন্মে জন্ম রাজা হৈতে ব্রহ্মবধ হয় ।
 আদিবংশ নাম শ্রুতে সব পাপ ক্ষয় ॥
 হিন্দু শাস্ত্র নামে হৈলে ইহাই যথেষ্ট ।
 নতুবা জানিবে তাকে জাতি কুল ভ্রষ্ট ॥
 জন্ম দাতা মৃত্যু দাতা ঐক্য তুল্য মানি ।
 পিতৃকুলনাম লোপে পিতৃ লোপ জানি ॥
 জন্ম দাতা হৈতে হয় পৃথী দরশন ।
 মৃত্যুদাতা হৈতে হয় স্বর্গ আরোহণ ॥

উপদেশটা দেম কিন্তু ইষ্ট মন্ত্র দান ।
 অবশ্যই হবে তাতে স্বর্গ ধামে স্থান ॥

বৃদ্ধ বাক্য ।

নিজ বংশ নিজ ভাব লিখে যেই জন ।
 তাহাকে বিশ্বাস করে অতি মুঢ় জন ॥
 বিশ্বাস হইবে যাতে কহে বৃদ্ধগণ ।
 ঘটক লিখিবে তাব আছে মিলন ॥
 ইহাই নিরম বটে বঙ্গাল বচন ।
 বৃদ্ধ বাক্য অশ্রদ্ধা নহে কদাচন ॥
 নিজ বংশ নিজ ভাবে লিখিবার তরে ।
 ঘটকে করিবে বড় অতি সমাদরে ॥
 আদি অন্ত বংশ ভাব লিখাইবে যিনি ।
 বংশ মান্য যাহা কিছু পাইবেন তিনি ॥
 বংশ মান্য রক্ষা অন্য যথা বিধিতে ।
 যে লিখায় নিজ কুল ক্রমে কুলজিতে ॥
 তাহাকে জানিবে সত্যকুলজ সে জন ।
 বিপরীত লোক হয় মিন্দার ভাজন ॥

স্কন্দপুরাণাদি হইতে সংক্ষিপ্ত

প্রমাণসমূহ ।

স্কান্দে যুধিষ্ঠিরঃ প্রতি মৈত্রেয় বাক্যং ।
 ভো রাজেন্দ্রযথাজাতো ধনুস্তরিরিহৈবতু
 মহর্ষির্গালবোনাম কাষ্ঠদর্ভাহরো বনং ।
 অগাম তত্র ভ্রমণানতিশ্রান্তো বভূব সঃ
 ততোনিরীকরামাস ত্বাকুলকলেবরঃ

ততো বনবহির্ভাগে কস্তামেকাংদদর্শসঃ
জলপূর্ণবটং নীত্বা-গচ্ছন্তাঃ পিতৃমন্দিরং
তাংদৃষ্ট্বাস্তচিন্তোহসৌবভাষে মুনিপুঙ্গবঃ
হেকনোত্ত্বংজলংদেহি প্রাপরক্ষাংকুরুধমে
ততঃ সা কলসংস্কৃমৌ নিধানা ক্ৰিষ্টব্রহ্মমা
গালবোধস্বভোয়েন স্নাত্বাতোয়ংপশোচতৎ
প্রোবাচচাপি হেকনোত্ত্বংসংপূত্রবতীভব
ততঃ প্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণি-

গ্রাহো হতবৎ ॥

ততো মুনিবরশ্চাহকাস্তংকিংনাম তেবদ
উবাচপুত্ররপেয়াবৈশ্বকন্যাযুহংবিভো
বীরভদ্রাভিধানাচ জানীহি মুনিপুঙ্গব
ততো বিচিন্ত্য মুনিস্তামাদারজগামহ ॥
শ্বযীণামগ্রতো নীত্বা বৃদ্ধাস্তমবদত্তদা ।
আকর্ণ্যন্তে মহারাজ উচুর্হিষিতমানসাঃ ॥
ভদ্রং কৃতং নুনেনুনানীতেষাং বতস্তদা ।
বৈশ্বারাংবীরভদ্রায়াংধনতুরিভিবিযাতি
ইতুত্বাতেপি মুনরঃ কুশপুতুলিকাংততঃ
কৃৎনাক্রোড়েবদৌক্তস্তাষেদমুচ্যার্য্যতৎকুশে
প্রাপপ্রতিষ্ঠামস্যস্যচক্রেবৈপুরুষাকৃতিং
ততোহতবৎ কাঞ্চনরাশিগৌর-
বালোতিসৌম্যাকৃতিরেব তস্য ।
ক্রোড়ে বিলোকৈব্য পিতুং মুনীজ্ঞাঃ
প্রাপুর্নুদং বেদতথৈব জাতঃ ।
বৈদ্য স্ততোয়ং জননী কুলেচ
স্নাত্বা ততোহমৃষ্ট ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥
এবমুক্ত্বাততঃ সর্কেমুনরোদেবরূপিণঃ
অমৃতাচার্য্যমস্যাখ্যাংচক্রেবৈশ্বাভিধানকঃ

উচুত্বতো বীরভদ্রে নর নালংতবালরে
পিতৃগেহংবাহিতত্রেহমকৃত্তগাসিবে ॥
ইত্যা কণ্যাবীরভদ্রাচচাল পিতৃমন্দিরং ।
ততস্তমুনরঃসর্কেচতুর্দশ ক্রিরাং ততঃ ॥
অধ্যাপনামানুরিমমায়ুবেদংক্রমেণতু ।
বৈশ্ববত্তস্ত কার্য্যাপিনির্দিষ্টানিমুনীশ্বরৈঃ
অমৃষ্ঠানাকসর্কেবাংততোমাতৃহলেহিতি

এবঞ্চ শব্দঃ ।

বেদাঙ্জাজেহি বৈদ্যঃ স্যাদমৃষ্টোত্রক্ষপুত্রকঃ

এবং পরাশরঃ ।

বৈশ্বারাং ব্রাহ্মণাঙ্জাজেহি মৃষ্টোহয়ং
মুনিসত্তম ।

তত্র যশুঃ ।

ব্রাহ্মণাদৈশ্বকজায়া মমৃষ্টোনিম জারতে
এবমগ্নিবেশঃ ।

আয়ুর্কেদোপনয়না-দ্বৈদ্যোদ্বিজইতিশ্রুতঃ

অথ বিষ্ণু পুরাণম্ ।

শর্মাদেবশচবিপ্রস্য বর্ষাস্তং কজিরস্য চ
শুশ্রূদাসাত্মকং নামপ্রপত্তংবৈশ্বপুত্রয়োঃ

দেবীবর যটক মহারাজা আদিশুরকে

বৈদ্য বলিতেছেন বধা—

অমৃষ্টকুলসত্ত্বত আদিপুরো নৃপেশ্বরঃ ॥
রাত-পৌড়-বহেস্ত্রাশ্চ বজ্রদেশজথৈব চ ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্কভূমীশ্বরো বধা

অথ বারেন্দ্র কুলপঞ্জিমতে—

আদিশুরশ্চ নৃপতেঃ কন্যা কুলসমুদ্ভবঃ
বল্লালসেনো নৃপতি রজারত শুণোত্তমঃ

কারনু জাতির কলপজিকাকার বঙ্গ
ষটক রামানন্দ শর্মা কৃত দীপিকা
এহেও লিখিত আছে। যথা—
অথ বঙ্গালভূপশ্চ অগ্ৰষ্ঠ কুলমন্ডমঃ ।
ককুতেহতি প্রবত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্ ॥
শূদ্রাভ্যাম চতুশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃত্যঃ
উদগ্ দক্ষিণ রাঢ়ৌচ বঙ্গবারেন্দ্রকৌতুখা
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদেগনিবাসনাং
কুলং চতুর্বিধং তেষাং শ্রেণিঃ শ্রেণি
বিশেষতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাষ্যাদিশূরোহ ভবনবনিপতি স্তত্র
বঙ্গাদি দেশে, সম্লোকঃ সন্নিচাটের
জিতিশূতপতিঃ স্বর্যধাসৌ তথাসৌ ।
অনুষ্ঠানং কুলেহসৌ প্রথম নরপতি
বীৰ্য শৌৰ্যাদি যুক্তসুস্মারামাদিশূরো
বিমলমতিরিত্তি খ্যাতিযুক্তো বভূব ॥
ইত্যাদি—

ষটক চূড়ামণি রামজীবন শ্রীর কুল
পঞ্জিকার ইহার বিস্তারিত বিবরণ
লিখিয়াছেন। যথা—
আদিশূর মহারাজা অগতে বিখ্যাত ।
তাহার দৌহিত্র বঙ্গাল জীধরেরমুত* ॥
দেব অংশে জন্ম বঙ্গাল নৃপমণি ।
যে করিল সেই হইল আচরণি ॥
জাতিমালা আদি করি নির্দিষ্ট করিল ।
বিশেষিরা ত্রাঙ্গণের কুলজী বলিল ॥
যে দেশে যেখানে যেখানে ছিল ।
সেই দেশী গ্রামবাদী তাহারে লিখিল ॥

বঙ্গালসেনের পুত্র লক্ষণ সেন জানি ।
পিতাপুত্রে অনৈছিল বিরোধ কারণ ॥
দেখি মন্দ আচরণ বঙ্গালে করিল ।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল ॥
পিতাপুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয় ।
বিশেষতঃ রাজা তুনি নাহিক আশ্রয় ॥
দেশত্যাগ যুক্তি মাত্র উপায় কেবল ।
তাহা ভিন্ন অন্য যেবা সবই নিফল ॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেল ।
পূর্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল ॥
কিছু দিন এই ভাবে থাকে হুই জন ।
পশ্চাতে উঠিল এক অগুত লক্ষণ ॥
লক্ষণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিরা সঙ্গে ।
ঘুচাও ঘুচাও পৈত্যা বল শূত্র এবে ॥
লক্ষণ অঙ্গুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল ।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল ॥
বৈদ্যেতে মহারাজা রাজবল্লভ নাম ।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান ।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রশ্ন ॥
ঘিজের আজ্ঞার বৈদ্য পুনঃ উপনীত ।
পুনরায় ঘিজভাব যথা পূর্ব রীত ॥
তদবধি কতগুলি করি প্রারম্ভিত ।
পক্ষ মাত্রে পার শুদ্ধি করে বৈশ্ববৃত্ত ॥
সংস্কার দশবিধ তার পূর্ব মত ।
তখন পণ্ডিত জনে কহে কত শত ॥
* কেহ বলে দৌহিত্র বংশ সমুত ।

সম্বন্ধনির্ণয়ে মতান্তর ।

ভূপুৰ নামক পুত্র আদি নৃপতিৰ ।

মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যায় স্থির ॥

ভূপুৰে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি ।

নিজ তনয়া লক্ষীকে পুত্ৰীয়কায় গণি ॥

তাহার তনয় দেখি যায় স্বৰ্গপুর ।

পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূৰ ॥

অশোক দৌহিত্র জনে আদি নৃপতিৰ ।

তাহার তনয় হন শূৰসেন ধীর ॥

বাহার ঔরসে জন্মে বীরগেনে রায় ।

তাহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তার ॥

সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন ।

বিশ্বক, তাত বলি যারে করে বন্ধন ॥

কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি বাবহার ।

কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই লমাচার ॥

আদিশূৰেন্দ্রবংশ ধ্বংসসেনবংশ তাজা ।

বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বজ্জালসেনরাজা ।

বজ্জাল নৃপেব পুত্র নামেতে লক্ষণ ।

মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥

কেশব ভূপতি হন মাধব তনয় ।

তার স্নাত গুণ স্নাত লক্ষণ সে হয় ॥

যার গুণ গান দ্বিজ পঞ্চের সম্ভাম ।

রাজবল্লভ তাহার করে ধ্যান জ্ঞান ॥

পরগণে বিক্রমপুর রাজার নগর ।

সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য কুলবর ॥

বাল্যকালে নাম শিক্ষা পূৰ্ব্ব নিরূপণ ।

তাহার নিয়ম কিছু করিব বর্ণন ।

শিশুকালের নাম

বিচার শিক্ষা ।

১ প্রশ্ন । তোমার নাম কি ?

(উত্তর) শ্ৰী আনন্দচন্দ্র দাসগুপ্ত ঘটক ।

২ প্রশ্ন । অগ্রে শ্ৰী পঞ্চাং নাম

কেন ? উঃ । দেবং গুরুং গুরু স্থানং

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিপাং বৃথা, সাধ্যং সিদ্ধ-

ধিকার্যাংচ শ্ৰী পূৰ্ব্বং সমুদীরয়েৎ ।

অর্থাৎ দেবতা, গুরু, গুরু স্থান, ক্ষেত্র

অর্থাৎ নিজ, ক্ষেত্রাধিপগণ অর্থাৎ সাধ্য

ও সিদ্ধাদি গণের নাম বলিতে প্রথমত

শ্ৰী শব্দ উচ্চারণ করা কর্তব্য ।

৩ প্রশ্ন । তুমি কাহার পুত্র ?

উঃ । ৩৮৮৮মনি দাসগুপ্ত ঘটক

বিশারদ মহাশয়ের পুত্র ।

৪ প্রশ্ন । হিন্দু ভদ্র লোক মাতৃই

বাণ্য কালে পুত্রের সাক্ষী কে এইরূপ

প্রশ্ন করিয়া থাকেন ? উঃ । বৎসগণে

পণ্ডিতো বিন্দু মাতৃ গর্ভে নিয়োজিতঃ

এক সাক্ষী দ্বিতীয়ো ন বর্গঃ সাক্ষী

প্রমানতঃ ।

৫ প্রশ্ন । পুত্র কাহাকে বলে ?

উঃ । পুরাণো নরকাং যন্মাং জায়তে

শীতরং স্নাতঃ তন্মাং পুত্র ইতি খ্যাতঃ

স্বরমেব স্বরভুবা ।

৬ প্রশ্ন । পুত্রের লক্ষণ কি ? উঃ ।

জীবতো বাক্য পালক, মৃত্যুহে ভুরি

ভোজনং গম্যায় পিতৃ দানক ত্রিভিঃ
পুত্রেন পুত্রতা ।

৭ প্রঃ । এক পুত্র স্থলে বহু পুত্রের
আকাঙ্ক্ষা কেন ? উঃ । এষ্টব্য
বহবঃ পুত্রা জন্মাপোকো গম্যঃ ত্রয়েৎ
যজ্ঞদ্বা অথমেৎ ক নীলদ্বা বৃষসুৎ
নৃত্যেৎ ।

৮ প্রঃ । বৈদ্য কত কাল বাবৎ ?
উঃ । যাবন্মেরৌ দ্বিত্বা দেবাঃ বাবৎ
গঙ্গা মহীতলে চত্বার্কৌ পপণে বাবৎ ।
তাবৎ বৈদ্য কলে ববৎ ।

৯ প্রঃ । বৈদ্যের বাসস্থান কোথায় ?
উঃ । রাঢ় দেশ দ্বিত্বা পূর্বে তৎপরে
বঙ্গ বাসীনঃ বশোহরে দ্বিত্বা বৈদ্যাঃ
কুলীনগণ বেষ্টিতাঃ ।

১০ প্রঃ । তোমরা কোন বংশ ?
তাহার লক্ষণ কিরূপ ? উঃ । আমরা
কার্ণ দাস বংশ তাহার লক্ষণ যথা ।
কার্ণ দাসস্ত বঙ্গীয় নিশারায় যথা
দীপকঃ ভ্রমন্তি সর্বদেশেষু নাস্তি
স্থান নিরালয়ঃ ।

১১ প্রঃ । তোমাদের মামের সঙ্গে
ঘটক বিশারদ শব্দ উচ্চারণ কেন ?
উঃ । আমাদের বংশে চণ্ডিবর দাস
ঘটক বিশারদ মহাশয় অতি কৃতি
ও বক্ষা ও কুল শাস্ত্রাত্মক ছিলেন ।
এজন্য তাঁহার ঘটক বিশারদ খ্যাতি
হয় সেই হইতে আমাদের বংশ

ঘটক বিশারদ শব্দ ব্যাবহার করিয়া
আসিতেছি ।

১২ প্রঃ । ঘটক শব্দের লক্ষণ কি ?
উঃ ॥ ধাবকো ভাবকশ্চৈব বোজক
শ্চাংশক তথা দোষক তথা চৈবঃ
ষড়্ভেদে ঘটকা স্তুতা ।

১৩ । প্রঃ তোমরা তাহার সন্তান ?
ও তাঁহার লক্ষণ কিরূপ উঃ । আমরা
নরহরি দাস ঘটক বিশারদ মহাশয়ের
সন্তান । তাহার লক্ষণ যথা । আসী-
বৈদ্য কুলজো ত্রীনরহরি ধর্মজো
বিজ্ঞো মহান । ঘটক বিশারদঃ পৃথী-
থীরেষু চুড়ামণি । তৎপুত্র শিব দাস
বরঃ সূর্য্যস্ত মধুসূদনঃ । বৈদ্যানাং
কুলধর্ম সন্তোষ করীঃ পত্নী মিত্রাং
ভাষতেঃ ।

১৪ প্রঃ । তোমরা কোন ধারা ?
উঃ । আমরা শিবদাস ঘটক বিশা-
রদ মহাশয়ের ধারা ।

১৫ প্রঃ । তোমরা কোন প্রক-
রণ ? উঃ । আমরা রামবল্লভদাস
ঘটক বিশারদ মহাশয়ের প্রকরণ ।

১৬ । প্রঃ ধারা প্রকরণ অর্থ কি ?
উঃ । ধারা পিত্তা প্রকরণ পুত্র ।

১৭ প্রঃ । তোমরা কোন শাখা ?
উঃ । আমরা হরিনারায়ণ দাসঘটক
বিশারদ মহাশয়ের শাখা ।

১৮ প্রঃ । তোমরা কোনগোত্র ?

এবং তোমাদের আদি পুরুষ কে ? ও
তাহার লক্ষণ কি ? উঃ । আমরা
মৌদগল্য গোত্র ও আমাদের বংশের
আদি পুরুষ চাণু দাস মহাশয় তাঁহার
লক্ষণ বর্ণনা । প্রধানঃ সৰ্ব বৈদ্যানাং
দেবানাং বাসবো বধাঃ, কুষীনা মিব
নারদঃ কথা স্পৰ্শমণিস্পর্শা দরোণি
যাতি ককাতাং, তথা চাণু কল স্পর্শাদ
কুলীন কুলিনতাং ।

১৯। প্রঃ তোমাদের দশক্রিয়া
কার্য কোন বেদ মতে হয় ? ও
বেদ কত প্রকার ? উঃ । বেদ চারি
প্রকার । যথ ঋগ্বেদ, সামবেদ,
যজুর্বেদ, অথর্ববেদ । এই চারি
প্রকার । আমাদের যজুর্বেদের মাধ্য-
মিণী শাখার প্রামান্যতে দশক্রিয়া
কার্য নির্বাহ হয় ।

২০। প্রঃ । তোমার নামের মধ্যে
গুপ্ত শব্দ ব্যবহার কর কেন ? উঃ ।
বৈশ্যের পদ্ধতি গুপ্ত কহে মুনিগণ ।
মাতৃ কুলাচার অন্য বৈদ্য গুপ্ত হন ॥
আখ্যা বৈদ্য নাম অস্ত্রে গুপ্ত বলা হয় ।
গুপ্ত পরিচয়ে বৈদ্য জানিবে নিশ্চয় ॥

মুখ্যাক্ত কুল ।

চাণু কাণু হুহি পদ্ম আর বিসারক ।
ত্রিপুর শিয়াল গরি সিদ্ধ প্রকাশক ॥

রাঢ়ে বঙ্গে বর আট কুলের করেছে বাট ।
কুলগ্রহে কহে আট সাধ্যকট্টের বিভাট ।
নিরম করেছে বিরাট বজালসেন সমাট ।
ছিল হৃদ্য প্রতাপ সমুদ্রল্য বরলাট ॥

চিহ্নিত কুল সংখ্যা ।

কুলীন কুলজ আর বংশজ শ্রোত্রি ।
চতুর্বিধ বৈদ্য কুল ডাকৈরের স্মৃতি ॥
আদি সাধ্য কট্ট বংশ পঞ্জীতে বর্জন ।
মহাকবি গ্রন্থকার সাধ্য বৈদ্যগণ ॥
সাধ্য কট্ট বৈদ্য নাম লিখিবার তরে ।
ডাকৈরেতে লিখা হয় গোত্রঅঙ্গুসারে ॥
বিশেষ জানিতে হইলে নামগ্রহেপাবে ।
মনের সন্দেহ যাহা সমস্ত খণ্ডিবে ॥

কুলের গুণ দোষাদি সংখ্যা ।

কুল মধ্যে নয় গুণ জাত সর্বজন ।
কুল মধ্যে দশ দোষ প্রকাশ ভূবন ॥
কুল মধ্যে চারি ভাব সর্বজন জাত ।
কুল মধ্যে তিন বৃত্তি সর্বজন বিদিত ॥
সাতাশ সমাজ ছিল পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ।
তার মধ্যে কত স্থান বাস বিবর্তিত ॥

কুল গুণ বা লক্ষণ ।

আচার বিনয় বিদ্যা বিশিষ্ট যে জন ।
প্রতিষ্ঠা সমৃদ্ধি তীর্থ দর্শনেতে মন ॥
নিষ্ঠা ধর্ম তপ দান করিবেন যিনি ।
নব গুণ বৃত্ত বলি কুলীন হবে তিনি ॥

কুলিনের বংশধর হইবেন যিনি ।
তাঁহাকে কুলিন বলে ঘটকের বানী ॥
নব গুণ যুক্ত কিম্বা কুলিন বংশ যিনি ।
তাঁহাকে কুলিন বলে সম্মানিত আমি ॥

কুল দোষ ।

কুল দোষ দশ বিধ ঘটক নির্ণিত ।
কুল দোষ করিবে না জানী বৈদ্যবত ॥
কুল দোষ হয় বটে রাজ দোষ যার ।
কুল দোষ হয় বটে স্থান দোষ যার ॥
কুল দোষ হয় বটে সৰ্ব্ব দোষিতে ।
কুল দোষ হয় বটে অভিশাপ হতে ॥
কুল দোষ হয় বটে অপবাদ হতে ।
সৰ্ব্ব নিন্দা দোষ হেতু নিয়ম রহিতে ॥
কুল দোষ হয় বটে অবৈধ উদ্বাহে ।
কুল দোষ হয় বটে দণ্ডক সংগ্রহে ॥
কুল দোষ হয় বটে স্বজন বর্জিতে ।
কুল দোষ হয় বটে রণ জন্ম হতে ॥
কুল দোষ হয় বর্তমানে পিণ্ড দিলে ।
কুল দোষ এই দশ বিধ বৈদ্য বলে ॥

বৈদ্য ভাব ।

বৈদ্য ভাব স্থল চারি কুলাচার্য্য কয় ।
সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট অরি ভাব চতুষ্টয় ॥

বৈদ্য মুক্তি ।

বৈদ্য মুক্তি তিন কথা ঘটকের জানা ।
কুলগজ প্রাণাশিত্তি আর যে মার্জনা ॥

২৭ সমাজ ।

সেনহাটী পরগ্রাম আর বাগলাড়া ।
দাপনদী ও ভুগিলহট্ট পোতলাড়া ॥
তেনারি তেঘরি দশবাটী তেড়াপল্ল ।
জামতৈল পোড়াগাছা চন্দনী মহাল ॥
বারমল্লিকা পাচখুপি বিক্রম পুর ।
রৌহাটীকনী নাগেরহাট ইদিলপুর ॥
আদকুটী মেঘচামী আর কাইটপাড়া ।
বুকলিয়া বাইঝাড়া শৌলকোপানাপরা ॥
আরপাড়া সহস্থান সাতাশ সমাজ ।
প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যগণ তাহাতে বিরাজ ॥

কুল সাহায্য ।

কুল রক্ষা কার্য্য হয় কুলিনের ধর্ম্ম ।
সাধ্য কষ্ট বৈদ্যগণ বুঝিবে না মর্ম্ম ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই তুচ্ছ বটে রাজ্য ।
কুল তুল্য বস্তু নাই সর্ব দেশে পূজ্য ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই কভু বিদ্যা নহে গণ্য ।
পিতার বিদ্যায় নহে সন্তানের মাজ ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই খ্যাতির কারণ ।
কুল তুল্য বস্তু নাই স্বজাতি শোভন ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই বিত্ত কোন ছার ।
কুল তুল্য বস্তু নাই জীবনের সার ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই তুচ্ছ বটে ধন ।
কুল তুল্য বস্তু নাই এতিন ভূবন ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই মানব জীবনে ।
কুল রক্ষা চিন্তা করে জানী সর্ব্বক্ষেণে ॥

স্থান মাহাত্ম্য ।

স্থান ত্যাগ মহাদোষ অনিধির বিধি ।
 স্থান দোষে থাকিবেনা কুল রক্ষা নিধি ॥
 স্থান ত্যাগ করিবেনা মহাজন জানী ।
 স্থান ত্যাগ করিবে না কুলিনাভিমानी ॥
 স্থান ত্যাগ করিবেনা সূজন মানব ।
 স্থান ত্যাগে থাকিবেনা বংশের পৌরব ॥
 স্থান ত্যাগে থাকিবেনা দেশের সম্মান ।
 স্থান ত্যাগে থাকিবেনা মনের আসান ॥
 স্থান ত্যাগে হইবেক বন্ধু বিসর্জন ।
 স্থান ত্যাগে হইবেক জাতি অদর্শন ॥
 স্থান ত্যাগে হইবেক কুটুম্ব বিচ্ছেদ ।
 স্থান ত্যাগে হইবেক গ্রাম্য লোকখন্দ ।
 স্থান ত্যাগ মহাদোষ না করে সূজন ।
 স্থান রক্ষা করিবেক বৈদ্য কুলগণ ॥

কুলীমের দোষ ।

সাধ্য দোষ বর দোষ কুলীনের হয় ।
 সাধ্য দোষ করিবেনা কুলীন মহাশয় ॥
 সাধ্য দোষ কুলীনের বংশের অখ্যাতি ।
 সাধ্যদোষে থাকিবেনা কুলিনের জ্যোতি ॥
 সাধ্য দোষে থাকিবেনা কুল তরুণ ।
 সাধ্য দোষে কুলিনেরা হয় অষ্টঘর ॥

অষ্টঘর বৈদ্য কথন ।

অষ্টঘর বৈদ্যগণ সিদ্ধের সন্তান ।
 সিদ্ধের সমান নহে সাধ্যের প্রধান ॥

রাম নিম্ন বলভদ্র সাধব উচলি ।
 মহীপতি বরুণ রোষ অষ্টঘর বলি ॥
 বিক্রমপুরে ঘরবলি অষ্টঘর মানি ।
 অন্য স্থানে অষ্টঘর না করি বাছানি ॥
 বিক্রমপুরে অষ্টঘর জাত সর্বজনে ।
 আদান প্রদান সদা কুলিনের সনে ॥
 বিক্রমপুরে অষ্টঘর অতি পরিচিত ।
 কুলিনের মান রক্ষা করে অবিরত ॥
 বিক্রমপুরে অষ্টঘর স্থান ভ্রষ্ট নয় ।
 অন্য স্থানের অষ্টঘর স্থান ভ্রষ্ট হয় ॥
 অন্য স্থানের অষ্টঘর নহে তত মানি ।
 অপক্রিয়া করে কেহ করে কুল হানি ॥
 বিক্রমপুর মধ্যে আছে নদীকীর্ণনাশ ।
 উত্তর দক্ষিণ পারে বৈদ্য বংশ বাসা ॥
 কুল শ্রেষ্ঠ কুলীনগণ দুই পারে স্থিতি ।
 কুল মান রক্ষা জন্য নিয়ত প্রবৃত্তি ॥

সাধ্য বৈদ্য লক্ষণ ।

সাধ্য বৈদ্য অবিনয়ী ছিল পূর্বাগর ।
 নব জগৎ মধ্যে তারা অষ্ট জগৎ ধর ॥
 সাধ্য বৈদ্যগণ কিছু কুল হীন হয় ।
 বঙ্গাল বিচারে তারা অকুলীন রয় ॥
 এইত কারণে সাধ্য সাধ্য ভাবে স্থিতি ।
 কুলীনও নাহি পায় অবিনয়ী রীতি ॥
 সাধ্য বৈদ্যগণ বহু ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি ।
 মান্য জনে মান্য করা নাহিক বিম্বতি ॥
 সিদ্ধবৈদ্য সাধ্য সহ বহু ক্রিয়ান্বিত ।
 সিদ্ধবৈদ্য অষ্ট ঘরে হবে পরিনত ॥

কষ্ট বৈদ্য লক্ষণ ।

কষ্টবৈদ্য মহা দোষী সাধ্যবৈদ্য কয় ।
কষ্ট দোষী বৈদ্যগণ অনাচারী হয় ॥
কষ্ট দোষী বৈদ্যগণ কুল নাহি মানে ।
কষ্ট দোষে বৈদ্যগণ কিরে অভিমান ॥
কষ্ট দোষী বৈদ্যগণ হইলে বিদ্বান ।
কষ্ট দোষী বৈদ্যকরে পৃথী তৃণজ্ঞান ॥

অরি বৈদ্য লক্ষণ ।

অরি বৈদ্য মহাদোষী বৈদ্যের নিমিত্ত ।
অরি দোষী বৈদ্যগণ কুলের বঞ্চিত ॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ স্থানভাগ করে ।
অরি দোষী বৈদ্যগণ বৈদ্য নাম ধরে ॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ কুল ত্যাগী হয় ।
অরি দোষী বৈদ্যগণ বৈদ্য মধো নয় ॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ হয় কুলজ্ঞার ।
অরি দোষী বৈদ্যগণ বরই গোয়ার ॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ করে কদাচার ।
অরি দোষী বৈদ্যগণ কুলের কুঠার ॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ পরিচিত নয়
অরি দোষী বৈদ্যগণ ভিন্নদেশে রয় ॥
অরি দোষী বৈদ্যগণ মান হীন বটে ।
অরি দোষী বৈদ্যগণ ধর্ম কল্যাণ চটে ॥
অরি দোষ করিবে না বৈদ্য মহাশয় ।
অরি দোষ মহাদোষ জানিবে নিশ্চয় ॥
সাধ্য কষ্ট অরি মিত্র ঘটক করিবে ।
দোষ গুণ ব্যাখ্যা আদি তাহাতে ঘটিবে ॥

কুল পরিচয় ।

কুল সমাগমে কুল-উচিত আদরে ।
বংশ মান রক্ষা হয় লোক ব্যবহারে ॥
হেন কুলে না থাকিলে মান পরিচয় ।
লোকতঃ ক্রমশ কুল মান ধর্ম হয় ॥
কুল পরিচয়ে কুল মানের ধারণা ।
লুপ্ত না করিতে দেয় সম্মান বাসনা ॥
মান জ্ঞান হতে অপমান লজ্জা ভয় ।
কুল অনুক্ৰমে মান রক্ষা হেতু হয় ॥
উচ্চ কুল না জানিলে নিজ পরিচয় ।
প্রতি পক্ষগণ যদি নীচ কুল কর ॥
সাধারণ নীচ ভাষে করে দরশন ।
কুলমান গরবিত নাহি থাকে মন ॥
অত দারিদ্র্যে ও সদা কুল অভিমান ।
নীচ রুত্তি সংগ্রহণে করে বাধা দান ॥
ইতরাদি ব্যক্তি গত লভিলে সম্মান ।
পরে গুণ হীন বংশে হইলে সম্মান ॥
ব্যক্তিগত মান ব্যক্তি সঙ্গে চলে যায় ।
কুল মান হীন পুন নীচ পথে যায় ॥
বহু মানী সমপর্কিত নীচ কুল হলে ।
ক্রমশঃ বংশের মান বারে সেই কুলে ॥
হেন সুসম্পদ সদা কুল ইতিহাস ।
যতনে ঘটক রাখে করয়ে প্রকাশ ॥
আত্ম গৌরবের কথা আপনি বলিলে ।
তত বল নাহি ধরে সাধারণ হলে ॥
বিশেষতঃ আত্ম-কৃত কুল অহকার ।
নহে প্রীতি প্রদ সদা কলহ ভাণ্ডার ॥

সৰ্ব্ব কুল বার্তা সদা করি অন্বেষণ ।
 যতনে রাখয়ে ঘরে কুলাচার্য্যগণ ।
 রেখে যুগান্তে পুত কুল ইতিহাস ।
 কুলাচার্য্য রাখে স্থির দেশ ইতিহাস ॥
 বহু মূল্য কুল তত্ত্ব হলে নিশ্চয় ।
 যোগাইতে পারে তাহা কুলাচার্য্যগণ ।
 করিছে এক্ষণ জনে বিশেষ সম্মান ।
 জীবিকার জন্য দিবে সমুচিত দান ॥
 ঘটক হইবে যদি জীবিকা বিহীন ।
 কে রাখিবে কুল তত্ত্ব তব চিরদিন ॥
 যদি দৈব বশে কারোনাংশলোপ হয় ।
 প্রিয় কুল কীর্ত্তি তার কুল তত্ত্ব কয় ॥
 বিবাহে যদি না বিজ্ঞ ঘটকে জিজ্ঞাসিবে
 অশুদ্ধ শোণিত কালে কুলেতে মিশিবে ॥
 দেহ প্রয়োজনে যথা বিজ্ঞ চিকিৎসক ।
 কুল প্রয়োজনে তথা সুবিজ্ঞ ঘটক ॥
 প্রতিঘরে আছে যথা নিযুক্ত পুরোহিত ।
 ব্রাহ্মণের প্রতিকূলে ঘটক নিযোজিত ॥
 কিন্তু লুপ্ত অসাধুর হলে পরশন ।
 সকল বিষয়ে সৰ্ব্ব নাশের কারণ ॥
 বসিলে কাহার সঙ্গে কালে কুল যাবে ।
 বিদিত ঘটক সদা ঘটক জানাবে ॥
 বিবাহাদি কার্য্যে যারা উপহিত হয় ।
 কি বংশ সংশ্রব পূৰ্বে নিবে পরিচয় ॥
 পরিচয় নিতে যদি চক্ষু লজ্জা হয় ।
 নিশ্চয় হইবে কালে কুল বিপর্য্যয় ॥
 সংসর্গ বিবাহ স্বেচছ আচার ব্যবহার
 সৰ্ব্বত্রই প্রয়োজন বিশেষ পিচার ॥

উচিত মাগনে যদি চক্ষু লজ্জা হয় ।
 অবিচারে কুলক্ষয় রাজ্যরাজ্য ক্ষয় ॥
 সৰ্ব্ব দিকে মোহ সদা করে আকষণ ।
 নিশ্চয় পতন যদি নহে নিবারণ ॥
 সম উচ্চ কুল যদি গৃহে নাহি আসে ।
 স্মেল বলিয়া তব পরিচয় কিসে ॥
 হীন মেল সমাগমে মেল নাশ হয় ।
 কত না বর্জিত আসি করিবে আশ্রয় ॥
 কুলীন সংবংশ যথা তথায় ঘটক ।
 নথ মাংস যোগে পরস্পর সংযোজক ॥
 উচ্চ কুল উচ্চ মান হবে প্রদর্শন ।
 ঘটক লেপিবে যদি ললাটে চন্দন ॥
 বিবাহ বিশেষ যজ্ঞ কুলের আকর ।
 সুবিচারে সদা শুদ্ধ কুল স্রোতধর ॥
 অবিচারে ধন, রূপ, শুধু লক্ষ্য হলে ।
 দৈব দোষে কুল ক্রমে লুকায় অকূলে ॥
 বিবাহ কবিত্তে স্থির পণ্ডিত সদন ।
 সুঘটক সন্নিহটে করিবে গমন ॥
 গ্রাম্যাত্ম্য যদি পূৰ্বে নাহি জিজ্ঞাসিবে
 বৈবাহিক গুণ দোষ কেমনে জানিবে ॥
 কিবা মূল কিসংশ্রব কোথা পূৰ্ব্ববাস ।
 অসন্ধানে পূৰ্বে কিবা পাইবে আভাস ॥
 পরে যদি গুপ্ত দোষ অন্ত্রে প্রকাশিবে ।
 প্রতি যোগী নিকটে কি উচ্চশির রবে ॥
 নিপ্রভ হইতে নিজ কুল অভিমান ।
 সহিতে কি পারে কুল অভিমানী প্রাণ ॥
 একস্থলে হিঙ্গুকূলে কেহ কনা দিল ।
 অন্যরূপ জানি পরে মরমে মরিল ॥

ঘর দেখে কেহ কন্যা দেয় অন্য স্থানে ।
পরে জানে ক্রিয়া তার বজ্জিতের মনে
চলিলে নীচের সঙ্গে কালে ক্রিয়া হয় ।
ক্রমে নীচ পথে ঘেয়ে হয় কুলক্ষয় ॥
তাই সংক্ষেপাতঃ লিখি পূর্ব পরিচয় ।
সাধা সিদ্ধ নানা ভেদে ভাবের নির্ণয় ॥

আদি সাধ্যাদির স্থান নির্ণয় ।
শৌলকোপা নামে গ্রাম যশোহরাঞ্চলে ।
আছে ভরদ্বাজ স্থান বৃদ্ধগণ বলে ।
দাম ভরদ্বাজ বাস বিক্রমে প্রধান ॥
নপাড়া নামেতে গ্রাম ছিল রাজস্থান ॥
চারনিয়া নামে স্থান ছিলেক অপর ।
নদী গর্ভে ছই গ্রাম তাজে কলেবর ॥
বাহেরক গেলা কেহকেহ বিদহ্রামে ।
চুরাইন অপর স্থান খ্যাত অবিক্রমে ॥
বানারী ও গুণগ্রাম আর মূলচর ।
আটিগাও দ্বি পাড়াদি আছে কতঘর ॥
মধ্যে ২ কেহ ২ আছে গ্রামান্তরে ।
ভাটীতেমাইলারা গৈলাকেহ উজিরপুরে
বাজুভুলুয়ার কেহ দাড়িয়ার মেলে ।
দৈব দোষে কেহ ২ গিয়াছে চট্টলে ॥
দৌলতপুর নামে গ্রাম বল্লভ দি অপর ।
খৈভাঙ্গা মস্তকাপুর মৌলিক বৈশ্বানর ॥
দৌলতপুর জমিয়ার বৈশ্বানর ছিল ।
যতনে কতক কালে কুলীন আনিল ॥
বিক্রমপুরেতে ছিল শ্রীরাজনগর ।
কার্তিকপুরে রামভদ্রপুর গ্রামান্তর ॥

উত্তর বিক্রমে আট গুণগাও আদি ।
মালকদিয়া আদি স্থানে বৈশ্বানর স্থিতি
সেনদিয়া মাঝাইরদিয়া মৌলিক শালকান
ফরিদপুর শালকান সগ্রাম সাহস্থান ॥
যশুরকাঠী নারায়ণপুর চন্দ্রহার নলচিরা ।
ভাটীতে উজিরপুর শালকানপাড়া ॥
পূর্বদেশ ভুলুয়াতে কারো দরশন ।
কোথা হতে কোথা যায়নাহি নিদর্শন ॥
নাহি দেখি ভুলুয়াতে নীতি বিপর্যয় ।
বিজাতির সঙ্গে নাহি হয় পরিণয় ॥
চট্টলের সন্ধিস্থান পরগণে দাড়ড়া ।
তাই বুঝি ভুলুয়ার হল কুল হারা ॥
কুল হারা কিন্তু তারা বর্জনার নর ।
শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সদা ব্রতী রয় ॥
মৌংগল্যজ সেন কুল বেলতলী গ্রামে ।
বিক্রমেতে পরিচিৎ আছে বাণী নামে ॥
মৌদগল্যজ সেন বংশ ভুসামী অপর ।
দৈব দোষে চট্টলেতে বসাইলা ঘর ॥
ত্রিপুরার বর্গাসাইর পরগণায় ছিল ।
কালক্রমে চট্টলেতে বসতি লভিলা ॥
সরসি মৃণাল গেলে সফটক জলে ।
নাহি কি সময়ে দিবা গগন উজলে ॥
বহুগুণী সমুজ্জল এই বংশে হয় ।
ভারত রঞ্জন কবি নবীন চন্দ্রোদয় ॥
মোহিনী কাজনা যার মারীচিকা জালে
কুলাচার্য্য কহে নেও করতরু মূলে ॥
পঞ্জীতে মৌদগল্য সেন কুলহীন হয় ।
কিন্তু চট্টলের মেলে কুলোচ্ছল রয় ॥

আরো দশ আদি মাধ্য লিখে কণ্ঠহার
 কারো ২ কণ্ঠভাব করিলা প্রচার ॥
 দত্তকন্তা পরিণয়ে রবি মহাশয় ।
 বক্ষে আগমন কথা চল্ল প্রভা কয় ॥
 আরো পরিণয় রবি মহারাজ কৈলা ।
 হিজুর দৌহিত্র দিব্য রাম জনমিলা ॥
 মেঘচামো হারকুচি দত্ত বাসস্থান ।
 থৈতাল মন্তকাপুরে দত্তবর্তমান ॥
 আদিবাসী মধ্যে দত্ত এই সব গ্রামে ।
 যতনে কুলীন কিছু আনে কালক্রমে ॥
 বোলাসার বাসীদত্তঅধুনা জৈনসার ।
 বিশেষ শ্রীমান দত্ত বিক্রমে প্রচার ॥
 বালীগ্রাম বেজগ্রাম শিয়ালদি অপর ।
 মালকদিয়া আদি স্থানে আরো কত ঘর
 বাজুতে দাসোরা দত্ত সমাজ পতি আর
 অতি সুপ্রণীত দত্ত বহু গুণাধার ॥
 নব গ্রাম গণবংশে স্থাপন করিলা ।
 চৌষটি গ্রামের ভূমি কন্তা দামে দিলা
 বলি কল্পতরু যেন ত্রিভুবন দানে ।
 অবশেষে হারাইলা নিজ সিংহাসনে ॥
 কণ্ঠহার বংশধর হেনদত্ত গণ ।
 সাতাইশ সমাজ আনি করিলা চন্দন ॥
 খ্যাত এই দত্ত কুল অশেষ প্রতাপ ।
 জমিদারী ছিল বার ছিলিম প্রতাপ ॥
 বাজুতে দাসোরা কেন্দ্র সমাজগণিত ।
 তথাপিও নহে স্থান ভেদ বিবজ্জিত ॥
 বার্ষিক অপর দত্ত পরিচিত ঘর ।
 ভাটী ভুলুয়াতে দত্ত আছে স্থানান্তর ॥

সেন হুটে ধনুস্তরী দেবের স্থাপন ।
 দেব প্রতিপত্তি কোথা না দেখি এখন ॥
 বোলাই বাগলাড়া গ্রাম ছিলদেব স্থান ।
 মন্তকাপুরেতে দেখি দেব অধিদাম ॥
 বিক্রমে বাজুতে মত্তে দেবের নিবাস ।
 আছে বলি শুনা যায় লোকতঃ প্রকাশ
 কোটালি পাড়াতে কর মজুমদার স্থান
 গঙ্গামানে বৈদ্যগণে দিলা ভূমিদান ॥
 ভাটীতে নলচিরা গ্রাম করের বসতি ।
 যাচার যতনে গ্রামে কুলীনের স্থিতি ॥
 বিক্রমপুরে শুনি পূর্বে করের নিবাস ।
 পরিচিত বৈদ্যগণে দিলা বসবাস ॥
 করিদপুরে মন্তকাপুরে কর এক ঘর ।
 অল্প স্থল তুল্য নচে খ্যাত নাম ধর ॥
 বরেন্দ্রজ ধর বহু বংশে নাহি ধরে ।
 বাপী ধরবংশ খ্যতি আছে কণ্ঠহারে ॥
 বিক্রমপুরে অচিহ্নিত আছে ঘর কর ।
 সিমুলিয়া ধরবংশ পরিচিত হয় ॥
 পাঁচখুপীতে আছে নাকি সোম চুইঘর ।
 আর সেন্য নাহি দেখি বজের ভিতর ॥
 বৈদ্য রাজ কবিরাজ কবি নিরোমণি ।
 গঙ্গাধর নাম তার কুণ্ড বংশে জানী ॥
 মুর্শীদাবাদ জিলা মধ্যে নাম গুণ বল ।
 দর্শ কার্যে সদা বহু সজ্জন পৌরম ॥
 করিদপুরে বাস ভূমি ছিল শুনা যায় ।
 যশ পরিব্যপ্ত যার বজের সীমায় ॥
 দত্ত কুল চুড়ামণি দত্তচক্র পাণি ।
 পত্রী পূর্বকাল হতে দত্ত নাম শুনি ॥

করে শ্রীমানব কর রচিল নিদান ।
 প্রাণ রক্ষা হেতু সদা নিদান বিধান ॥
 বরেন্দ্র নন্দ বৈদ্য সংখ্যা নূন অতি ।
 বজ্রেন্ত নাহিক দেখি নন্দী বংশ স্থিতি
 সৌদগল্য নন্দ বৈদ্য কুল পতীকর ।
 পণ্ডিত ডোমন নন্দ খ্যাত পরিচর ॥
 স্মৃগহতী-খ্যাতি মান বিজয় রক্ষিত ।
 বরেন্দ্র রক্ষিত বৈদ্য বসতি স্থাপিত ॥
 অনেকের দেশ, বংশেখ্যাতলোকদেখে
 অনিশ্চিত বংশ মূল তারি নামে লিখে
 কেহাহতে প্রের বটে অনিশ্চিত মূল ।
 প্রথম হটেতে কোন বংশে লিখা কুল ॥
 কিন্তু দেশ পরিচিত বীজীর নির্ণয় ।
 না থাকিলে কুলধারা হীন-গত হয় ॥
 ক্রিয়া শুণে এই সব আদি সাধ্য হয় ।
 ক্রিয়া হীন হলে সদা কটে পরিচর ॥
 কুণ্ড চন্দ্র বাজ সোম নন্দ আদি কর ।
 আদি সাধ্য হটলেও পতী হীন কর ॥
 সোণারগাও মতেশ্বরদি বহু বৈদ্য স্থান ।
 পূর্ক মৈমন সিংহে আছে বৈদ্য অধিষ্ঠান
 নিজ দেশ মধ্যে নাকি নীতিবিপর্যয় ।
 শুনা যায় বহুস্থানে কথন ও না হয় ॥
 কিন্তু বাস সরোরাইল শ্রীহট্ট সন্নিধি ।
 সেই দেশ সজে নাকি ক্রিয়া নিরবধি ॥
 যদিও হইলে অর্থ নিবারণ হয় ॥
 দারিদ্র্যের চলিত নীতি শোধনীয় নর ॥
 দারিদ্র্য বিবর দায়ে হলে প্রয়োজন ।
 দিবে কড়া না করিবে কড় আনয়ন ॥

চুটো কালীকঙ্ক আদি বিখ্যাতসরাইলে
 গৃহীত রয়েছে সদা উদ্ভিষিত মেলে ॥
 বহুস্থান এষ্ট মেলে বেল বিবর্জিত ।
 কিন্তু নহে মহা বংশ সাহায্য বর্জিত ॥
 কতীবহু এই সব বংশে জনমিল ।
 বহুস্থানে বৈদ্যবংশ নাম উজলিল ।
 সরাইলে চুটোর দেশ শ্রেষ্ঠ পরিচিত ॥
 কুল ভেদ এখন ও নহে বিবর্জিত ॥
 কুল গর্ক স্থান হেতু মানস্পৃহা হয় ॥
 নাম চেষ্টা হতে মহে বৃত্তি বিপর্যয় ।
 দারিদ্র্যে কাড়িয়া স্থান যদি নীচে যায় ॥
 অনেক অনেক স্থানে বৃত্তি হারায় ।
 আহিত্য মৌলিক ধান বিশ্বাসাদি আ
 শ্রীহটে ছিলেক বলি লিখে কঠহার ।
 শ্রীহট্টানি পূর্কদেশ সর্বত্র নিশ্চিত ॥
 যে নামে কুলীনগণ সদা ভীত চিত ।
 অন্তদেশে নীচ বৈদ্য এই সব মেলে ॥
 কুলীন সমান মানো দৈব দোষ গেলে ।
 বরেন্দ্র আদি-বৈদ্য কটে সাধ্য হয় ॥
 যাটানি বৈদ্যের কুল বরেন্দ্রে না হয় ।
 বরেন্দ্রেতে তিন কেল্ল সমাজের স্থান ॥
 বজ্রনীর না হলে ও বটে হীন মান ।
 রোহা, টিকনি আর গ্রাম জামতলী ॥
 বরেন্দ্র দেশেতে তিন সমাজের স্থলী ॥
 বরেন্দ্রের সঙ্গে বজে ক্রিয়া বহু নাই ।
 বরেন্দ্র সন্নিধিস্থানে দেখিতে যে পাই ॥
 দুই ধর ইন্দ্র আর আদিত্য অম্বর ।
 আমূলতঃ কুল ছিল চন্দ্রগত কর ॥

বংশজ সাধ্যাদিস

স্থান নির্ণয় ।

আদি বংশজের শ্রেষ্ঠ কমল অরস ।
 পঞ্চ কোটি রাজ পাট সেন ভূমাশয় ॥
 বংশজ সাধ্যের শ্রেষ্ঠ বংশে বৃষিকুল ।
 শ্যাম ভ্রষ্ট হয়ে পুনঃ লক্ষ কুল মূল ॥
 বৃষি বংশ স্থান যথা শ্রুত দৃষ্ট হয় ।
 জ্ঞান অনুসারে উক্ত হল পরিচয় ॥
 আমাটাগ্রাম নাওটানা বিক্রমে মধ্যপাড়া ।
 দক্ষিণে ফুলশ্রী উত্তরে হাড়িয়া জাজরা ।
 উত্তরে সাকুদাইল বৃষি অর্থোন্নত ঘর ।
 শ্রেষ্ঠ মধ্যপাড়া গ্রাম বিক্রমা আভ্যন্তর
 মধ্য পাড়ার ধ্বংসুরি ক্রিয়ামিত ঘর ।
 নিজ গ্রামে সংস্থাপিলা কুলীন বিস্তর ॥
 ফরিদপুর ভাটি বাজু দণ্ডপাণি বাস ।
 আছে বলি বৃদ্ধগণ করেন প্রকাশ ॥
 বিক্রমপুর ছিল বলি কহে কণ্ঠহার ।
 অধুনা কোথাও তার ন দেখি বিস্তার ॥
 উপরির কোথাও না দেখি অধিষ্ঠান ।
 হইবেক স্থান লিপি পাইলে সন্ধান ॥
 বেঙ্গপাড়া নামে গ্রাম কাকরের বাস ।
 কণ্ঠহারে স্থান নারে রয়েছে প্রকাশ ॥
 তেলিহাটী বিক্রমপুর ভাটীদেশ আর ।
 পাহিদাস করে নানা স্থানেতে বিহার ॥
 রায়ছত্র পাহিদাস প্রতিষ্ঠিত অতি ।
 রায় ছত্র গরুর পৃষ্ঠে মাধবের স্থিতি ॥
 কেশরপুর মাধবেরে রায়ছত্র আনে ।
 ফুলসালী স্রষ্টাফুল পাহি রত্ন গুণে ॥

বৈদ্য কুলোজ্জল মণি রায় রামকানাই
 গোপাল অমুজ তার গুণে নীমা নাই ॥
 কবীন্দ্র গোপাল বৈদ্য গ্রন্থ বিরচিলা ॥
 নিম্নত সমাজে চির কীর্তি সংস্থাপিলা ।
 কোয়রপুর তাজপুর ফুলসালী আর ।
 ভাটীতে অনেক স্থান পাহিতে বিস্তার ॥
 আহা কুল শিরোমণি গোপাল জামতা
 নাবুঝিয়ে লক্ষ কুলের ত্যাজিলা সমতা ॥
 ধর্মজদ দিব্য রত্ন শ্রী গুরু প্রসাদ ।
 আত্ম-কুল হতে ভাল বাসিলা বিলাত ॥
 চির ভদ্র বৈদ্য কুল শীর্ষে যার স্থান ।
 কি ভাবি মেস্থান হতে করিলা প্রস্থান ॥
 কত রাজত্ব লোক আছে বৈদ্যকুলে
 ঠাকুর বলিয়ে ধারে তুলে লর কোলে ॥
 হেন রাজ পুত্র্য আত্ম কুলের সম্মান ।
 নাকরে নাকরে যেন কেহ প্রত্যাখ্যান ॥
 অর্থে রাজ্য হয়ে পুন দারিজ্যে নফর ।
 চির ভদ্র কুল হতে মহে শ্রেষ্ঠতর ॥
 অর্থ হবৈ অর্থ বাবে কহে কণ্ঠহার ।
 কল্প স্থায়ী কুল নাহি কর পরিহার ॥
 পণ্ডিত মণ্ডলী পূর্বে ছিল বৈদ্যকুলে ।
 ভারত প্রতিম কত গ্রন্থ বিরচিলে ॥
 করি হেন বিজ্ঞ কুল আদেশ লজ্জন ।
 না কর ঘটক কহে বিপথ গমন ॥
 ধন্যহে কায়েথ কুলে শ্রীচন্দ্রমাব ।
 স্বদেশে স্থাপিলা কুল সম্পদ বিভব ॥
 বাদসাহি আমলে কত রাজ কুল ছিল
 বিক্রমে আগল কুল কেহ না ত্যাজিলা ॥

বুটীশ রাজত্বে তার আদর্শ উদ্ভব ।
কায়েশ কুলের চন্দ্র শ্রীচন্দ্রমণিব ॥
যত উকীলকালীমোহন ছিল।

হাইকোর্টে ।

কলিকাতার ষাঁড় ছওয়াল তবে
দালান ফাটে ॥

বৈদ্য কুল মণি বহু দিন না বাচিল।
ফিরিয়া স্বদেশে অল্প কালেকুকাইল ॥
দাতব্য ঔষধালয় নিজ গ্রামে দিল।
অর্গের সোপান আত্ম দেশে সংস্থাপিল।
স্বযোগ্য অমূল্যদ্রব্য দিল। জাতি দান ॥
হয়েছে কি বিনিময়ে লব্ধ পরিচয় ।
কি ভাবিয়া সুসম্রাট জাতিভায়াগিল ॥
ভাবী পতনের পথে আত্ম কুল নিখা ।
শুনিয়াছি সুপ্রাচীন পাতসাহি ফর্জান ॥
কতনা করিল। কালে হীনত্ব গ্রহণ ।
ধূপ দীপে নমস্কার করে আৰ্য্য কুল ॥
পুন উজ্জ্বল দেখে ব্রহ্ম সমাধির মূল ॥
সাংখ্য পাতঞ্জল আদি দিব্য দরশন ।
নিগূঢ় তত্ত্ব কি ধরে আইন্ আর কানন্ ॥
স্বদৃঢ় সত্যের সন্ধি না হতে স্থাপন ।
পিতৃকুল ত্যাগ কিবা অগ্রে প্রয়োজন ॥
সিদ্ধি কাঠীগ্রামে পাহি প্রতিষ্ঠিত ঘর ।
মূল হেতু আনয়নে কুলীন বিস্তর ॥
সাতাইশ সমাজমধ্যে ভাটী নাহি ছিল
সিদ্ধিকাঠী নিজাঞ্চল শোধন করিল ॥
সিদ্ধিকাঠী সিদ্ধবাট নিজ সমাজের ।
কুলসরে তীর্থলীলা কুল বিহীনেব ॥

কত রাজত্ব লোক ছিল। বিক্রমপুর্বে ।
একগ্রামে এত কুল বিক্রমে না ধরে ॥
কিন্তু কুল সংস্থাপক বিক্রমে প্রধান ।
কুলীন দেবতা শ্রম স্রমেয় সমান ॥
শ্রীবল্লভ রঘুনাথ শ্রীরাজবল্লভ ।
হিমাচল চূড়া তুল্য যথায় সম্ভব ॥
বাজু মেলে সুরাপুর মৌলিক পশু কয় ।
হইল। প্রসিদ্ধ বৈদ্য নিবাস আশ্রয় ॥
ক্রমে কালে ঘর কয় কুলীন স্থাপিল।
কুটুম্ব সম্পদে গ্রাম শোভাসম্পাদিল ॥
সুরাপুর দাসেরা দুই লিখা কঠহারে ।
বহুকাল দুই গ্রাম পণ্ডিত ধরে ॥
ভট্টা শ্রী কুলশ্রী বৈদ্য ভবদাস স্থান ।
সমৃদ্ধ ভবের কুল বহু ক্রিয়াবান ॥
কুলশ্রীতে দোষাশ্রয় লিখে কঠহার ।
বহু কলাগমে হবে দোষ পরিহার ॥
কুলীন স্থাপনে মাধ্যম সুপবিত্র হয় ।
সমাজ প্রকৃতি এই চিরস্থির রয় ॥
ভায়ুদাস নিবসতি কোথাও না শুনি ।
কুলশ্রীতে ছিল নাকি বিড়াল নিছনি ॥
অমৃত মঙ্গলানন্দ সত্যবন্ত আর ।
ছোট বর দুই অমৃত বিক্রমে প্রচার ॥
বাহেরক মধ্যপাড়া সত্য বস্তু স্থান ।
মঙ্গল কার্তিকপুরে চির অধিষ্ঠান ॥
“মধ্যপাড়ার পশুতরি ক্রিয়ান্বিত ঘর ।
কার্তিকপুরের মঙ্গলানন্দ তা সবার পর ॥”
মঙ্গলানন্দের মধ্যে কেহ ক্রিয়ান্বিত ।
স্থানক্রিয়া দৃষ্টে ভাব সমাজে গণিত ॥

বংশজ কটাদির স্থান ।

গুপ্তবংশে মহৎ স্বরূপ দুই অধিকারী ।
 সপ্ত ভ্রাতৃকুল আর গুপ্ত ধনুস্তরী ॥
 স্মরি অক আভ মান বন পীঠ আর ।
 শক্তি গোত্রোদ্ভব ভব পঞ্চ লিখে কঠিন ॥
 বলালের অগ্রে সবে কষ্টেই পাইল ।
 ইহাদের প্রতিপত্তি কোণাও না ছিল ॥
 ভাটী দেশে আছে নাকি বনপীঠ স্থান
 ক্রিয়াগুণে ক্রমেকালে করিলা উত্থান ॥
 পাল্টী দেখি ইহাদের ভাবের নির্ণয় ।
 পাল্টী ও ক্রিয়ার সদা ভাব পরিচয় ॥
 উপাধিতে সেন দাস গুপ্ত তিন কুল ।
 বৈদ্য মধ্যে অন্য হতে ধরে উচ্চ মূল ॥
 কিন্তু ক্রিয়া পাল্টী দৃষ্টে ভাবের বিধান ।
 উচ্চ মূল কাহারোবা অতিনিম্ন স্থান ॥

সিদ্ধাদির শ্রেণী ভেদ ।

ভাবাদি সঙ্ঘাত হির বিরাম ষষ্ঠ আর ।
 আদি তিন সিদ্ধ ভাব গ্রন্থের বিচার ॥
 ভ্রষ্টভাব হলে সিদ্ধ সাধে পরিচয় ।
 পাল্টীমেল ক্রিয়া দৃষ্টে ভাবের নির্ণয় ॥
 ক্রিয়া কার্য সমাধাদি-গুটির সঙ্ঘাত ।
 দোষ গুণাধিক্য রত কুল হির ভাব ॥
 দোষ গুণাধিক্য হিত বিরাম লক্ষণ ।
 গুণাভাবে দোষাধিক্য কুল ভ্রষ্ট জন ॥
 সঙ্ঘাতে ও পঞ্চ-ভেদ ক্রম অনুসারে ।
 ক্রিয়া গুণ দোষে ধৃত ঘটক বিচারে ॥

সংসিক প্রসিক তথা বিসিক তিন হয় ।
 সংসিক অসিক সিদ্ধ সিদ্ধ ভাব হয় ॥
 হির ও বিরাম শুদ্ধ সিদ্ধ নাম ধরে ।
 তদ্বর্কের পঞ্চভাব সঙ্ঘাত অন্তরে ॥
 আদি তিন ভাব ধৃত কুলীন সংখ্যায় ।
 পর তিন প্রতিষ্ঠিত কুলজ সংখ্যায় ॥
 মহোজ্জ্বলোজ্জ্বল ভাব সংসিকে গাণত ।
 নিরাবিল নিরমল প্রসিক প্রতিষ্ঠিত ॥
 শিষ্টে শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্টক বিসিক ভাব হয় ।
 তদ্বর্কের তিন ভাব কুলজ নির্ণয় ॥
 মহোত্তমোত্তমত দুই ভাব সংসিকের ।
 সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠক ভাব অসিকের ॥
 এই দুই ভাব সঙ্ঘাত সঙ্ঘাত কুলজ ।
 হির ও বিরাম সিদ্ধমাত্র কুলজ ॥
 বিরাম ভাবেতে যদি থাকে বহু দিন ।
 বংশ বংশজত পায় কুলজত হীন ॥
 ভাব দৃষ্টে যেই কুল যে পর্যায় স্থিত ।
 সেই পাল্টী হতে যদি না হয় বর্জিত ॥
 যদিও না হয় কুল পর্যায় বিপর্যয় ।
 ক্রিয়া দোষে অবশ্যই মলিন সে হয় ॥
 ভাব ভেদে স্বপর্যায়ে পণ ভেদাচার ।
 এখনো রয়েছে কুলচাচার ব্যবহার ॥
 উজ্জলে উজ্জলে কার্যে বিভিন্ন পর্যায় ।
 যে নিয়মে সদা উচ্চ পণ লেখা যায় ॥
 উজ্জলে ও অনুজ্জলে যদি কার্য হয় ।
 সম্বন্ধ দেখিয়া হয় পণ বিপর্যয় ॥
 বংশজ হইতে প্রাপ্ত পণের নিয়ম ।
 সর্বোচ্চ ত্রিকন্যা পণ ক্রমে নিম্নক্রম ॥

অণ সঙ্গ বাবিসানার আর ব্যবহার ।
 অণ পত্রে লিখা যার আছে ব্যবহার ॥
 সিন্ধে সিন্ধে বাবহার নাহিক পদ্ধতি ।
 বংশজ্ঞ সাধাদি হতে ব্যবহার নীতি ॥
 সিন্ধ গৃহে উচ্চ কুল সমাগত যদি ।
 বংশদানে লৌকিকতা চলিত পদ্ধতি ॥
 ভাব নির্ণয়েতে পুন কুলীনাদি ভেদ ।
 উচ্চ মধ্য নিম্ন এই ত্রিবিধ প্রভেদ ॥
 মহোচ্চল সুনন্দল উচ্চ কুলে ধৃত ।
 একষ্ঠ শ্রেষ্ঠাদি সদা মধ্য কুল স্মৃত ॥
 মলিন কুলাদি সদা নিম্ন কুল হয় ।
 দীর্ঘ কাল বিরামেতে বংশজ নির্ণয় ॥
 কুলত্যাগে সাধা ভাব ভাব গ্রন্থে লিখে ।
 পালটী পণ দৃষ্টে কুল স্থান নিবে দেখে ॥
 লষ্টভাব সাধ্যগণ শ্রোত্রীয় সংজ্ঞিত ।
 কুলজ সাধাদি তাহে অতি প্রতিষ্ঠিত ॥
 কুলাশ্রয় শ্রোত্রীকুল সাধোর প্রধান ।
 কুলীন দেবতা শ্রম স্মেরক সমান ॥

কন্ঠ ও অরি ভাব ।

অযোজ্য সংশ্রবী যেই বৈদ্য কুলোদ্ভব ।
 তাহারি সহিত যার সাক্ষাৎ সংশ্রব ॥
 অরিকুল বলি গণ্য হেন বৈদ্যগণ ।
 নিত্য পরম্পরা যোগে বৈদ্য কষ্ট হন ॥
 হীন বৈদ্য প্রতি যথা-সমাজ শাসন ।
 চলিত সুনীতি সদা কুল সংরক্ষণ ॥
 যদি মেল সমুচিত শাসন না থাকিত ।
 এত দিনে বহু বৈদ্য বর্জিতে মিসিত ॥

ঘটক কহিছে শুন বৈদ্য বংশধর ।
 গ্রাম দণ্ডে না হইও লজ্জিত অঙ্গর ॥
 উচিত শাসনে যদি চক্ষু লজ্জা হয় ।
 কুলীনের কুলজর রাজ রাজ্য ক্ষয় ॥
 কুলীনের কুলনষ্ট ভোজনাসন দোষে ।
 না রাখিলে নিজমান জানথাকে কিসে ॥
 ব্যবহারে কুলাকুল হইলে সমান ।
 কিছুই নারহিবেক মানী কুল মান ॥
 ব্যবহারে যে কুলের মান নাহি রয় ।
 তার সঙ্গে কার্যে কিসে মান বৃদ্ধি হয় ॥
 কুলমানে না থাকিলে ক্রিয়া আকর্ষণ ।
 প্রতি কথ্য দানে হবে অর্থ প্রয়োজন ॥
 যে লজ্জায় মান ধন সর্বস্বের ক্ষয় ।
 পুরুষ উচিত নহে হেন লজ্জা ভয় ॥
 কিছু যিনি যেই মান পাইতে উচিত ।
 না দিলে সে মান হবে নীতি বিবর্জিত ॥
 কুলীন কুলজ আর বংশজাদি ত্রয় ।
 সাধ্য কষ্টে অরি ছর ভাবের নির্ণয় ॥

ধনন্তরি গোত্র সেনবৈদ্যের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

রাজ টীকা কুল টীকা ধনন্তরি শিরে ।
 সেন ভূমে রাজা শ্রীহর্ষ দণ্ডধার ॥
 শ্রীহর্ষের দুই পুত্র কমল বিমল ।
 কমলের পিতৃ রাজ্য ভোগ কর্মফল ॥
 বঙ্গ দেশে বিমলের পুত্র বিনায়ক ।
 গুরুকে রাখেন বাধ্য হইয়ে সেবক ॥

বিনায়ক হই পুত্র জেষ্ঠ্য ধনুস্তুরি ।
 বিতীয়েতে শুক সেন শাস্ত্র অধিকারী ॥
 ধনুস্তুরি সেন পুত্র হই পক্ষে ছয় ।
 গুপ্ত কন্যা গর্ভ জাত চারিটা তনয় ॥
 কামাভ, কার্পটী, রোষ চারি সদাশয় ।
 গুপ্তের দৌহিত্র বলি দেয় পরিচয় ॥
 সদাচার সাধু শীল ধর্মবস্ত্র অতি ।
 বিমাতার অন্ন ত্যাগেগেল কুলজ্যোতি ॥
 নাগ কস্তার গর্ভে জন্ম হই মহাশয় ।
 গাণ্ডেরী ও শাস্ত্র সেন সরল হৃদয় ॥
 সুচরিত্র বিদ্যাবস্ত্র বিনয় প্রকৃতি ।
 পিতৃ মাতৃ সেবা কার্যে অমূল্যব্রতী ॥
 গুরু দ্বিজে ভক্তি সদা মধুর বচন ।
 আত্মীয় বান্ধব গণে করে আনিজন ॥
 তাদের বিনয়ে বাধা সকল সমাজ ।
 কুলের গৌরবে তারা রয়েছে বিরাজ ॥
 শোভাকর নাগ কন্যা পতি ধনুস্তুরি ।
 বিনয়ী নাগের কন্যা অতীব সুন্দরী ॥
 দৈব বশে বিভা করে গাণ্ডেরীর পিতা
 কুল দোষ নাহি লিখে কুল গ্রন্থ কৃতা ॥
 চন্দ্রের অমৃতে জীব আয়ু দীর্ঘতর ।
 চন্দ্রের কিরণ লাভে শাস্তি কলেবর ॥
 চন্দ্রের কলঙ্কে যথা গৌরব বিশেষ ।
 গাণ্ডেরী কুলেরদোষে প্রসংশা অশেষ ॥
 ধনুস্তুরি নাগের যা কি করিবে বিশেষ ।
 আদি মূল ছিল বলি গৌরব প্রকাশে ॥
 গাণ্ডেরীর ছয় পুত্র বিখ্যাত ভুবন ।
 তার মধ্যে হিন্দু সেন কুল শ্রেষ্ঠ জন ॥

রাঢ় দেশ ভাগ করি সেনহাটা ধামে ।
 নিয়ত বসতি তথা সুখ্যাতি সম্রমে ॥
 হিন্দুসেন অষ্ট পুত্র নিধির স্মরণ ।
 উচলী ডমন সেন আর বিকর্তন ॥
 বল ভদ্র মহামতি শাস্ত্র শীল জন ।
 এই চারি সহোদর কুলের ভূষণ ॥
 জেষ্ঠ্য পুত্র উচলীর অত্যন্ত সম্মান ।
 নারায়ণ কার্ণে দিলা হই কন্যা দান ॥
 যশোর সমাজ পতি বিজয়াধিদারী ।
 সেনহাটা বাসগ্রাম উচলী ধনুস্তুরি ॥
 রাঢ় হতে দিবাকর বংশ চণ্ডীবরে ।
 বিজয় আনিলা বন্ধে বহুযত্ন করে ॥
 অরবিন্দ বংশসঙ্গে একদেশ বাসে ।
 রহিলা শ্রীচণ্ডীবর সমতুল বশে ॥
 বেন্দার উচলী বংশ মধ্য কুল রয় ।
 স্থানান্তরে পূর্ববাসী কুল হীন হয় ॥
 উচলীর বংশধর চির রূপধর ।
 প্রার্থনীয় নাহি হয় রূপের অন্তর ॥
 রূপবল রীতি বুদ্ধি থাকে কুল ধারে ।
 কুলদার বরে সুস্থ বিবাহ বিচারে ॥
 সম্রাতি উচলী স্থান বেন্দায় প্রধান ।
 নবদ্বীপ বঙ্গমেলে কারো বাসস্থান ॥
 আউটসাহি মাশরিয়া বিজমে হই স্থান ।
 বাহন ক্রিয়াদি দৃষ্টে বিদিত সম্মান ॥
 ছল্লালি খৈভাঙ্গা গ্রাম দৌলতপুর নামে ।
 ফরিদপুরে উচলীর বাসস্থান ক্রমে ॥
 ফরতাবাদ সৈয়দপুর মধুদিয়া গ্রাম ।
 মাগড়া বরাট ময়না বেলগাছি নাম ॥

এই সব গ্রামে নাকি উচলীর বাস ।
 আছে বলি বৃদ্ধগণ করেন প্রকাশ ॥
 ভাটীতে কোটালি পাড় কুল শী চন্দ্রহার
 কোলক মাইনাড়া বাস লোকতঃপ্রচার ॥
 খৈনন্দাকোঠা উজিরনারায়ণপুরে কারখান
 কীর্তিপাশা পমাবালিমাণীটনাবেলদাখান
 বেদন উচলী বাস অধুনা যেখানে ।
 পার্শ্বী ভাবে চলে নাকি মধ্যকুল সনে ॥
 কিন্তু বংশভেদে বহু উচলী সন্তান ।
 কুলজ সাধের মেলে লভিয়াছে স্থান ॥
 কর্ম দোষে উচলী সম্বন্ধেতে নান ।
 মানির সন্তান হৈছে আছে কিবা গুণ ॥
 উচলী সমাজ পতি পূৰ্ব প্রতিষ্ঠিত ।
 বহুলোক মঞ্চ ছিল অতি সম্মানিত ॥
 ডমন দ্বিতীয় পুত্র মহামানী হয় ।
 ভাগ্যগুণে হৈল তার দুইটি তনয় ॥
 ডমনের তুঙ্গ নাম রাঢ়ে প্রকাশিত ।
 বস্ত্রেতে ডমন নাম সর্বত্র বিদিত ॥
 রবিসেন কবিসেন ডমন তনয় ।
 চন্দনী মহালে রবির রাজ্য লাভ হয় ॥
 মহারাজ রবিসেন মহামণ্ডল খ্যাতি ।
 চন্দনী মহালে তার অত্যন্ত সুখ্যাতি ॥
 রবিসেন মহারাজ চন্দনী মহালে ।
 প্রভাকর সম প্রভ জলে যার কুলে ॥
 কুল শ্রেষ্ঠ বিকর্তন সেনহাটীতে ঘর ।
 রবির খুল্লতাত তিন প্রশংসা বিস্তর ॥
 রাম লক্ষণ কন্দর্প শত্রুর স্রুতি ।
 বিনায়ক ভরতাদিত্য বঙ্গদেশে স্থিতি ॥

নরসিংহ দামোদর আর মহেশ্বর ।
 শ্রীপতি সহিত চারি রাঢ় দেশে ঘর ॥
 রবির এই একাদশ পুত্র মিরপণ ।
 প্রকাশ বস্ত্রেতে মাত্র আছে সপ্ত জন ॥
 হিন্দুর দৌহিত্র রাম কুল নিষ্ঠাবান ।
 পিতৃ ক্রোধে কুল গ্লানি সাধের প্রধান ॥
 পিতৃ শাপে রামের কুল গেল বনবাস ।
 ঘটক করিছে ইহা ডাকৈরে প্রকাশ ॥
 রাজপাসা গ্রামে ছিল রাম সিংহাসন ।
 উজ্জল কাণকুণ্ডল কর্ণের ভূষণ ॥
 কন্যা দানে সপ্তসংখ্য গ্রাম সমর্পিত ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞে যেন কল্পতরু হৈল ॥
 রাম বংশে খ্যাতদুই চৌধুরী মজুমদার ।
 ধন কুল বিদ্যা যশ চির সুবিস্তার ॥
 জলদা বরণে যথা কুমদ বান্ধব ।
 নিশ্চিন্ত হইল তথা রামকুলোদ্ভব ॥
 কুলীন কুল কেশরী ছিল রামবর ।
 আশ্রিত রবির করে সাধু খ্যাতি ধর ॥
 রামে মার্কণ্ডেয় কুল বাজুদেশে গেল ।
 সম্বন্ধ দোষেতে সাধো নিন্দিত হইল ॥
 প্রভাকর পুত্র বঙ্গ কৃষ্ণ গুণা কর ।
 সম্বন্ধ দোষতঃ বঙ্গ সাধু ভাব ধর ॥
 কৃষ্ণসেন বংশধর মধ্য ভাবাপ্রিত ।
 কোথায় লুকাল কৃষ্ণ নাহিক নিশ্চিত ।
 গুণাকর স্রুতকবি বনভ কংসারি ।
 ঋষিকেশ গুণার্ণব তমুজ তাহারি ॥
 ঋষীকেশ হতে জাত শ্রীহরি চরণ ।
 শ্রীমাবলভ বাণী কাণ্ড সুনন্দন ॥

প্রথম কবি ভারতী কবি ডিওম অপর ।
 তৃতীয় শ্রীবানীকান্ত সুকবিশেখর ।
 কন্যা এক বৃহস্পতি করিণী গ্রহণ ।
 অরবিন্দ কুল শ্রেষ্ঠ সংকুল ভূষণ ॥
 বৃহস্পতি হৈতে কবি কুল উজলিল ।
 সিদ্ধ ইয়াবতী শ্রোত একীকৃত হৈল ॥
 ঋষীকেশ কুল সর্বের সদগুণ অশেষ ।
 রাম সেন ছরদৃষ্ট আগন্ত বিদেশ ।
 শ্রীবিক্রমে সর্ব ঋষীকেশ কুলধর ।
 অতি প্রতিষ্ঠিত কেহ কেহ ভাবান্তর ॥
 কুলজ সাধোর শ্রেষ্ঠ খ্যাত অষ্টকুল ।
 বাকিলা ঘটক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টে মেন মূল ॥
 বিক্রমের অষ্টধর মুখ্যশ্রোত্রী প্রায় ।
 কলীন আশ্রয় যথা কুল রক্ষা পায় ।
 শ্রোত্রী সঙ্গে ব্রাহ্মণের চারিমেল স্থিতি
 গণিত ব্রাহ্মণ কুলে সমাজ বসতি ॥
 বৈদ্যের কলীন তথা শ্রোত্রীয় সতিত ।
 চির বাসে সদা মুখ্য সমাজে গণিত ॥
 অষ্ট ঘরে শ্রেষ্ঠ কুল রাম কাল ক্রমে ।
 রাজপাসা মুখ্যস্থান বিদিত বিক্রমে ॥
 আইকাধল নাম গ্রামে এক শাখা যায় ।
 নদী আক্রমণে বাস নীত বাসিয়ার ॥
 কোটা পাড়া গ্রামে নাকি অন্যান্য ধরে
 মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ আছে গ্রামান্তরে
 বলভদি খালিয়া বেড়াঙ্ক পাচচর ।
 সামিলে ফরিদপুরে আছে কতঘর ॥
 বিক্রমপুর হৈতে নাকি ঘেয়ে হল স্থিতি ।
 রামদিয়া নামে গ্রামে অপর বসতি ॥

পাচর ভরতাদি সঙ্গে সদা বাস ।
 যেখানে ভরত নাকি নুনেতে প্রকাশ ॥
 ভাটীতে গৈলাদি গ্রামে আছে কয় ঘর ।
 বিনায়ক আদি নাকি তথা শ্রেষ্ঠের ॥
 উষাপতি গঙ্গাধর লক্ষণ সন্ততি ।
 আদ্য কুল শ্রেষ্ঠ পর কুলধম স্থিতি ॥
 কংশারি ও শশিধর উষাপতি হতে ।
 শশিধর মহোজ্জল ভাবগুহু গতে ॥
 অতি অনুচিত ক্রিয়া কংশারিকেপায় ।
 স্বদেশ ছাড়িরা পরে লাগরিয়া যায় ॥
 শত্রুঘ্নেতে বিশ্বনাথ কুলদ্রষ্ট হল ।
 ক্রিয়ামোগে বিদেশেতে নিবাস লভিল ॥
 হিমা শু নির্মল কুল ভগীরত ছিল ।
 রত্ননন্দনের বংশ নুনত পাইল ॥
 বিনায়ক বংশ হৈল বাঠ ব দোষিত ।
 কুল হীন হয়ে হল সাধ্য ভাবান্তর ॥
 হইল মলিন কুল ভরত অন্তর ।
 বাজুদেশে ভরতের নিবসতি হয় ॥
 কিন্তু পাটী দৃষ্টে সদা ভার পরিচয় ।
 সর্বস্থানে সমভাবে সদা নাহি রয় ॥
 লক্ষণ আদিত্য আর কন্দর্প মহান ।
 শত্রুঘ্নের ভ্রাতা জন্ত মধ্য কুল স্থান ॥
 বিনায়ক ভরত হয় কুল হীন দোষী ।
 তজ্জন্ত তাহারা কিন্তু নানাদেশ বাসী ॥
 তাহাদের বংশধর কেহ যশোহরে ।
 পাটী থাকা দৃষ্টি হইলে কুলীনবলি তারে ॥
 আদিত্যে গোপীনাথ কুল মহোজ্জল
 রত্ননন্দনের কুল সাধ্য অনুজ্জল ॥

গোবিন্দের কুল গেল মাসী বিয়া করি ।
 পঞ্জি অনুসারে নাহি বুঝি ধ্বংস করি ॥
 বিনায়কে রতিনাথ
 নাগাদিতে অধঃপাত ।
 কাগাড কাপটী রোষ,
 সাধ্যক ভাব পলু কর্ম দোষ ॥
 পিতৃ গন্য অন্ত কল শীল ত্যাজ্য ।
 তথাপি সদংশ গুণানু পূজ্য ।
 কবিসেন বংশ ধর সপ্ত জন হয় ॥
 তন্মধ্যে কেহ কেহ সাম্য ভাবে রয় ॥
 মম্বকুল বলি কেহ আছে পরিচিত ।
 কবির সন্তান কিন্তু পশংসা রহিত ॥
 কবি শূলপানি বংশ কষ্ট ভাবাপন্ন ।
 কোথার সে শূলপানি নাহিক নিশ্চিত ॥
 পূর্বজন্ম কৃত পাপ করিয়া বিচার ।
 অসন্মানে মুরারি না গিথে কণ্ঠহার ॥
 অতীব সম্মানো বংশ নির্দোষ আচার ।
 বিক্রমপুরে দেখি তার বিশেষ বিস্তার ।
 কাচাদিয়ার রোষ বলি খ্যাত পরিচয় ।
 শঙ্কটের অঞ্চ পাটী ছিল ডাকে কয় ॥
 কাচাদিয়া নদী গর্ভে হয় পরিণত ।
 কামারখাড়া স্থায়ীভাবে বসতি নিয়ত ॥
 কাচাদিয়া গ্রামে ছিল বাবুর বাহার ।
 বাবু পরিচয়ে খ্যাত রোষের বিস্তার ॥
 বহু ক্রিয়াম্বিত এই রোষ কুল হল ।
 ধর্ম্মাঙ্গদ উমাপতি স্থাপন করিল ॥
 বিদ্যাদর মুরারি রোষের সন্তান ।
 সিন্ধের সম্মান নহে সাধকের প্রধান ॥

কাচাদিয়া গ্রামবাসী রোষবংশ ধর ।
 গোপাল বিশ্বাস ছিল বহু গুণধর ॥
 হইয় উৎপাত গ্রস্ত চৌধুরীর হাতে ।
 অভিযোগ জন্য গেলা নবাবসাক্ষাতে ।
 বালকে অশেষ গুণ করি দরশন ।
 নবাব হৃদয়ে হল মেহ আকর্ষণ ॥
 কিছুদিন রাখি তারে নিজ দরবারে ।
 বন্দোবস্ত দিলা নাকি সমগ্র বিক্রমপুরে ॥
 গুনিয়া চৌধুরী করি রাজদরবার ।
 বারআনি জমিদারি রাখে আপনার ॥
 চারি আনি জমিদারি গোপালপাইলা ।
 বাবু খ্যাতি ধরু তার বংশধর হৈলা ॥
 বহু গুণ বস্ত্র লোক জন্মে একুলে ।
 দেগিলাম কয়জন অবশেষ কালে ॥
 মুন্সী শ্রীভূগাচরণ জয়হরি তারিণী ।
 গোলোকরাধানাথ ঋণেরোষ কুলধনী ॥
 কার্ণ বংশ ধর করে রোষবংশ জ্যোতি ।
 কার্ণের সংস্পর্শে হয় রোষ কুলোন্নতি ॥
 ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল রোষের আশ্রিত ।
 বিপ্রকুল ঘটকেরা রোষানু গৃহিত ॥
 ব্রাহ্মণ ঘটকগণ ব্যতিত ব্রাহ্মণ ।
 অপর জাতির অর্থ না করে গ্রহণ ॥
 ইহুই নিয়ম বটে সর্বত্র বিদিত ।
 রোষের অর্থের মাত্র না করে বর্জিত ॥
 ব্রাহ্মণ সমাজ পতি রোষ বংশধর ।
 রোষের সন্তানে করে ব্রাহ্মণে আদর ॥
 তারিণী প্রাসাদ সেন রোষবংশ ধর ।
 ভুলুয়ার নায়েবিতে খ্যাত নামধর ॥

নোয়াখালী কুমিল্লাতেছিলেনদেওয়ান ।
 কুতী শ্রেষ্ঠ শ্রীগোলোকে বিশেষ সম্মান ॥
 তারিণী গোলোক দুই অভেদ অন্তর
 সর্বকাৰ্য্য বৃদ্ধি মতে করে নিয়ন্তর ॥
 গোলোক দরিদ্র ছিলা ভূস্বামী হইলা
 নিজ গুণে আত্মকল উজ্জল করিলা ॥
 ব্রতাদি পঞ্চাঙ্গ তুলা ধর্মকাৰ্য্য কত
 গোলোক করিলা বহু শাস্ত্র সুসংগত ॥
 বুরিশাল জিলা মধ্যে চির নিদ্রা হয় ।
 তারিণীপ্রসাদ সেন কালীধামে লয় ॥
 বিক্রমপুর পাচির পনাবালিয়াতে ।
 রোষের বসতি স্থান পূর্ব লিপি মতে ॥
 পাচচর বাবু বংশ ক্রিয়ান্বিত অতি ।
 স্থান ক্রিয়া দৃষ্টেসদা লকুল খ্যাতি ॥
 রোষে চৌধুরীর বংশ পনাবালিয়ায় ।
 পুরিলা আপন গ্রাম কুলীন সংখ্যায় ॥
 পনাবালিয়ায় রোষ বহু ক্রিয়াবান ।
 কুলীন আগ্রয় সদা বিশেষ সম্মান ॥
 সরকার লস্কর ভূঞা সেন মজুমদার
 সোণারঞ্জে নিবসতি সর্বত্র গচার ॥
 রোষ বংশে বিদ্যাধর সোণারঞ্জে বাস ।
 সর্বদা কুলীন সঙ্গে কুল কার্য্যে আশ ॥
 রমাকান্ত শ্রীহরিকে ঘটক ডাকৈরে ।
 রোষ মধ্যে গরাগরি ক্রিয়া দোষধরে ॥
 কিন্তু বহু ক্রিয়া গুণে পাইতে সন্ডাব ।
 সদা ব্রতী লাভ কন্ত জাতি পূর্ব ভাব ॥
 গুনিয়াছি সূর্য্যসেন সিদ্ধি লাভ করে ।
 সিদ্ধি পরিচয় তার কুলশ্রোত ধরে ॥

কুল সুকুম কত করি আহরণ ।
 কুণের উদ্যানে বহু করিলা স্থাপন ॥
 সোণারঞ্জে সুবর্দ্ধিত যত সিদ্ধকুল ।
 বিক্রমপুরে কোথাও না দেখি সমতুল ॥
 ছয়গ্রাম রত্নকুল যে কুলে আশ্রয় ।
 ধন ধন কুল কীর্তি রোষ মহাশয় ॥
 কুলশ্রী সতত কুল লক্ষীর কুপায় ।
 বিনয়ে প্রণত হও কুলদার পায় ॥
 কখন না আসে যেন আত্ম অহঙ্কার ।
 চক্ষু রাগে গুণ হয় আপনি প্রচার ॥
 কলাচার্য্যগণ যাচে জননীর পায় ।
 বৈদ্যশ্রী বর্দ্ধন সদা জননী কুপায় ॥
 হিন্দুর চতুর্থ পুত্র বলভদ্র জ্ঞানী ।
 ভাগ্য দোষে তার কুল হইয়াছে হানি ॥
 দুই দোষে বলভদ্রের দুইপারে ঘর ।
 সমাজ বাহির আর সহকৃতংপর ॥
 বলভদ্রের দুই পুত্র দুইগর্ভ ধর ।
 অনিরুদ্ধ পুংদেশে গোবিন্দ উত্তর ॥
 বলভদ্র বংশধর শ্রীরাজনগর ।
 জনমিলা সর্ববৈদ্যকুলের ভাস্কর ॥
 বলভদ্রে মজুমদার শ্রীকৃষ্ণ জীবন ।
 শ্রীরাজবল্লভ হেন নতিলা নন্দন ॥
 গর্ভবতী কৃষ্ণভাষা একদা নিদ্রায় ।
 শুভক্ষণে সুস্থপনে বিধাতা কুপায় ॥
 দেখিলেন ধীরে আসি পূর্ণ শশধর ।
 সুবিমল অংগ জালে উজলে উদর ॥
 শ্রী স্বভাবে সখীগণে প্রকাশ করিলা
 কালে মহারাজ রাজবল্লভ জন্মিলা ॥

কতকীর্তি কত যজ্ঞ কৈলা মহারাজ ।
 উপবীত যুত কৈলা পতিত সমাজ ॥
 কন্যা দানে ধর্ম্মদান স্থাপন করিলা ।
 ভূমিদানে আশ্রয় বাস সন্নিধি রাখিলা ॥
 সুযোগ্য জাতক তাঁর রাশ মৃত্যুজয় ।
 চির কীর্তি সংস্থাপনে মৃত্যু করে জয় ॥
 সহযোগে সমাজাধি পতিত পাইলা ।
 লক্ষাধিক মূল্যে হেন সম্পদ কিনিলা ॥
 জপসা দ্বিতীয় বৈদ্য কুল সুপ্রসাদ ।
 কুলনিরোমণি জন্মে লালারামপ্রসাদ ॥
 শত শত কুল ক্রিয়াধিত দুই ঘর ।
 না হরে কুলীন মান্য কুলীন উপর ॥
 বশোহরে দীপ্ত কুল পতি ঘরে ঘরে ।
 উল্লিখিত দুই কুল দৌহিত্র সদা ধরে ॥
 মর্কোচ্চ কুলীন কুল পাক্তি যথা হয়
 বহু মানে দুই ঘর সংগৃহীত হয় ॥
 দেখ সব বৈদ্যগণ কুল কার্য ফল ।
 এতমান যে কার্যের তাহা কি বিফল ॥
 বলভদ্রে মজুমদার আর দুই ঘর ।
 আদি হতে আশ্রয় কুলে খ্যাত নামধর ।
 বলভদ্রে কেহ বা মণিন কুলে রয় ।
 কুলজ মাধ্যমে কেহ মহোজ্জ্বল হয় ॥
 ইটনা বাণীবহ কেহ কেহ রাজনগরে ।
 জপসা মান্দারিয়া অধুনা গ্রামান্তরে ॥
 পাগল ও মগুরা আর দেওভোগ নগর
 বংশভেদে গ্রামান্তরে দেখি ভাবান্তর ॥
 ভাটী দেশে আছে নাক বলভদ্র বাস ।
 পাটী কিয়া দৃষ্টে সদা ভাবের প্রকাশ ॥

বাজুতে রয়েছে নাকি দুই এক ঘর ।
 চিহ্নিত নিবাস নাহি গুনি স্থানান্তর ॥
 কুল শ্রেষ্ঠ বিকর্তন খুঁড়ড়াতে স্থান ।
 রবিসেন-খুল্যতাহ বিশেষ সম্মান ॥
 বিকর্তনে জনার্দন শীতাংগনির্মল ।
 বিদ্যা ধরে রামানন্দ খ্যাত মহোজ্জ্বল ॥
 জনার্দন বংশীরের সেনহাটী স্থান ।
 জনার্দন রামানন্দ সমতুল্য মান ॥
 বিদ্যাধর জাত বৈদ্য বলভদ্র সন্তান ।
 বাণীবহগ্রামে নাকি কারো বাসস্থান ॥
 বিক্রমে ভাটীতে গৈলা আছে কতঘর
 বাজুস্থান নালিগ্রামে বসতি অপর ।
 বৈদ্যবলভের মণি সেনরাজকুমার ।
 গণিতে অতুলনামা খ্যাত প্রফেছার ॥
 যতনে রতন কণ্ঠহার বিনাইলা ।
 নবীন কুলজ কুল গুরুস্থানে হৈলা ॥
 বিক্রমে সাওগাগ্রামে সমূল সংহতি ।
 বিকর্তন গৌরীনাথ করে ছিলা স্থিতি ॥
 জাতি মিত্র নামে গ্রন্থ করিলী রচন ।
 চিরকীর্তি ধরগৌরী মুকবিরঞ্জন ॥
 হুভাগ্য বিক্রমে হেন কুল না রহিল ।
 ছরদৃষ্ট গৌরীনাথ বংশ হীন হৈল ॥
 বিক্রমে মগুরাগ্রামে অন্য বিকর্তন ।
 সরকার বুকন বংশ করিলা স্থাপন ॥
 বাজুগেল বিকর্তন বংশ ত্রিলোচন ।
 ভাবনির্ণয়েতে হল বংশজ্ঞে গণন ॥
 মানি যুক্ত গজানন্দ কুল সেই কুলে ।
 হারাইলা কুল মান মিসিয়ে অকুলে ॥

ত্রিলোচন আছে কিমা কণেকোন স্থানে ।
অনিশ্চিত হইবেক পাণ্ডী দরশনে ॥
সেনহাটী পরগামে কালিয়াকশীয়াসি ।
মাধুদপুর ইটনাতে বাস বিকর্তন শুনি ॥
খান্দারপাড়া বাণীবহ জিলা করিদপুরে
সিদ্ধিকাটীপনাবাইলাগৈলাদিগ্রামাধরে
সুয়াপুরগ্রামে নাকি আছে এক ঘর ।
চিহ্নিত বসতি নাহি শুনি স্থানান্তর ॥

শক্তি গোত্র সেনবৈদ্য ।

শক্তি গোত্রোত্তর শক্তিধর উদয়ন ।
শক্তিধর দুই পুত্র শুধে সুশোভন ॥
পুণ্ডরীক দণ্ডপানি দুই সহোদর ।
দণ্ডপানি পিতৃ শাপে সাধা ভাবধর ॥
পুণ্ডরীকসেন পুত্র দুহিসেন হয় ।
ধরকন্যা বিবাহেতে কুল হৈল ক্ষয় ॥
দুহির তনয় হল সর্ব গুণাশ্রিত ।
রাঢ়দেশ কাশীসেন করে অলঙ্কৃত ॥
বঙ্গেতে কুশলীসেন অতি গুণধর ।
কুল প্রাপ্ত হয় পরে তার বংশধর ॥
গণসেন তেনাইতে হিঙ্গুপরগ্রাম ।
মাধবসেনের হল পাচখুপীতে ধাম ॥
কুশলীর তিনপুত্র কুলীন প্রধান ।
ক্রিষাদোষে কেহ কেহ হয় নানমান ।
পুণ্যবন্তগণসেন প্রশংসা বিস্তর ।
কনিষ্ঠ শ্রীহরি বংশ অগ্রজ শ্রীধর ॥

হীমপ্রভ গণসেন তেনাইতেধর ।
কুল কাণ্ডে মতিতার ছিল নিরন্তর ।
শ্রীধরের পঞ্চ পুত্র সর্ব লোকে জ্ঞাত ।
মহানন্দ বুকনের প্রশংসা নিরন্তর ॥
সারস্বত ধনঞ্জয় এই তিন জন ।
পুণ্ডরীক দেশে তার করিছে গমন ॥
সুপণ্ডিত মহানন্দ পঞ্চপুত্র তার ।
রঘুপতি শ্রীপতির বংশের বিস্তর ॥
উষাপতি নরপতি পুণ্ডরীকর গভ ।
নৌসেনের মাত্র কন্যা সর্বত্র বিদিত
রঘুপতি বংশধর চারিজন হয় ।
জনার্দন নিত্যানন্দ ক্রমে পরিচয় ।
ভাস্কর তৃতীয় পুত্র শেষ লক্ষীপতি ।
শিষ্ট শাস্ত্র লক্ষীপতি ধর্ম কণ্ডে মতি ॥
লক্ষীপতি বংশধর ত্রিলোচন হয় ।
ত্রিলোচন বংশধর মাধব নিশ্চয় ॥
মাধবের দুইপুত্র বাসুদেব জ্যেষ্ঠ ।
সুচরিত্র রূপবন্ত জয়ন্ত কনিষ্ঠ ।
বাসুদেব বংশধর প্রসিদ্ধ ভুবন ।
গোপীনাথ কানীনাথ এই দুই জন ।
তাহাদের বংশধর বাস বিক্রমপুরে ।
সংকুল বলিয়া সর্ব লোকে মান্য করে
গোপীনাথের এক পুত্র বিশ্বনাথ হয় ।
বিশ্বনাথের দুই পুত্র কুল গুণে কর ॥
রামনাথ রামভদ্র সহোদর হয় ।
তাহাদের বংশধর বিক্রমপুরে রয় ॥
রোষরঘুনাথ বিশ্বনাথের কন্যা দিলা ।
ভূমিদানে হাতারভোগগামেতে দাপিলা

তেনাই অঞ্চলাগত নাকি এই দেশে ।
 সে তইতে দীর্ঘকাল বিক্রমপুর বাসে ॥
 তরাকৈর গাউপাড়া গণের সন্ততি ।
 নদী আক্রমণে হৈল নিবাস নস্তুতি ॥
 বিশ্বনাথ বিরচিলা সাহিত্য দর্পন ।
 প্রবাদ সে গ্রন্থকার বিশ্বনাথ হন ॥
 বহু সুপণ্ডিত এই বংশে জন্মে ছিল ।
 বাহাদুর হতে বংশ খ্যাতি মানহৈল ॥
 শ্রীপতির এক পুত্র স্বর্ষাদসেন নাম ।
 স্বর্ষাদের দুইপুত্র অতি গুণ ধাম ।
 জ্যেষ্ঠ পুত্র সনাতন কনিষ্ঠ মাধব ।
 আধবের দুইপুত্র দিদ্যার গৌরব ॥
 দেবকী নন্দন আর স্বাদব নন্দন ।
 দেবদ্বিজ ভক্তি ইচ্ছা সদা আকিঞ্চন ॥
 দেবকী নন্দন পুত্র একগুণ ধর ।
 গোপীবল্লভ নামেতে প্রশংসা বিস্তর ॥
 তারপুত্র জগদীশ মহাজ্ঞানবান ।
 তার তিনপুত্র পায় অত্যন্ত সম্মান ।
 জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র কণ্ঠাভরণ খ্যাতি ।
 অধ্যক্ষ রঘুনাথ বাহেরকে স্থিতি ॥
 টঙ্কীবাড়ী শক্তি কুল রঘুরে আনিলা ।
 পরে সম গোত্র তারে জানিতে পাইলা ।
 বাহেরক সত্যবন্ত শক্তির দেওয়ান ।
 প্রভু হৈতে ভিক্ষা মাগি দিলা কন্যাদান ।
 অর্থলাভ ভূমিলাভ ক্রমে হৈল ভারি ।
 জোণেকের বেড় হয় এক ২ বাড়ী ॥
 আহা রে ভূমির মর্ম্ম আগে জানিতাম ।
 তবে কি ভূমির লক্ষ লুপ্ত হৈত নাম ॥

গ্রাম উপযোগী কিছু ভূমি যার আছে
 দাসত্ব সংঘর্ষ হীন কে তাহা কাছে
 কৃতী বহু বাহেরকগণ বংশে ছিল ।
 ক্রিয়া গুণে কেহ বহু সম্মান লভিল ॥
 বাহেরক বাসীগণ সংকুল সম্মানী ।
 স্বস্থান স্বাধীন মানে গরবিত জানি ॥
 নাহি দেখি একনের সুবহু বিস্তার ।
 চির বাজা কুলোন্নতি পদে কুলদার ॥
 বিক্রমপুরে রঘুনাথ বাহেরক স্থান ।
 কনিষ্ঠ পুত্রের কিন্তু রামনাথ নাম ।
 গণের কনিষ্ঠ পুত্র হরিবংশ নাম ।
 বিদ্যাবন্ত গুণবন্ত সদা পুণ্য কাম ॥
 জলদার হারসেন দুই পুত্র তার ।
 সর্বদা থাকেন তারা আশ্রয়েতে যার ॥
 জলদার বংশধর দুই মহোদর ।
 জ্যেষ্ঠ বশিষ্ঠসেন কনিষ্ঠ গদাধর ॥
 গদাধর বংশধর চারিটি তনয় ।
 দ্বিতীয় সুরারী বনমালী জ্যেষ্ঠ হয় ॥
 তৃতীয় গঙ্গাধর চতুর্থ নারায়ণ ॥
 এই চারি পুত্র হয় কুলের শোভন ॥
 নারায়ণ বংশ ধর দুই মহাজন ।
 রামসেন পদ্মনাভ অতি মূলকণ ॥
 রামসেন বংশধর দুইটি তনয় ।
 অগ্রজ অনন্তসেন কনিষ্ঠ নিরবধ ॥
 অনন্তসেনের পুত্র তিন সদাধর ।
 অগ্রজ হৃদয়ানন্দ বহু গুণাশর ॥
 কনিষ্ঠ পরমানন্দ শিষ্ট শাস্ত্রমতি ।
 হৃদয়ানন্দের হয় একটা সন্ততি ॥

গঙ্গাধর শুণাধর তাহার তনয় ॥
 গঙ্গাধর কলধর তিন মহাপর ।
 কনিষ্ঠ রাবতজ বৈদ্য রত্ন পণ্ডিত ॥
 তার পঞ্চপুত্র হর সর্বত্র বিদিত ।
 শিবচন্দ্র মহাদেব রঘুনাথ মাষ্ট্র ॥
 কৃষ্ণদেব রত্নেশ্বর বিদ্যারত্ন গণ্য ।
 মহাদেব বংশধর রাজারাম হর ॥
 রাজারাম বংশধর হুই সমাধর ।
 অগ্রজ নকুল দ্বিতী কনিষ্ঠ গকুল ॥
 বিক্রমপুরে সে গকুল জাত মধ্য কুল ।
 গকুলের তিন পুত্র হর প্রতিষ্ঠিত ॥
 দ্বিতীয় কালীচন্দ্রর পুত্র বৃন্দাখ্যাত ।
 বলভদ্র পুরাতন হাবেলীতে আনে ॥
 সে হইতে এই কুল আছে বধামানে ।
 বৃন্দার বংশধর মধ্যপাড়া স্থিতি ॥
 কালীচন্দ্রের পুত্র লক্ষীচন্দ্র কৃতী ।
 লক্ষীচন্দ্র বংশধর কোরর পুরেস্থান ॥
 স্থান ক্রিয়া অমুরারে পরিচিত মান ।
 লক্ষীচন্দ্র পুত্র শ্রীভারতচন্দ্র নাম ।
 তার পুত্র অন্নদার শুকানতি কাম ॥
 ইষ্ট নামে সতি তার বর্ষে অমুরাগ ।
 অকুরিত হইয়াছে বিবর বিরাগ ॥
 অন্নদার সপ্ত পুত্র জ্যেষ্ঠ কৃতী অতি ।
 শ্রীকালীপ্রসন্ন নাম যুগ্মকীর্তে স্থিতি ॥
 পিতা পুত্র হুই জন নিষ্টে দাস্ত বটে ।
 উর্দ্ধকুল দিকে দৃষ্টি নাহি ভাগ্যোবটে ॥
 কুলান সমাজ যদি নাহি আসে ধরে ।
 কি ভাবে গৃহাচ কুল বুঝ কি প্রকারে

রত্নেশ্বর বিদ্যারত্ন অত্যন্ত বিদ্যান ।
 যনশ্যাম কৰ্ত্তাভরণ তাহার সম্মান ॥
 তার হুই বংশধর প্রাণকুক কনিষ্ঠ ।
 তার বংশধর মধ্য হরিশ্চন্দ্র জ্যেষ্ঠ ॥
 তার পুত্র কৃষ্ণকুমার স্থলনিত বাণী ।
 ট্বেজরীর অব্যাকৃতিনিগ্ধান কেরানী ॥
 নোরাখালী ট্বেজরিতে বাজাকিপ্রধান
 সেই কার্য্যে কৰ্ত্তা তিনি অত্যন্ত সম্মান
 নোপারদ্য বাসস্থান বহু লোক জ্ঞাত ।
 মেন হাটিতে কুল কার্য্য মন অভিযত
 নোপারদ্যসংকারেরোপপ্রাণকুক আনে
 যোগ্য পুত্র হরিশ্চন্দ্র জানী বহু জ্ঞানে ॥
 পারস্য ভাবার ছিল অশেষ পণ্ডিত ।
 বহু প্রাচীনের শুক অতি সম্মানিত ॥
 বিমল চরিত্র খ্যাতি হরিশ্চন্দ্রে ছিল ।
 সুযোগ্য অমুরগণ বংশ হীন হৈল ॥
 তেনাই হইতে নাকি মেনহাটী আসে ,
 আপেক্ষিক মানী, গণ মেনহাটী বাসে ॥
 যশোহরাকলে মধ্য মধ্য কুল কর ।
 উদ্যাপতি শত্রুঘ্নাদি সঙ্গে পরিচর ॥
 অন্নকাল বিক্রমপুরে হল আগমন ।
 হিন্দু উদ্যাপতি সেও বিক্রমে স্তম্ভন ॥
 যশোহরে উদ্যাপতি মধ্য কুল হর ।
 মেনহাটীগণ সঙ্গে জ্ঞাত পরিচর ॥
 ক্রিয়া মেল দৃষ্টি ক্রমে কুলের তুলনা ।
 আশ্রয় গর্ভে শুধু নহে কুলের ধারণা ॥
 পরমানন্দেতে কেহ হীন প্রভ হর ।
 দিবস প্রদীপ লেখে ভাবের নির্ঘর

সম্প্রতিক সেরপুরে কেহ ক্রিয়া করে ।
 হইল আশাত গ্রাপ্ত সমানভাষ্যে ॥
 তেনাই ভেষজগণ সেনহাটী স্থান ।
 খালিরা মস্তকাপুরে কাহারো গ্রহান ॥
 কালিরা হইরা পরে আগত ওধার ।
 শক্রহানি হৈতে নাকি নূন ভাব পার ॥
 নবদীপ ধও দেশে আছে গণ বাস ।
 সেনহাটী হৈতে নাকি নূনত্ব প্রকাশ ॥
 ভাটীতে কুলজী গৈলা নলচিরা আর ।
 গণ চরিত্রবংশ বাস বৃদ্ধতঃ প্রচার ॥
 বেকার উচলী সবে জ্ঞাত পরিচয় ।
 বৈদ্য বস্তুভাষি হৈতে নূন ভাবের ॥
 সূর্যাপুর সেনহাটী গণ কেহ যায় ।
 ভূবায়োগের বংশ খ্যাত নোয়াগার ।
 বরেন্দ্রতে গণবংশ কেহ কেহ যায় ।
 যে দেশে যে গেল সেই দেশে কুল পার
 বুরুণ বংশে সূর্যারি বিক্রমপুর আসিলা ।
 রামনাথ হরিনাথ ছই পুত্র অনামিলা ॥
 রামনাথের বংশে হইল মাধব বিশ্বাস ।
 সাতগাঁও ছারিরা করলা করগ্রামে বাস
 জাঙ্গীর বুরি দোবে বুরুণ কুলখ্যাতি ।
 বিক্রমে আনিল করে রৌহা পূর্ন স্থিতি ॥
 বুরুণের কুল তাতে হৈল অষ্ট ধর ।
 বিক্রমপুর ভিন্নস্থানে মান্য লবুতর ॥
 চামালদ্বির মজুমদারে ব্যাঘ্রে ভরকরে ।
 তুমি অর্থ মনে বলি বিবিধ প্রকারে ॥
 সুরুণ সবল যথা দেখিতে ভীষকার ।
 কতী বহু অন ওধা ওণ মতিমার ॥

রাজবতি সুপ্রকাশ ছিল মজুমদারে ।
 তাজি অহঙ্কার সদা পূজ বরদারে ॥
 কি দেখিলু কি হইল ছইচারি দিনে ।
 কতু না চলিও আর এত বেগজনে ॥
 সাধ্যবৎ লিপিতাব নির্ণয় অন্তর ।
 সাধ্য সেন মজুমদার তির্য্যকিত বর ॥
 কুলজ সাধোর মধ্যে সদা প্রতিষ্ঠিত ।
 কুলজী বিশিষ্ট কুল সদা সম্মানিত ॥
 বানারী গ্রামেতে বহু বৃদ্ধ বংশধর ।
 ধনে জনে কুলকার্য্যে প্রশংসা বিস্তর ॥
 বিদ্যগ্রাম সিমলিরা আদি নানাগ্রামে ।
 আউটসাহী বালিগাঁও গৈলাকাল কমে
 মত্তরা কার্তিকপুর আর পাচচর ।
 বস্তুভাষি বাকুতে আর গেল কর বর ।
 কুলজীর দ্বিতীয় পুত্র হিকুমহামতি ।
 তার ছই পুত্র হৈল পরগ্রামে স্থিতি ॥
 কোঠ পুত্র কদ্রসেন দেশান্তর গত ।
 কনিষ্ঠ অনন্তসেন কুলীন বলি খ্যাত ॥
 অনন্তের চারি পুত্র মাত্র অভিধর ।
 নিধিপত্যাদিত্য বিষ্ণু উমাগতি হয় ॥
 নিধিপতির এক পুত্র ব্যাস সমাধর ।
 ব্যাসসেন ছই পুত্র সর্বগুণালয় ॥
 কোঠ পুত্র রামসেন কনিষ্ঠ গীতাম্বর ।
 রামসেন চারি পুত্র অতি গুণধর ॥
 ধর্ম্মাঙ্গন কোঠ পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ ।
 প্রভাকর তৃতীয়তে কহিছে আনন্দ ॥
 চতুর্থ চতুর্গত রামেন তনয় ।
 ধর্ম্মাঙ্গন চারি পুত্র সর্বগুণালয় ॥

শিবানন্দ কবিরাজ প্রথম তনয় ।
 মাধব মঙ্গলানন্দ ক্রমাস্বরে হয় ॥
 বিদ্যানন্দ সুপণ্ডিত চতুর্থ সন্তান ।
 ধর্ম্মানন্দ বংশে কেহ কিঞ্চিৎ মান ॥
 তৃতীয় মঙ্গলানন্দ ধর্ম্মানন্দ পুত্র ।
 চন্দ্রচূড় তার পুত্র বিনয় চরিত্র ॥
 তার পুত্র হরিসেন হরি পুত্র রাঘব ।
 রঘুনাথগুজ বলি রয়েছে গৌরব ॥
 রাঘবের দুই পুত্র রামকান্ত জ্যেষ্ঠ ।
 সূচুড় রামদেব দ্বিতীয়ে কনিষ্ঠ ॥
 রামকান্তের তিন পুত্র রামভদ্র বর ।
 রামকান্ত রাজারাম ক্রমাস্বরে ধর ॥
 রামকান্তের তিন পুত্র রূপরাম জ্যেষ্ঠ
 দ্বিতীয়ে শ্যামরাম কৃষ্ণরাম কনিষ্ঠ ॥
 সমভ্রাতৃ নিমের বংশ এবংশ আনিলা
 প্রসিদ্ধ কুলের খ্যাতি একুল লভিলা ॥
 নিজ দলবলে স্থান কালে হয়েছিল ।
 আশ্রয় বিচ্ছেদে পুন বিচ্ছেদ হইল ॥
 কুটুম্ব আশ্রয়ে হল নানা স্থানে বাস ।
 এখনো বংশের বল নহে সুপ্রকাশ ॥
 কেহরাগে রোগে কেহ বিজ্যতি প্রকার
 ত্যজি মাতৃভূমি হেসে বিদেশেতে যার ॥
 কিন্তু কুল মানে কুল বিশেষ পূজিত ।
 ক্রিয়াদৃষ্টি নাহি যেন হয় বিবর্জিত ॥
 কৃষ্ণরাম বিক্রমপুরে উচ্চ মানে স্থিতি
 ছয়পুত্র তার হয় সমস্তেতে কুতী ।
 সর্কছোট নীলকণ্ঠ আদরের ধন ॥
 তার একপুত্র হয় রাজীবলোচন ॥

রাজীবের চারিপুত্র বিক্রমপুরে খ্যাত
 দারগা অভয়চন্দ্র বহু পরিচিত ॥
 ভোমসার গ্রামবাসী থাকে হেনজানি ।
 অভয়ে উজ্জল কিরা প্রসন্ন বাখানি ॥
 ক্রিয়াদোষে জগতের কুল হানি হয় ।
 কুলীন হলেও সদা আছে ক্রিয়াজয় ॥
 গোবিন্দের কুলেকালি মাসী বিয়া করি
 ভবের ভাব দূর করিল খা ধইস্তুরি ॥
 আরেভব এতদিনে পরাভব হৈলা ।
 জাতিগেল বাজু দেশে পলাশিতে রৈলা
 ভবের সন্তান শাখা আছে বাজুদেশে
 কুল স্থান পরিচয়ে তথায় প্রকাশে ॥
 নবগ্রামগণ হৈতে নাকি নূন হয় ।
 স্থানেতেই বংশভাব লক্ষ পরিচয় ॥
 প্রবাদতঃ কোন শাখা গেলা স্থানান্তর ।
 বংশোন্নতি কুলোন্নতি লভিলা বিস্তর ॥
 হিঙ্গু বংশে প্রভাকর পয়গ্রামে ধর ।
 হিঙ্গুর সন্তান মধ্যে আছে শ্রেষ্ঠতর ॥
 যশোহর পয়গ্রামে পালটি সহ যারা ।
 সূর্য্যকান্ত মণি তুল্য কুলে জলে তারা ॥
 মকম্মাং চতুর্ভূজ মতেতে গমন ।
 হীন বৈদ্য ক্রিয়া দোষে কুলের পতন ॥
 চতুর্ভূজ বংশধর নানা স্থানে গত ।
 পরিচয় হীন জন্য কুল নহে জ্ঞাত ॥
 শক্তিগোত্র চতুর্ভূজ আউটমাহিগ্রামে
 বংশ ভাব আছে সদা বিবিত্ত বিক্রমে ॥
 ধর্ম্মানন্দ খুলতাত পীতাম্বর জ্ঞানী ।
 বিদ্যার গৌরবে তিনি সর্ব্বজ্ঞেতে মানি

সিদ্ধিহাটি আদিশ্যাম পীতাম্বর কুলে ।
 সেনাকিয়া খান্দারপারা কেহগেলা কালে
 বিষ্ণু সঙ্গে পাল্টীক্রমে সদা বস বাস ।
 বিষ্ণু সহ কোপে হৈল কুলের প্রকাশ ॥
 পূর্বে অষ্ট উচ্চকুল সম নাহি ছিল ।
 ভাগ্যভূণে পীতাম্বরে উত্থান হইল ॥
 বিক্রমপুরে রাজনগরে কারো অবস্থান
 সোনারঙ্গে রোষ সঙ্গে কারো বাসস্থান
 কালে পীতাম্বর কুল প্রসিদ্ধ হইল ॥
 ক্রিয়াভূণে প্রসিদ্ধে প্রাধাতুলতিল ॥
 পীতাম্বরের দুই পুত্র কনিষ্ঠ কেশব ।
 কেশবের দুই পুত্র অত্যন্ত মৈষ্টব ॥
 কনিষ্ঠ যত্ন নন্দন জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন ।
 পঞ্চাননের দুই পুত্র অতি মহাজ্ঞান ॥
 শ্রীপতি চন্দ্রশেখর তার বংশধর ।
 শ্রীপতির দুই পুত্র শুদ্ধ কলেবর ॥
 রামভদ্র কবিরত্ন প্রথম তনয় ।
 কনিষ্ঠ রাঘবসেন জ্ঞানাস্থিত হর ॥
 রামভদ্রের দুই পুত্র রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠ ।
 রূপনারায়ণ ভ্রাতা জন্মেছে কনিষ্ঠ ॥
 রঘুনাথ কঠহার রাজেন্দ্রের পুত্র ।
 শিষ্ট শাস্ত্র সাম্য মূর্তি আচারে পবিত্র ॥
 রঘুনাথের দুই পুত্র বহুলোকে জ্ঞাত ।
 সুচরিত্র জ্ঞান বান সর্বত্র বিদিত ॥
 রামনাথ রমানাথ আর জগন্নাথ ।
 রতিনাথ গোপীনাথ শেষ দিননাথ ।
 ভাগ্যবন্ত রঘুনাথের দুই পুত্র হর ।
 তৃতীয় জগন্নাথের লিখি পরিচয় ॥

জগন্নাথের তিনপুত্র বংশধর বলে ।
 প্রাণকৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ বংশস্থিতি বলে ॥
 প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র রামদাস জ্যেষ্ঠ ।
 যুগলকিশোর সেন তাচার কনিষ্ঠ ॥
 তৃতীয় রামকিশর স্নেহের সন্ততি ।
 তার তিন পুত্র হর সিদ্ধিকাটি স্থিতি ॥
 অগ্রজ তারাপ্রসাদ শ্রেষ্ঠ মহাব্রতি ।
 দ্বিতীয় চণ্ডীপ্রসাদ বিশেষ সুখ্যাতি ॥
 তৃতীয় হরপ্রসাদ সুশীল প্রকৃতি ।
 রামকিশরের হর তিনটি সন্ততি ॥
 হরপ্রসাদের দুই দুইটি সন্তান ।
 শশীচরণ শ্রীচরণ হয়েছ আখ্যান ॥
 চন্দ্রশশী একার্থক জগজ্জন জ্ঞাত ।
 একশশী করে কিন্তু পৃথিবী শোভিত ॥
 দৌলৎখাঁতে দুই শশী হইল উদয় ।
 ম্যানেজারি আফিসেতে করে আলোময়
 একশশী ম্যানেজার দ্বিতীয় কেরানী ॥
 শশীর নামেতে তথা হর জরধনি ।
 সিদ্ধ সাধ্য দুই শশী হইয়া মিলন ।
 সংকার্য্যে লিপ্ত সদা আছে অমূল্য ॥
 শান্তিল্য শশিকুমার দত্তবংশ খ্যাত ।
 বিদ্যাবুদ্ধি রূপে ভূণে অতি চমৎকৃত ॥
 জৈনসারে বাস্তবমি অতি ক্রিয়াবান ।
 কুলীনে আদর জন্ম পেয়েছে সন্তান ॥
 বিক্রমপুর সামলে বেজ গ্রাম হর ।
 অম্বিকা চরণসেন মহেশ তনয় ॥
 বুদ্ধসেন বংশধর পরিচর জানি
 দৌলৎখাঁ আফিসেতার প্রসংশাবানি

হুই শশী সহ তার একতা নিবন্ধন ।
 স্নানর নিরমাবলী টেকরেছে স্মৃজন ॥
 উর্দ্ধতন হাকিমান দেখিয়া নিরম ।
 সমুদ্রে হুইরা দেব প্রাণসমা লিখন ॥
 পীতাম্বরের পিতামহ শ্রীচা চারিজন ।
 নিধি পত্নাদিত্য বিষ্ণু উষাপতি হন ॥
 আদিত্যের একপুত্র ধরাধর নাম ।
 তার হুই পুত্র বিনায়ক আর কাম ॥
 সুশীল মদন কবিরত্ন মহাশয় ।
 বিনায়ক পুত্র তিনি জানিবে নিশ্চয় ॥
 মদনের এক পুত্র গৌরীনাথ হয় ।
 গৌরীনাথের তিন পুত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ॥
 অগ্রজ রাঘবসেন দ্বিতীয়রতে রাম ।
 কুল ভটে হুই জাতা বিজ্ঞেশতে ধাম ॥
 ছোটপুত্র ভবসেন স্নেহের সন্ততি ।
 বাজুদেশে পলাশীতে করেছে বসতি ॥
 ভবপুত্র চারিজন অতিশয় কৃতী ।
 কলমান রক্ষা কর আটক কিছু মতি ॥
 প্রজাপতি রূপসেন আর নাবারন ।
 সদাশিব সহচারি ভক্তের নন্দন ॥
 প্রজাপতির চারি পুত্র লিখে কণ্ঠহার ।
 শিবদাস চন্দ্রচর শ্রীকৃষ্ণ আর ॥
 কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ অতি গুণবান ।
 প্রজাপতির চারি পুত্র হুইল আখ্যান ॥
 সদাশিবের পঞ্চপুত্র লিখে কণ্ঠহার ।
 বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সর্বত্র প্রচার ॥
 রঘুদেব গোপী রমন করদেব আর ।
 হরিদেব কৃষ্ণদেব সংসারের সার ॥

সদাশিবের পঞ্চপুত্র অতিশয় ভক্ত ।
 দেব দ্বিজ ভক্তি মতি সদা অক্লান্ত ॥
 আদিত্যের মহোদর বিষ্ণুসেন হয় ।
 বিষ্ণুবংশ ধরপণ পরামপুরে হয় ॥
 আদিত্য বিষ্ণুর ধারা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ।
 রৌণ্য বাজু পলাশী ও পরামপুরে গুণিত ॥
 স্থান দোষ আছে কিন্তু মনেতে প্রধান ।
 যে যে দেশে আছে তথাক্রিয়াবুঝমান ॥
 বিষ্ণুর কনিষ্ঠ জাতা উষাপতি হয় ।
 পরামপুরে জিয়া দোষে ন্যায় আশ্রয় ॥
 পূর্বে দেশ বাসী কেহ নানা দেশগত ।
 স্থান ভটে দোষে কেহ কুল করে হত ॥
 উঠা পরা নৈদ্যের কুল
 দোষ বিস্তর ভাগ্যের মূল ॥
 তিনি ঠেকি চন্দ্রচর ।
 রূপাই মেল পরামপুর ॥
 রূপ রাঘবের কুল যেন শরভের শশী ।
 ছাই পরে ইহার কুলে বিয়াকরেমাসী ॥
 ইহার অধিক আর হয় কি ?
 শেষে বিয়াকরে মাউগার কি ॥
 কিন্তু কিলে বদোশেতে পুনকুল পারি ।
 মধ্যকুল বলিগণ্য আছে কামিয়ার ॥
 হিঙ্গু উষাপতি কালে আসে বিক্রমপুরে ।
 মধ্য কুল মধ্যে ব্যাভ পরিচর ধরে ॥
 বিক্রমেতে দীর্ঘহারী গণ ভুলনার ।
 কিকিৎ অধিক মান অই করে পার ॥
 কাহু জিপুবাণি হৈতে মান কিছু পার ।
 জিয়া গুণ নাম কিছু পুছা নাহিয়ার ॥

উদ্যোগি বংশোদ্ভব শ্রীবিজয় রত্ন ।
 দ্বিষ্টে ভাষী কবিরাজ ব্যাভ কবিরত্ন ॥
 কলিকাতা সহরেতে কনতা অপার ।
 ইংরাজ সমাজে তার যশের প্রচার ॥
 দ্বিগু বিগতরে বত রাজ রাজেশ্বর ।
 ছোট বর সকলেতে সম্মান বিস্তর ॥
 ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যার বিজয়নিকটে ।
 আশীর্বাদ করি বলে উদ্ধার শকটে ॥
 বিজয় নিকটে তবে রোগ মুক্ত হয় ।
 আশীষ করিয়া তারে যার নিজালয় ॥
 নৈব বলে রোগ যদি নাহি হয় দূর ।
 সকলে বলিয়া উঠে হৃদ্য প্রচুর ॥
 নিজের রোগী যদি নাহি কিরে যেরে
 অবশ্য বুঝিবে তারে যশে বিষ পরে ॥
 বিজয়ের ঔষধেতে আরোগ্য লাভিবে ।
 তার ভূগ্য চিকিৎসক নাহি ভবান্ধবে ॥
 লক্ষাধিক যাত্রা যারে কুলকাণ্ড করে ।
 পিতৃকুল মাতৃ জন্ম যার অকাতরে ॥
 বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে পিতর ।
 যশোজ্ঞ যথোক্তে নাহি হেন শ্রেষ্ঠতর ॥
 হিন্দুসেন বংশ ব্যাখ্যা সংক্ষেপেতে হয় ।
 অতঃপর মাধবের লিখি পরিচয় ॥
 হিন্দুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সুধীর ।
 ব্রাহ্মকুল ত্যাগ করিপাচধুপিতেহির ॥
 মাধবের বংশধর নানা স্থান গত ।
 সংগ্রামসা রাজ দোবে কুলহল হত ॥
 মেঘচানী আদিক্রমে নানা দেশবাসি ।
 প্রধান অষ্টোত্তমশ্রী বক্রমে আসি

মাধবেরে নিরতর ডাকেরেতে কর ।
 ক্রিয়া ঘোষে উচ্চ কুল হইরাছে কর ॥
 বিক্রমপুর কোয়রপুর আইতাদি গ্রামে ।
 আগত মাধবক্রমে নানা স্থানে ভ্রমে ॥
 শক্তিগোত্র হুহিবংশ কোটালি পাড়ার
 কেহ কেহ নৈলাখানি ভাটীদেশে যার
 বহুকাউ বিনায়ক সঙ্গে সম ভাব ।
 সে বেশে অনেক কাহু নাকিনুনতাব
 করিমপুর বাজুদেশে হুহিবংশ বাস ।
 স্থানভেদে আছে বলি লোকত একাংশ
 বিক্রমপুরে আছে বহু হুহি বংশ স্থান ।
 পান্টী ঐয়াদৃষ্টে মদ্য বিদিত সম্মান ॥
 তাহ কাশী কারো ২ বিক্রমপুরে বাস ।
 কর্তহার নিজ গ্রামে করিল একাংশ ॥
 টকাবাড়ী এক শাখা বহু অর্থ ছিল ।
 বহু স্থানে নিজ গ্রামে কার্ণেরে আনিলা
 অর্থ নহে চিরস্থায়ী কালে কিনা করে ।
 কুটুম আগ্ররে গেল। নিজ নাম ছেড়ে ॥
 শিবচন্দ্র পুল শ্রীজগজ্ঞান নাম ।
 যথাপাড়া গেল। ছেড়ে আপনার গ্রাম ॥
 উপযুক্ত পৌত্র হৈল অবিকাচরণ ।
 কৃত বিদ্যা সাধুশীল বুদ্ধি বিচকণ ॥
 রাঢ় দেশ কাশীস্থান কর্তহার বলে ।
 ভ্রমরে সে স্থান হতে আসিরাছে কালে
 উথানে পতন আর পতনে উত্থান ।
 এইরূপ কুলভাব দেখি বহু স্থান ॥
 বিধিলিপি আছে বাহা তাহাই ঘটনা :
 দোষগুণ যাহা হয় অদৃষ্ট ঘটনা ॥

শিয়াল সেন ।

উদয়ন বংশধর তিন মহামতি ।
 অগ্রজ শিয়ালসেন বংশধরে কতী ॥
 সাজু হিজু ভাতাধর শিয়াল আশ্রিত ।
 শিয়ালের আশ্রামতে চলে অবিরত ॥
 সাজু হিজু বংশধর শিয়াল নামে খ্যাত ।
 ধার্মিক শিয়ালসেন বৃথগণ জ্ঞাত ॥
 পোড়াগাছা বাড়ি পুষ্কর পরিণয় ।
 হিজুপুত্র রামকৈলা চল পতা কর ॥
 শিয়াল নামেতে বারবংশ খ্যাতি ধরে ।
 শিয়াল হইতে শ্রেষ্ঠ হল অতঃপরে ॥
 শিয়াল মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ পোড়াগাছা ঘর ।
 পোখড়ির গ্রাম বাসী খ্যাত অনন্তর ॥
 বংশ ব্যাপ্তি শিয়ালের বিশেষ না দেখে
 তর্কহার নিজগ্রন্থে বংশ নাহি লিখে ॥
 শিয়াল বিড়াল কাষু বুয়ি গয়ি আদি ।
 মল্লীনাথ নামভেদে নহে কুল বিধি ॥
 তবে কিনা কোননামেহীনকুলেদেখে ।
 নাম বিশেষণে তার ডাকৈরেতে লিখে
 চুকা পচা মিঠা কাষু রয়েছে যেমন ।
 ছোট বড় শিয়ালদি রয়েছে তেমন ॥
 কনিষ্ঠ শিয়াল যদি দেখে পায় ভয় ।
 ব্যাঘ্ররাজ বীর কীর্তি ব্যাপ্ত জগন্ময় ॥
 তার মধ্যে শ্রেষ্ঠবটেসেনহাটীর মৈশালা
 বিক্রমপুরে মহেন্দ্রনাথ নামেতে উজ্জলা
 লক প্রতীতি বটে পোড়াগাছা ঘর ।
 রয়েছে এতিন নাম ডাকৈরে থপর ॥

বোলাসারপোড়াগাছাবিক্রমে ছইস্থান
 কীর্তিনামা অন্তরালে চল অন্তর্ধান ॥
 কোটাপাড়া মালদহ মূলচর হাশারা ।
 বিক্রমে এচারিগ্রামে শিয়ালসিংহপাড়া ॥
 শিয়াল বলিতে তারা নাহি করে ভয় ।
 মতাবাদী কিতৈলিয় সিংহের জয় ॥
 কোথাবা শিয়াল আছে অন্ন নামকর ।
 সম্মানী শিয়াল কাছে হীন বংশ হয় ।
 সোনারঙ্গ গ্রামে খ্যাত আছে একঘর
 বহুমান হুগিলেন কার্য বংশধর ॥
 কুরানী গ্রামেতে ঘর বিষ্ণুসংস্থাপিনা ।
 ভাটীমভোগআরোগ্রামে কেকেকহগেলা
 কাকাইল মাঝারদিয়া খালিয়াফরিদপুরে
 পরগণে বাজড়ড়া ভাটীদেশান্তরে ॥
 কাকোয়াইলশিয়ালসেনকুলীন আনিল
 নদী আক্রমণে পরে নিলগী রহিল ॥
 কুল্লী মাইলারা গ্রামে মজুমদারগণ ।
 বিবিধ কুলীন যথ্য করে আনয়ন ॥
 কীর্তিপাশা দুর্গাদাস বহু প্রতিষ্ঠিত ।
 তার পুত্র রামজীবন সর্বত্র বিদিত ॥
 তার ছইপুত্র হয় অতি ভাগ্যবান ।
 অগ্রজ রামগোপাল সম্মানে প্রধান ॥
 কনিষ্ঠ রামেশ্বর ধর্ম্যকার্যে মতি ।
 চারিটী তনয় তার সরল প্রকৃতি ॥
 কালীরাম কৃষ্ণরাম আর বিষ্ণুরাম ।
 চতুর্থতে বলরাম কীর্তিপাশা ধাম ॥
 দ্বিতীয়েতে কৃষ্ণরাম আত সদাশয় ।
 তাহার হইল মাত্র একটী তনয় ॥

রাজারামসেন তার মেহের সন্ততি ।
তার দুইপুত্র হয় অতিশয় কুতী ॥
নবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র কালাচান্দ কনিষ্ঠ ।
নবকৃষ্ণের এক পুত্র বহু গুণ শ্রেষ্ঠ ॥
শুশীল কালীকুমার তাহার তনয় ।
তার পুত্র রাজকুমার চক্রান্তেতে ক্ষয় ।
বহুগণ বিষদানে করেছে বিনাশ ।
ভাটের কবিতা আছে বহুতে প্রকাশ
একটী তনয় তার প্রসন্নকুমার ।
প্রসন্নের চারিপুত্র সন্দেশে প্রচার ॥
রোহিনী কামিনী আর রমণী বিনোদ
প্রত্যেকে কুমার যোগ সর্বদা আমোদ
কীর্তিপাশা বাবুবংশ করিলা চন্দন ।
হইল প্রশংসা বংশে যশের বর্দ্ধন ॥
সতাইশসমাজ মধ্যেপোড়াগাছাঘোষে
তথাহৈতে কীর্তিপাশা বাবুবংশআসে ॥
কীর্তিপাশা বাসুদার জমিদারগণ ।
বহুক্রিয়ান্বিত বলি যশস্ববর্দ্ধন ॥
বাজুতে পাহারপুর আছে কয় ঘর ।
ভাড়াভাব রহিয়াছে সন্দেশে গোচর ॥
সংক্ষেপে হইল মাত্র বংশ পরিচয় ।
দ্বিতীয় খণ্ডেতে তবে বিশেষ নির্ণয় ॥

কুল বিবরণ ।

শক্তি ধনস্তরি দুই কুল তুলনার ।
পূর্বাপর লিপি ভেদে তুল্যতা না যায় ।
গাণ্ডেয়া তনয় ধনস্তরি হিন্দুসেন ।
রাঢ় ত্যজে সেনহট্ট পূর্ক আসিলেন ।

দেবকন্যা বিবাহেতে বঙ্গে আগমন ॥
কণ্ঠহারে নাহি পানিগ্রহ নিরূপণ ।
হিন্দু উচলী কন্যা পানিগ্রহ করে ।
নারায়ন কার্ণক্রেমে আসে যশোহরে ॥
দুহি পুত্র কুলগৌর বংশধরগণ ।
ক্রমে কালে বর্দ্ধদেশে করে আগমন ॥
কৈরে বুড়িপুর সেন কন্যা পরিণয় ।
গণ অলঙ্কারসেন বঙ্গে সমুদয় ।
আধু রঘুপতি বংশ বঙ্গে আগমন ।
দত্তজা পানি পৌড়ক রঘুপুত্রগণ ॥
হিন্দুর সপুত্র ব্যাস করি পরিণয় ।
সেনাটী গুপ্তের কন্যা বঙ্গে সমুদয় ॥
বাস লভে পরশ্রাম বংশ তার পরে ।
বিনায়ক নারসিংহ কুল দান করে ॥
দুইকূলে দিল ভাগ তাহে দুহিরকুল ।
আধায়২ তেহাই ভাগ কুলগৌর মূল ॥
উভয়ের বংশধর করিয়া বিধান ।
শক্তি গোত্র সেন বংশে দিলা কুলদান
মাগিয়া লইলা কুল প্রবাদেতে কর ।
দানেতে পাইলে রাজ্য রাজা কিনা হয়
কিন্তু স্থানভেদে ভিন্নরূপ কুল পেল ।
প্রভাকর কূলে প্রভাকর প্রভা হল ॥
হিন্দুধর্ম্মান্বিত আর কৃষ্ণরাম আদি ।
কালক্রমে নানা স্থানে করিলেক স্থিতি
ধর্ম্মান্বিত বংশ কেহ সেনহাটী বাস ।
সোনারঙ্গ কোয়রপুর পালকে নিবাস
ভাটীতে নলচিরাগ্রামে রহিয়াছে কেহ
চান্দ নতাপ সুরাপুত্রগিয়াছেন কেহ ॥

দাসোরাতে প্রভাকর আছে একঘর ।
 লভিলেক কুলভাবে সম্মান বিস্তর ॥
 অন্য হিঙ্গু সে অঞ্চলে কেহ ২ যায় ।
 পাল্‌টী ভাব অহুসারে কুলমান পায় ॥
 হিঙ্গু কুলে খ্যাত নামা শ্রীরামশঙ্কর ।
 সাহিত্যে আদর্শস্থল বঙ্গের ভিতর ॥
 হিঙ্গু কুল মন্ত গ্রামে রয়েছে অপর ।
 কুলোজ্জল সুহৃদয় শ্রীকালীশঙ্কর ॥
 মন্তেমূলীরামকৃষ্ণ খ্যাত চতুর্ভুজ ।
 একদেহে সমুদিত যেন চতুর্ভুজ ॥
 একদেহে সুবিপুল বিস্তর করে ছিলা ।
 কিন্তু নিজ গ্রামে নাহি কুলীনস্থাপিলা
 পালরা গ্রামেতে গণ আছে বংশান্তর ।
 কুল রত্ন দীননাথ অতি খ্যাতি ধর ।
 লক্ষণ বসতিস্থান হোগল ডাঙ্গায় ।
 নবদ্বীপ মেলে কেহ লাখড়িয়া যায় ॥
 ফরিদপুর বলভদ্রদীতে নাকি হুই ঘর ।
 হাড়পাকা মদন কেহ বাজু দেশান্তর ॥
 নিজ নিজ স্থান মেলে ভাব পরিচয় ।
 ক্রিয়া পাল্‌টী দৃষ্টে সদা সুনিশ্চিত রয়
 শত্রুরের বাসস্থান জ্ঞাত কালিয়ায় ।
 নিলখী মন্তফাপুরে কেহ পরে বার ॥
 বাজুদেশে আছে নাকি হুই এক ঘর ।
 ভাবাভাব আছে সদা স্বদেশে গোচর ॥
 সিদ্ধকাঠী ইটনা আদি আদিত্যের বাস
 গলিয়া ফুল্লশ্রী থইল সা কোঠাতে নিবাস
 ফরিদপুর বাজু আদি আছে কারো স্থান
 কেহবা অন্যান্য স্থানে করেছে প্রস্থান

সেনহাটী গ্রামে আছে কন্দর্প বসতি ।
 সন্নিকট অন্য স্থানে কাহারো বা স্থিতি
 নবদ্বীপ বঙ্গমেলে কবি কেহ যায় ।
 কেহ বিক্রমপুরে কেহ বরেন্দ্রে লুকায় ॥
 রবিসেন মহারাজ চন্দন করিল ।
 পরে বিজয়াধিকারী চন্দন করেছিল ॥
 ধর্মসুরি মহারাজ অশেষ বিভব ।
 করিলা চন্দন শেবে শ্রীরাজ বলভ ॥
 রামবলভজ রোষ উচলীর কুলে ।
 সর্বশ্রেষ্ঠ অষ্টঘর ডাটেকরেতে বলে ॥
 কিন্তু নিম্ন মাধবাঙ্গি বুরুণ মহিপতি ।
 বহুবংশে ক্রিয়াগুণে হল সমগতি ॥
 রাম নিম্ন বলভজ ডাটেকরেতে ছিল ॥
 বলভজ ক্রিয়া গুণে ডাক উলটিল ।
 এ সম্মান বলভজ সকলে না পায় ॥
 লোকসাধারণ নাম যোগ্যেতে যোগায়
 কিন্তু রাম কুল সদা মূল নিরমল ॥
 ক্রিয়াতে উজ্জল হলে সদা সর্বোজ্জল ।
 বিদ্যাপর মুরারি রোসের সন্তান ।
 সিক্তের সমান নহে সাধ্যের প্রধান ॥
 লিখিতহইল বিদ্যাধর বংশ খ্যাতি ।
 মুরারির বংশজ্যোতি লিখিব সম্প্রতি ॥
 কাচাদিয়া রোষাশ্রিত বেহারি তপায় ।
 বহুগ্রাম পূর্ণ ছিল ব্রাহ্মণ পাড়ায় ॥
 বহু সুপণ্ডিত আর কুলীন প্রবীণে ।
 দেব পরিপূর্ণ যেন দেবের উদ্যানে
 প্রভত হইলে কত ব্রাহ্মণ চলিত ।
 ব্রাহ্মণ মর্শনে দৃষ্টি সুপবিত্র হত ॥

কভু সমারোহ কার্যে হলে আবাহন ।
 হাজার ২ কত মিলিত ব্রাহ্মণ ॥
 ধর্মের প্রসঙ্গ কত শাস্ত্র আলাপনে ।
 অজ্ঞান হইত জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণে ॥
 ব্রাহ্মণ সমাজে গুরু বলহ হইলে ।
 যৌমাংসা করিত তার সদা রোষ কূলে ॥
 বহু অর্থশালী লোক ব্রাহ্মণেও ছিল ।
 তথাপি এমান সদা রোষ কূলে ছিল ॥
 মহারাজ বঙ্গ বৈদ্য সংস্কার কালে ।
 বলে পাঠাইলা ধৈরে নিতে রোষকূলে ॥
 শ্রীরাজ নগর হতে কাচাদিয়া যেতে ।
 সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ছিল জল প্রণালীতে ॥
 অসংখ্য ব্রাহ্মণ জলে বসিলা তর্পনে ।
 সাহসী না হল কেহ ব্রাহ্মণ লজ্বণে ॥
 ব্রাহ্মণ ঘটক বিনে ব্রাহ্মণ আলয় ।
 কখনও অন্য গৃহ দান নাহি লয় ॥
 কিন্তু এ রোষের অর্থে করিলা সন্মান ।
 রোষ অর্থ গ্রহণে না ভাবে অপমান ॥
 কালক্রমে কীর্তিনাশা,
 এমন সমাজ বাসা,
 স্বকুক্ষিত বিলয় করিল ।
 দিবে সর্বকূলে স্থান,
 করিতে ভূমি প্রদান,
 যোগ্য লোক কাচাদিয়া ছিল ॥
 কিন্তু হেন রাজমান,
 করি কালে প্রত্যাখ্যান,
 আগমন কামারখাড়ায় ।
 অরিমুখ্য কারিতার,

কথা কি বলিব আর,
 কেহ বা বিলাত চলে যার ॥
 গলে দিব্য যজ্ঞ সূত্র,
 দিব্য কাস্তি সুপবিত্র,
 ললাটে লেপিত সূচন্দন ।
 জ্ঞানে মুখ জ্যোতির্ময়,
 দেথিতে তকতি হয়,
 পদধূলি লয় কত জন ।
 মুখে শাস্তি বিরাজিত,
 লঘু ইচ্ছা বিবর্জিত
 গুরু ভাব সদা প্রতিভাসিত ।
 মুখে সদা হরি নাম
 বিরহিত অন্য কাম
 দিব্য জ্যোতি ঋষির মুরতি ।
 এ হেন ব্রাহ্মণ কত
 সদা হয়ে সন্মিলিত
 দিব্য জ্ঞান আশীর্বাদ দানে ।
 উজ্জল করিতে দেশ
 সদা দানে উপদেশ
 স্বর্গ পথ দেখাত যতনে ।
 ত্যজি সে সুন্দর দেশ
 ত্যজি স্বদেশের বেশ
 একেবারে ত্যজিয়ে মমতা
 কোন প্রাণে লোক যায়,
 বুঝিতে না পারি তার
 কালের কিনা আছে ক্ষমতা ।
 রাজ তুল্য প্রাপ্ত মান,
 করি অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান

অনায়াসে কেহ ছেড়ে যায় ।
 কেহ নিজ বুদ্ধি শুণে,
 আত্মমেল আত্মস্থানে
 নব কীর্তি রাজত্ব যোগায় ।
 আশা কুল ধনী হলে,
 গেলে ভিন্ন জাতি মেলে
 পিতৃনাম লোপ কিনা হয় ।
 দেশে নাম নাহি থাকে,
 বিদেশে কি চিনে তাকে
 নাম চিহ্ন সকলি বিষয় ।
 দেশে উচ্চ পদ পেলে,
 কি বিজ্ঞ ভূস্বামী হলে
 প্রভূত সম্মান কিনা হয় ।
 বিনা লাভে অনাহার,
 নামে হলে ব্যারিষ্টার
 নাহি কি জজাল তাহা হয় ।
 উদ্যোগি কুলরত্ন,
 উদয় বিজয়রত্ন
 ভারতের রাজধানী মাঝে ।
 কহে কলাচাৰ্য্যগণ,
 কুলহিতাকাজী মন
 যেন নাহি আত্ম দেশ তাজে ।
 সদা আত্ম ইচ্ছাধীনে,
 ধন মান ধর্মার্জনে
 জাতি বৃদ্ধি এমন সম্পদ ।
 কেন করি পরিহার,
 দুর্ব্বল জীবনভার
 দাসত্ব শৃঙ্খল গড়ে পদ ।

নিলে যেই ব্যবসায়,
 মানেন রাজা পাতপায়
 উপযুক্ত বৈদ্য বিচক্ষণ ।
 সবিশেষ আশা ভিন্ন,
 যেন করে হীনগণা
 স্ববৃত্তি না করে বিবর্জ্জন ।
 ভিষক জগতচক্ষু,
 অব্যর্থ সন্ধান মন্ত্র
 যেন নাম লোপ নাহি হয় ।
 বিজয় জগত পুত্র,
 গয়ি কুল সুদৌহিত্র
 দেশ খ্যাতি চিরস্থির হয় ।
 বংশ লিপি ছলে বংশগতি আলোচনে ।
 ক্ষমিবেন সাধুগণ ন্যায্যান্যায্যজ্ঞানে ॥
 রাঢ়ে রোষ বংশ সদা সর্বোচ্চ সম্মান ।
 বিমাতার কোপে বঞ্চে হারাইলা সান ॥
 উচলির এক শাখা এখনো কুলীন ।
 ক্রিয়া দোষে অন্য শাখা হল কুলহীন ॥
 নারসিংহ, দিবাকর উচলি আনিল ।
 পতনে ও সর্বকুল আদরে রহিল ॥
 পাবনা জিলা রাজসাহি বাসেরা পূজিলা
 রহিয়াছে রোষ শুনি কোথা হৈতে যায়
 বাজুতে কেদ্বা আর বাসালিয়া গ্রাম ।
 ঘটক কবিল বলে বুরুন বংশ ধাম ।
 ইদিলপুর অন্তর্গত লক্ষ্মীদিয়া গ্রামে ।
 গণসেন নিবসতি হল কালক্রমে ॥
 সমাজে ইদিলপুর দাদপুর গ্রাম ।
 জমিদার যোগে হল হিন্দুকুল ধাম ॥

গোত্র ও প্রবর সংখ্যা ।

১।	আজিরস + আজিরস,	বশিষ্ঠ,	
	বাহ্মপত্য — — —		৩
২।	অনাবৃকাথ্য + গার্গ,	গোতম,	
	বশিষ্ঠ, — — —		৩
৩।	ঘৃতকৌশিক + কুশিক,	কৌশিক	
	ঘৃতকৌশিক — — —		৩
৪।	ঘৃতকৌশিক + কুশিক,	কৌশিক	
	ঘৃতকৌশিক, বহুল — —		৪
৫।	বাৎস্য + ঔব্য,	চ্যবন, ভার্গব,	
	জামদগ্ন্য, আপ্পুবৎ — —		৫
৬।	সাবর্ণ + ইহার	ঔব্যাতি পঞ্চ	
	প্রবর — — —		৫
৭।	মৌদগল্য + ইহার	ঔব্যাতি পঞ্চ	
	প্রবর — — —		৫
৮।	সৌপায়ন + ইহার	ঔব্যাতি পঞ্চ	
	প্রবর — — —		৫
৯।	কৌশিক + কৌশিক,	অত্রি,	
	জমদগ্ন্য — — —		৩
১০।	বৃদ্ধি + কুরু,	আজিরস, বাহ্ম-	
	পত্য — — —		৩
১১।	জামদগ্ন্য + জমদগ্ন্য,	ঔব্যা,	
	বশিষ্ঠ, — — —		৩
১২।	কাশ্যপ + কাশ্য,	অপ্সার,	
	বৈষ্ণব — — —		৩
১৩।	কুশিক + কুশিক,	কৌশিক	
	বিশ্বামিত্র — — —		৩

১৪।	কৌণ্ডিল্য + কৌণ্ডিল্য,	স্তি-	
	মিক, কৌণ্ডস্য, — — —		৩
১৫।	গর্গ + গার্গ,	কৌন্তভ, মাণ্ডব্য	৩
১৬।	অব্য + অব্য,	বলি, সারস্বত,	৩
১৭।	জৈমিনি, + জৈমিনি,	উত্থা,	
	সাক্ষতি — — —		৩
১৮।	আশম্যান + আশম্যান	শাঙ্ক-	
	য়ন, শাকটায়ন — — —		৩
১৯।	বাসুকি + অক্ষোভ্য,	অনন্ত,	
	বাসুকি — — —		৩
২০।	রোহিত + ভার্গব,	নীলমোহিত	
	রোহিত — — —		৩
২১।	শাণ্ডিল্য, + শাণ্ডিল্য,	আসিত,	
	দেবল — — —		৩
২২।	কাণ্ড + কাণ্ড,	অশ্বথ, দেবল	৩
২৩।	কাঞ্চন + অশ্বথ,	দেবল,	
	দেবরাজ — — —		৩
২৪।	আত্রেয় + আত্রেয়,	শাতাতপ	
	সাংখ্য — — —		৩
২৫।	অত্রি + অত্রি,	আত্রেয়,	
	শাতাতপ — — —		৩
২৬।	কৃষ্ণাত্রেয় + কৃষ্ণাত্রেয়,	আত্রেয়,	
	আবাস — — —		৩
২৭।	কাত্যায়ন + অত্রি,	ভৃগু, বশিষ্ঠ	৩
২৮।	পরশর + পরশর,	শক্তি, বশিষ্ঠ	৩
২৯।	বশিষ্ঠ + বশিষ্ঠ,	অত্রি, সাক্ষতি	৩
৩০।	সাক্ষতি + অদ্যাহ,	আরাত্রি	
	সাক্ষতি — — —		৩

৩১।	বৈরাট্র+সাকৃতি	—	১
৩২।	বৈরাট্রপদ্য+সাকৃতি		১
৩৩।	শক্তি+শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ	৩	
৩৪।	শুনক+শুনক, শৌনক		
	গুৎসামন	—	৩
৩৫।	বিখ্যামিত্র+বিখ্যামিত্র	মরীচি	
	কৌশিক	—	৩
৩৬।	অগস্ত্য+অগস্ত্য,	দধিচি	
	জৈমিনি	—	৩
৩৭।	কাণ্ণায়ন+কাণ্ণায়ন, আজিরস		
	বাহ্‌স্পত্য, আজমীঢ়	—	৪
৩৮।	সৌকালিন+সৌকালিন	আ-	
	জিরস, বাহ্‌স্পত্য, অঙ্গার, নৈঋব	৫	
৩৯।	ভরদ্বাজ+ভরদ্বাজ, আজিরস		
	বাহ্‌স্পত্য	—	৩
৪০।	গৌতম+গৌতম, আজিরস		
	বাহ্‌স্পত্য নৈঋব	—	৪
৪১।	গৌতম+গৌতম,	বশিষ্ঠ	
	বাহ্‌স্পত্য	—	৩
৪২।	বিষ্ণু+বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব	৩	
৪৩।	ধনন্তরি+ধনন্তরি,	অঙ্গার	
	আজিরস, বাহ্‌স্পত্য, নৈঋব	৫	
৪৫।	বৃহস্পতি+বৃহস্পতি,	কপিল	
	পার্কান	—	৩
৪৬।	কাঞ্চনকণ্ঠ+কাঞ্চনকণ্ঠ, অথথ		
	দেবল	—	৩
৪৭।	বৈখানর+ঔর্য চ্যবণ	ভার্গব	
	আমদগ্ন্য	আপ্পুবৎ	৫

৪৮।	আদ্য।	৪৯।	শালঙ্কারন।
৫০।	আদিত্য।	৫১।	মার্কণ্ডেয়।
৫২।	ঋব।	৫৩।	অগ্নিবেশ্য
৫৪।	চন্দ্রাধি।	৫৫।	লোহিত।
৫৬।	কদ্বিষ।	৫৭।	বৃদ্ধ।

এই দশ গোত্রের ঐবব নানা স্থানে নানারূপ শুনা যায় বিধায় সম্প্রতিক দেওয়া গেল না। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করা যাইবে।

মৌংগল্য গোত্র চায়ুদাস।

মৌংগল্য গোত্র চায়ুদাস ধর্ম কর্মমতি ।
পূন্য কর্মে সদারত রাঢ়ে বজ্র স্থিতি ॥
দিবাকর অরবিন্দ যেই কুল খ্যাতি ।
পুজিয়া উচলী এনে দিলা নিবসতি ॥
বৈদ্যজাতি মধ্যে কুল শ্রেষ্ঠ চায়ুদাস ।
দেবের প্রধান যথা বাসব প্রকাশ ॥
সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান ।
ঋষি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যথা নারদ সমান ॥
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা লৌহ স্বর্ণময় ।
চায়ুকুল স্পর্শে তথা কুলীনত্ব হয় ॥
তস্য। এন পুত্র হয় অতি জ্ঞানবান ।
বদ্যাবস্ত পূন্যবস্ত অত্যন্ত সম্মান ॥
পুরন্দর দিবাকর আর নরদাস ।
দেব বিজে ভক্তি অন্য সুখ্যাতি প্রকাশ
দিবাকর বংশধর অতি খ্যাত ছিল ।
হৃর্তিক্ষে যাইতে প্রাণ কুল না ছাড়িল ॥

প্রাণ যায় কচু খায় কুল নাহি ছাড়ে ।
 কচুরা নামেতে উঠে সর্বোৎকলোপরে ॥
 পরে ভাবীবংশধর হীন ক্রিয়া মূলে ।
 অল্প শাখা হতে কিছু হীন হন কুলে ॥
 পুরন্দর একপুত্র নরসিংহ দাস ।
 কুলকার্যে সদারত বঙ্গদেশে বাস ॥
 নরসিংহ নামে সদা এই বংশ খ্যাত ।
 নৃসিংহ নামেতে উক্তি বহু সংক্ষেপতঃ ॥
 চাষুবংশে নরসিংহ কুল নাম খ্যাতি ।
 উচ্চকুল মধ্যে বার বিশেষ অধ্যাতি ॥
 নরসিংহের চারিপুত্র ধর্ম্মে অভিলষ ।
 নারায়ণ কার্ণ রাম আর নিমদাস ॥
 নরসিংহ বংশের এই দুইল চারি ধারা ।
 তাদের বসতি ভূগিলহট্ট শোভলারা ॥
 রামদাস পুনাবান যায় বনবাস ।
 ঘোরাঘাটে যেয়ে নিম করে কুলনাশ ॥
 পচাসিকি নিমদাস কষ্ট হেনজানি ।
 হীন বৈদ্যে বিয়া কৈরে হল অপমানী ॥
 শ্রীবিক্রমে নিমবংশ ক্ষমতা অপার ।
 নবতিসংখ্যক গ্রামে ব্যাপ্ত অধিকার ॥
 লরিতে ভীমের সঙ্গে ভয় নাহি করে ।
 উচ্চাসন লভেছিল নবাব দরবারে ॥
 ধর্ম্মানন্দ আনন্দন কৈলা বিক্রমপুর ।
 কুলীন স্থাপনে লভে সম্মান প্রচুর ॥
 কিন্তু ঐশ্বর্যের সঙ্গে কীর্ত্তিনাশা এনে
 নাশিলা বিক্রমপুর স্থানে ধনে জনে ॥
 রামপ্রসাদ গঙ্গারাম নিধিরাম নিম ।
 আর যত নিম ছিল টীকটিকির ডিম ॥

হরিনাথের নাম আছে কঠহারে লিখা
 কষ্টবৈদ্যেরবাড়ী গেলে হত নাকি দেখা
 কিন্তু বিজয়রামদাস ক্রিয়ামিত ঘর ।
 আর যত নিম দেখি সব তার পর ॥
 রমাকান্ত শ্রীহরি রোষেরবাড়ীগড়াগড়ি
 নিমেনিমেহয় যতকুটবাক্যেরবারাবারি
 নিমদাসের একশাখা ছিল আকিয়াখল
 নদীর কোপেতে গ্রাম গেল রসাতল ॥
 অতঃপর বাসিরাতে কুটুঘ সহিতে ।
 বাস্তব্য করেন সুখে আনন্দ মনেতে ॥
 নিমবংশধর ছিল রামমনিদাস ।
 ভব কন্তা পরিণয়ে সম্মান প্রকাশ ॥
 তার তিনপুত্র হয় তারা কান্ত জ্যেষ্ঠ ।
 নিশিকান্ত শশীকান্ত ক্রমেতে কনিষ্ঠ ॥
 গণকন্তা তারাকান্তে করে পরিণয় ।
 গণকন্তা লাভে তার লক্ষ্মীর আশ্রয় ॥
 তারাকান্তের তিনপুত্র অগ্রজ সুরেশ ।
 দ্বিতীয় পরেশচন্দ্র তৃতীয় যোগেশ ॥
 ধর্ম্মানন্দ বংশধর সোনারঙ্গ বাসী ।
 শরতের কন্তা আনি হয়েছেনখুসী ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশেতে সমর্পিত হয় ।
 বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে নিশ্চয় ॥
 শ্রীবৈদ্য বল্লভবংশ করে কন্তা দান ।
 নিজদেশে করিয়াছে সম্মান প্রধান ॥
 ঘটকের আশীর্ব্বাদে চিরসুখী হবে ।
 কুললক্ষ্মী মান্ত প্রভু সম্মান বাড়িবে ॥
 নারায়ণ বংশধর দুইটা সন্ততি ।
 কনিষ্ঠ ঈশান আর জ্যেষ্ঠ প্রজাপতি ॥

প্রজাপতি বংশধর তিন সদাশয় ।
 অরবিন্দ জয় আর বিষ্ণু মহাশয় ॥
 অরবিন্দ কুলশ্রেষ্ঠ জয় কুল হারা ।
 ভাগ্য গুণে বিষ্ণুপদে কুলে জলেতারা ॥
 রাজাহরিমাথ রায় বিষ্ণু কুল মণি ।
 দেব দোষে দোষী হয় কিঞ্চিৎনানগনি
 নাগকন্তা পতিজন্য জয়কুল হীন ।
 অদৃষ্টে লিখিত বলি ভাবেতে বিহীন ॥
 কুলশ্রেষ্ঠ অরবিন্দ সর্ব গুণবান ।
 দৈত্যারি শ্রীবৎস মুরারি তিন সন্তান ॥
 নৃসিংহ বংশের সিংহরূপ দামোদর ।
 সেনহাটী কুল শ্রেষ্ঠ অতীব প্রথর !
 তিন ভ্রাতা কুলশ্রেষ্ঠ বৈদ্যের প্রধান ।
 ধর্ম কার্যে সদারত অতিগুণবান ॥
 সমান ভাবেতে কার্ণ রামদাস রয় ॥
 তেঘেরাতে ঈশানদাস হীন প্রভ হয় ।
 কার্ণদাস বন্ধকরে সর্বত্র ভ্রমন ।
 যথাকুল তথাকার্ণ জ্ঞাত সপুজন ॥
 নারায়ণ কুলের বাড়া কার্ণ আধা পায় ।
 নিম্ন কুল হতে বিধি চলিত প্রথায় ॥
 নিশা ঘীপে অন্ধকার যথা দূর হয় ।
 কার্ণের দর্শনে তথা কুল বৃদ্ধি হয় ॥
 কার্ণপুত্র রবিদাস মহাজ্ঞানবান ।
 রবিপুত্র চারিজন অত্যন্ত সম্মান ॥
 বাসুদেব কেশব প্রভাকর লক্ষ্মীপতি ।
 রবিবংশধরের ছিল অত্যন্ত সুখ্যাতি ।
 কেশবাদি তিনভ্রাতা উত্তর দেশেগত ।
 জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুদেব কুলশ্রেষ্ঠ খ্যাত ॥

তার তিন পুত্র হয় অগ্রজ বামন ।
 উমাপতি সোমদাস বংশের শোভন ॥
 উমাপতিদাস হয় কার্ণ বংশধর ।
 তারপুত্র জনার্দন জ্যেষ্ঠ চণ্ডীবর ॥
 কুলশাস্ত্র বিশারদ চীণ্ডবরদাস ।
 ঘটক বিশারদ আখ্যা ভুবনে প্রকাশ ॥
 তারপুত্র বলভদ্র স্থললিত রানী ।
 বিদ্যাধর তারপুত্র বিখ্যাত সম্মানী ॥
 তারপুত্র অনিরুদ্ধ ধর্ম কার্যে মতি ।
 তারবংশধর হয় চারিটি সন্ততি ॥
 কৃষ্ণানন্দ নরহরি তৃতীয় গোবিন্দ ।
 চতুর্থ চন্দ্রশেখর কহিছে আনন্দ ॥
 পূন্যবন্ত নরহরি খ্যাত চরাচর ।
 সর্বশাস্ত্রে জ্ঞাতজ্ঞাত প্রশংসা বিস্তর ॥
 পূর্বকালে বৈদ্যকুলে নরহরি দাস ।
 ধর্মজ্ঞ কুলজ্ঞ বিজ্ঞ ঘোষণা প্রকাশ ॥
 সুধীর পণ্ডিত তিনি খ্যাত চুড়ামণি ।
 ঘটক বিশারদ আখ্যা বিখ্যাত সম্মানি ॥
 তার পুত্র শিবদাস প্রথম তনয় ।
 দ্বিতীয় পুত্রের নাম সূর্য্যদাস হয় ॥
 কনিষ্ঠ মধুসূদন স্নেহের সন্ততি ।
 তিনপুত্র সহ স্থখে করেন বসতি ॥
 তিন ভ্রাতা, বিদ্যাবন্ত কেহ কম নয় ।
 বৈদ্যকুল তত্তে তারা জ্ঞানী অতিশয় ॥
 কুল শাস্ত্র ব্যাপ্তি জ্ঞাত বিখ্যাত ভুবন ।
 বৈদ্যজ্ঞান মध्ये তারা সুপ্রতিষ্ঠ হন ॥
 শশী সুনীর্মল কুল উমাপতি ছিল ।
 কুল তারতম্যে ভাব নির্ণয় লিখিল ॥

কালে ভাগ্য বসে কিছু ~~পুণ্ড্র~~পাইলা
বেন্দার বাসুদেব কুল শ্রেষ্ঠ কুল হলা ॥
স্থানদোষ তারবংশে হল পরিহার ।
সাতাশ সমাজ মধ্যে সর্বস্থান তার ॥
উদ্যাপতি পুত্র হল খ্যাত চণ্ডীবর ।
ঘটক তাহার বংশ বেন্দামূল ঘর ॥
ঘটকের বংশ হবে স্থান দোষ হীন ।
বিষ্ণু ভিন্ন প্রতিশ্রুত সমস্ত কুলীন ॥
নিশাদীপে অন্ধকার যথাদূর হয় ।
ঘটক দর্শনে কুল জ্যোতির উদয় ॥
ঘটকে বিক্রমবাস তুল্য আদি স্থান ।
কাহারো বিক্রমে নহে হেনস্থানমান ॥
বেন্দার ঘটক বংশ বিক্রম হইতে ।
তুল্য কুল সমুচিত যে মান পাইতে ॥
বিক্রমপুর বাসস্থান ঘটকের হয় ।
অবশ্যই সেই মান প্রাপ্তব্য নিশ্চয় ॥
বেন্দার শিবের বংশ প্রতিষ্ঠিত অতি ।
বেন্দা বাসুদেব কুল শ্রেষ্ঠ ভাবেহিতি ॥
মধুসূদন বংশধর জানী হই জন ।
রামকান্ত রঘুরাম কুল সুশোভন ॥
বিষ্ণু বংশে হরিনাথ বৈদ্য কুলরাজ ।
চন্দন মন্ডের চেষ্ঠা কৈলা মহারাজ ॥
সর্বস্থান কুলীনের করিলা আহ্বান
সাধ ছিল মঞ্চোপরে লভে উচ্চস্থান ॥
সকল কুলীন তাহে সমবেত হৈলা ।
ঘটক বিশারদ রামকান্ত জিজ্ঞাসিলা ॥
সর্বকুল জ্ঞানসিদ্ধু কহ মহাশয় ।
হীন ক্রিয়া বিষ্ণু কুল কিসেউচ্চ হয় ॥

সর্বোচ্চ স্থান যোগ্য বিষ্ণু কিসে হল ।
কিরূপে হইবে তার ঋণে আরোহণ ॥
কুলাচার্য্য স্মৃষ্টক রামকান্ত বর ।
কুল বীৰ্য্য সমুচিত করিলা উত্তর ॥
সবিবাদে সত্য যদি জিজ্ঞাসিত হয় ।
কুলাচার্য্য না করিবে সত্য বিপর্য্যয় ॥
কিন্তু রাজ মান খর্ব্ব হইবে বিপরীত ।
হইতে হইবে মম দেশ বিবর্জিত ॥
অন্য রাজাশ্রেণে কুল সহ যেতে হবে ।
কুলাচার্য্যবৃত্তি কুলেঐদেশে না রবে ॥
সংপ্রতিক অশ্রু মম অন্যত্র গমন ।
সকলে যাত্নিক হয়ে কর আয়োজন ॥
কুলাচার্য্য স্থানদোষ কেহ না ধরিবে ।
সর্বকুল সভাস্থলে আদর লইবে ॥
হেন প্রতিজ্ঞায় কর প্রতি প্রতিদান ।
যাহা সমুচিত হয় করিব বিধান ॥
তথাস্ত বলিয়া সর্ব কুল ধর গণ ।
ঘটক নিকটে কৈলা প্রতিজ্ঞা বন্ধন ॥
ঘটক কহিলা কার্য্য কেহ না যাইবে ।
গমনে নিশ্চয় তথা অপমান হবে ॥
পরে সভাদিনে রামকান্ত বিচক্ষণ ।
হর পুরোহিত সহ করিলা গমন ॥
রাজাজিজ্ঞাসিলা কুলীন আসিলকয়ঘর ।
সন্মানে ঘটক ভবে করিলা উত্তর ॥
এতক কুলীন মাত্র হৈলা আড়াইঘর ॥
আপনি আমি ও দেব মামা অর্দ্ধঘর ।
তবে রাজা অস্ত্রপূবে মাতৃ স্থানেগেলা
এই অবসর কালে ঘটক পলাইলা ॥

পরিবার সহ কৈলা নৌকাআরোহণ ।
 কুলীনগণের সহ হৈল দরশন ॥
 স্বদেশের হর বৃত্তি পুরহিতে দিলা ।
 কুলীন গণের স্থানে বিদায় লইয়া ॥
 বলিলা যে দেশে সত্যো রাজদণ্ড হবে ।
 সে দেশে স্বকুলাচার্য্য বৃত্তি না করিবে ॥
 অতঃপর বিক্রমপুরে করিলা গমন ।
 করিলা চৌধুরী কুল আশ্রয় গ্রহণ ॥
 চৌধুরী দৌহিত্রী রামবংশের দুহিতা ।
 নিজ পুত্র কৃষ্ণরামে হল সমপিতা ॥
 রাজপাসার রাম ছিল বহু কীর্তিবান ।
 সপ্তগ্রাম জামতাকে করিলেন দান ॥
 সূর্য্য পুত্র অভিরাম কুলের ভূষণ ।
 করিলা চৌধুরীবংশে কন্যা সমর্পণ ॥
 বিদগ্রাম সন্নিধানে গ্রাম এক পাইলা ।
 কৃষ্ণ রামসহ তথা বাস নিরুপিল ॥
 পরেকৃষ্ণ রাম অন্য ভূমি সংরক্ষণ ।
 করিলা নিকট গ্রাম বলুর গমন ।
 কার্ণবংশ শিবদাস প্রতিষ্ঠিত অতি ।
 বেন্দা শিবদাস কুল শ্রেষ্ঠ ভাবে স্থিতি ।
 বিক্রমে আসিয়া পরে করেছে বসতি ।
 চন্দ্রসম রহিয়াছে তার কুলে জ্যোতি ।
 তার পুত্র চারিজন অতি গুণবান ।
 অগ্রজ রামবল্লভ সম্মানে প্রধান ॥
 দ্বিতীয়েতে রামকৃষ্ণ অতিগুণধর ।
 তৃতীয়েতে কালীচরণ তুলা কুলধর ॥
 চতুর্থ রামগোপাল জ্ঞানের সাগর ।
 তৃতীর চতুর্থ ভাতা বেন্দা গ্রামে ধর ॥

কুলের গৌরব তারা করে নিরন্তর ।
 বিদিত সকল লোকে আছে নিরন্তর ॥
 রামবল্লভের চারি তনয় ভুবনে ।
 জ্যেষ্ঠ হরিনারায়ণ জনম্ সুভক্ষণে ॥
 দ্বিতীয়েতে রাম রাম পুন্যের শরীর ।
 তৃতীয়েতে অনন্তরাম গণ্ডিত স্বধীর ॥
 রাম রাম বংশধর তিন মহাশয় ।
 অগ্রজ মাধবরাম খ্যাত পরিচয় ॥
 নবাব দরবারে রাজবল্লভ সন্নিধানে ।
 শ্রীমাধব রাম গেলা কন্য অয়েষণে ॥
 সুলিপি নিপুণ শ্রীমাধব রাম ছিল ।
 জমিদারি মধ্যে রাজবল্লভ কন্য দিলা ॥
 ভোগজন্য যথোচিত ভূমি দিলা দান ।
 জ্ঞাতিকুল সন্নিধানে বিদগ্রাম স্থান ॥
 ঘটক বংশজ বলি করি সমাদর ।
 নিজ বাসস্থান দিলা বিক্রমপুরেশ্বর ॥
 চাকলে আমিরাবাদ তহশীল স্থান ।
 কার্য্যগুণে আজীবন বৃত্তি দিলাদান ॥
 বলভদ্র বংশ কন্তা পুত্র সমর্পিল ।
 সে অবধি বিক্রমপুরে বসতি স্থাপিল ॥
 নারদ সদৃশ জ্ঞানী হরি নারায়ণ ।
 কুল শাস্ত্রে বিশারদ পিতৃ সুগুণ ॥
 বিক্রমপুর টঙ্গিবাড়ী কালীর সন্তান ।
 হরিনারায়ণে করে ভূমি কন্যা দান ॥
 আর তিন পুত্র হর অতি ক্রিয়াবান ।
 টঙ্গিবাড়ী গ্রামে হর আদি বাসস্থান ॥
 কেহ সোণারজ বাসী কেহ বিদগ্রাম ।
 মধ্যপাড়া পালঙ্গাদি কার বাস ধাম ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র রামশঙ্কর কনিষ্ঠ রামধন ।
 রামশঙ্করের হই পূর্ণদশ জন ॥
 তৃতীয় প্রাণকৃষ্ণ দাস মহামতি ।
 চতুর্গতে শিবচন্দ্র বিদ্যা বস্তু অতি ॥
 নবমে শ্যামসুন্দর খাত চরাচরে ।
 গুরুভক্ত তার তুল্য নাহিক সংসারে ॥
 সর্বশেষে শঙ্কনাথ দশম কুমার ।
 দশমত কুল বলি খাত সুপ্রচার ॥
 ষটক শ্যামসুন্দর ধর্ম্যে কর্ম্যে মতি ।
 তারপুত্র ভগবান মেহের সন্ততি ॥
 তার সপ্ত পুত্র মধ্যে ছিল চন্দ্রমণি ।
 কাকন সদৃশ বর্ণ ভুবনে বাথানি ।
 ভক্তিতে করেন সদা সন্ধ্যা পূজা কাম
 বারশত চৌরাশী সনে যান স্বর্গধাম ॥
 ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ।
 স্বর্গপুরে যান তিনি রজনী কালেতে ॥
 তাহার হইল পুত্র আনন্দচন্দ্র দাস ।
 বারশত বারার সনে অন্য পৌষ মাস ॥
 চাকা জেলা মধ্যগত মুন্সীগঞ্জ থানা ।
 দক্ষিণেতে কর্ত্তিনাশা পূর্বে মেঘনা ॥
 সমুদ্র সদৃশ নদী আছে দুই ধারে ।
 অট্টালিকা দোষি পুনী সব গ্রাস করে ॥
 কারিখানা বাজাবাড়ী বহু লোকে জানে
 বিদগ্রাম গুণগ্রাম তার সন্নিধানে ॥
 বিক্রমপুর মধ্যে হয় এই দুই গ্রাম ।
 ষটক আনন্দচন্দ্র করে খীর কাম ॥
 ষটক বংশের বহু বিদগ্রাম ধাম ।
 গুণগ্রামে জন্মহান শ্রী আনন্দ নাম ॥

সিংহরাশি মঙ্গলবার জন্ম হয় জানি ।
 আদিবংশ নাম যেন মৃত্যু কালে শুনি
 আদিবংশ নাম স্নেহে পুণ্যের সঞ্চয় ।
 আদিবংশ সমগতি হইবে নিশ্চয় ॥
 এখন হইল বটে আসন্ন সময় ।
 শেষ কালে দৃষ্টি মম কুল প্রতি হয় ॥
 মরিবার কাল হৈল নাহি কিছু বাকি
 লিখিতে অশক্ত বলি সব হবে কাকি ॥
 মরিবার কালে পাখা উলির যেমন ।
 আমার ঘটনা বটে হইল তেমন ॥
 অতএব গুরুপদে এই তিকা চাই ।
 অন্তকালে নিত্যহান অধিকার পাই ॥
 তেরশত সাত সনের পূর্ণ ভাদ্রমাস ।
 আনন্দ করিল লোকেকডাকের প্রকাশ
 বিদগা গুণগ্রাম ষটকের নামে ।
 ষটকের তিন ধারা বহে বিদগ্রামে ॥
 পিতৃব্য মহেশচন্দ্র ষটক চুড়ামণি ।
 তাদৃশ কুলজ্ঞ শ্রেষ্ঠ নাহি হেন জানি ॥
 কুলাবলী নামগ্রন্থ করিয়া রচনা ।
 জগতে রেখেছে তার প্রশংসা ঘোষণা
 ষটক ব্রজমোহন তার ভ্রাতৃপুত্র ।
 মম জ্যেষ্ঠ ভাত ভাতা অন্তর পবিত্র ॥
 জ্যেষ্ঠ শীর্ণ কুলবলী তার হস্তে দেখি ।
 নষ্টাংশ দৃষ্টি ভিন্ন তার ভাব লিখি ॥
 কুলশাস্ত্র বিশারদ শ্রী ব্রজমোহন ।
 তাহা হৈতে গ্রন্থ ভাব করিহু গ্রহণ ॥
 মম ছোট ভাত বলি আদরের ধন ।
 কুলশাস্ত্রে আছে তার অনুক্ষণ মন ॥

আশীর্বাদ করি তারে সরল অন্তরে ।
 নিরত আবদ্ধ থাকে কুল গ্রন্থ ডোরে ॥
 ঘটক দ্বারকানাথ গুণের সাগর ।
 বৈদ্যজ্ঞান মध्ये তার প্রশংসা বিস্তর
 মম খুলাতাত তিনি ঘটক চুড়ামণি ।
 ঘটকতা কার্যে তার সুললিত বাণী ॥
 কুলশাস্ত্র বিশারদ বিখ্যাত ভুবন ।
 তার তুল্য ব্যক্তি কিন্তু নাহি একজন ।
 বজ্র তার নিপুনযেন কোসেনী যেমন
 তর্কেতে গাঢ়তা যেন বারিষ্টের তেমন ॥
 অধম অজ্ঞান আমি জনিনা বর্ণনা ।
 প্রণম্য জনের কাছে করুণা প্রার্থনা ॥
 মম ধর্ম পিতামহ আছে কর্তমান ।
 ঘটক আনন্দচন্দ্র কনৌজ আখ্যান ।
 শাস্ত্রেতে অগাধ বিদ্যা অসীম মর্যতা ।
 সরস্বতী পরাজিতা দেখিয়া ক্রমতা ॥
 সাত রাজার ধন হয় একটি মাণিকা ।
 তার সম তুল্য তার সুমধুর বাণী ॥
 ঘটক বংশেতে তুল্য নাহি ইদানিক ।
 বেদজ্ঞ জ্ঞানজ্ঞ যথা ব্রাহ্মণ বৈদিক ॥
 আনন্দের পিতামহ আনন্দ কনৌজ
 নাতি কি বর্ণিতেপারে দেখিয়া গুণেন্দ্র
 তার পদরেণু নিয়ে বংশধরগণ ।
 নামের দোহাই দিয়ে করিছে ভ্রমণ ॥
 ধন বিদ্যা একা ধারে না দেখি কখন ।
 ভজনা রয়েছে কিছু ধন অকুলন ॥
 সরল প্রকৃতি যথা রাজা যুধিষ্ঠির ।
 তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান সুধীর ॥

ধর্মকার্যে লিপ্ত সদা হয়ে কাশীবাসী ।
 সত্যাপূজা রূপে তপে রত অহনিশি ॥
 কলিকালে অধার্মিক সাতপুত্রের বাপ ।
 ধার্মিক জনের হবে মনেতে সন্তাপ ॥

পদ্মদাস বিবরণ ।

মৌংগল্যজ পদ্মদাস অতি প্রতিষ্ঠিত ।
 তারপুত্র নীলকণ্ঠ বাক্য সুললিত ॥
 তার দুইপুত্র হয় নৃসিংহ মহাপতি ।
 জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহের বঙ্গদেশে স্থিতি ॥
 কনিষ্ঠ মহাপতি রাঢ়দেশে ঘর ।
 তারবংশধর আছে রাঢ়েতে বিস্তর ॥
 নৃসিংহের এক পুত্র নরদাস হয় ।
 নরদাসের তিনপুত্র গৌরবেতে রয় ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপর প্রতিষ্ঠিত রয় ।
 দ্বিতীয় রাঘব শেবে কাকদাস হয় ॥
 রাঘবের বংশধর যতনন্দন হয়
 বাজুদেশে বিক্রমপুরে করিল অন্তর ॥
 মাহাত্ম্য দৃষ্টিতে তার বংশ পরিচয় ।
 কুল কার্যে অমূল্যরেহইবে নির্ণয় ॥
 হৃদয়ের কুলক্ষয় শ্রীহট্টেতে পরিণয় ।
 বিক্রমপুরে অর্ধের জোরে কুলীনবলিকর
 কাকদাস বংশধর স্থানচ্যুত হয় ।
 কুলস্থান ত্যাগ বলি কুলদোষ রয় ॥
 প্রতাপর বংশোদ্ভব কাশী মহাশয় ।
 কুল কার্যে দৃষ্টি তার ছিল অভিশয় ॥
 পহুঁর মধ্যে নর নয়ের মধ্যে কাশী ।
 আরযত নরদাস সব কাশি মুসি ॥

ধনু ওরে নয়দাস পাইরাছ দিন ।
বুড়ার হাতে কড়া দিবে হৈয়েছ কুলীন
তৃতীয়ত্রে কড়া দিবে কুল গেলে যদি ।
কুলীনশল্য তোমার কাশী দাসাবধি ॥
ভরাকৈর কাকদাস আছে এক ঘর ।
কুলীন বাতাসে তার বিস্তর অন্তর ॥
ফেণনা সারে কাকদাস হীন ভাব হয়
তাঁটা দেশে কাকদাস তৈবচ রয় ॥

কায়ুগুপ্ত ।

কাশ্যপ গোত্রজ কায়ু মাত্ত অতিশয় ।
সিদ্ধ বিদ্যার অন্ত পুত্র কেহ আদিকর
তারচারি পুত্র মধ্যে বনমালী জ্যেষ্ঠ ।
বাসুদেব মুরারি ক্রমে অনন্ত কনিষ্ঠ ॥
কনিষ্ঠসন্তানগণ নাপাই তালাসে ।
কোথাথাকে কোথা যায় নাহি এইদেশে
বনমালীর চারি পুত্র অতিসদাশয় ।
অগ্রজ কার্পী গুপ্ত বজ্র খ্যাত রয় ॥
মধু সারঙ্গ মাধব নানা দেশ গত ।
ইহাদের বংশধর নহে পরিচিত ॥
কার্পী গুপ্তের পুত্র তিন মহাশয় ।
মদন লোকনাথ নীলাধর ক্রমে হয় ॥
দণ্ডপানী দণ্ডাঘাতে লোকনাথহীনকুল
বিড়ালের আচরকামরে নীলাধরনিকুল
মদনের এক পুত্র জগন্নাথ হয় ।
জগন্নাথের দুই পুত্র কণ্ঠহার কয় ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাকর খ্যাত বজ্র ক্রমে ।
কনিষ্ঠ সন্তান আছে হীন সম্ভ্রমে ॥

সুধাকর দুইপুত্র সুধানন্দ জ্যেষ্ঠ ।
কুলশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় দ্বিতীয়ে কনিষ্ঠ ॥
অড়াল নামেতে গুপ্ত চন্দ্র প্রতাকর ।
সিদ্ধন নামেতে গ্রাম বাসস্থান কর ॥
বীরগুপ্তনামে অন্ত ত্রিপুরেতে বাস ।
কোথার রয়েছে বজ্র নাহি সুপ্রকাশ ॥
সেনাহাটী ইটনার কয় আছে কতঘর
ডাকড়া তাজপুর গেলা মদন সুধাকর ॥
ভেউচীগ্রামে মদনের অন্য বংশধর ।
কণ্ঠহারে নানাস্থানে গত নীলাধর ॥
বল্লভদী ফতেয়াবাদ ঠৈতাদা অপর ।
কায়ুগুপ্ত বংশধর আছে কতঘর ॥
ইটনা মগর হইতে কেহ ২ আসে ।
ন্যূন ভাব বহুকায়ু আছে তাঁটদেশে ॥
মাইলাড়া যশুরকাটা সিকা আদি স্থানে
গলিয়াখেলস। কোটা আছে পালটীসনে
বেলঘরিয়া মালী গাতিরাঙ্গ সাহীপাবনায়
কাউগুপ্ত নিবসতি আছে শুনাযায় ॥
পালং বানারী বেজগাও মধ্যপাড়া ।
জানাবেন কোথা হৈতে আসিলেন তারা
সেনাহাটী সংকুল কায়ু আসে অপসার
ইটনা হইতে কেহ আসে কামারখাড়ার

ত্রিপুরগুপ্ত ।

কাশ্যপ গোত্রজ গুপ্ত সূর্য্য মহামতি ।
তার এক পুত্র হয় ত্রিপুর নামে খ্যাতি ॥
ত্রিপুরের এক পুত্র নাম-দামোদর ।
তার তিন পুত্র হয় অতি গুণধর ॥

অগ্রক মাধব গুপ্ত দ্বিতীয়ে মহীপতি ।
 কনিষ্ঠ তপস্বী গুপ্ত অৰ্ধ গুপ্ত খ্যাতি ॥
 তপস্বীর বংশধর ধর্ম্যে কর্ত্তে মতি ।
 কুলকার্ষ্যে সদারত আউটসাহি স্থিতি ॥
 ঘোড়ার চড়িয়া যান বিবাহ করিতে ।
 অৰ্ধ গুপ্ত বলি খ্যাত হইল তাহাতে ॥
 মাধবের পুত্র নাক নাকের নয়ন ।
 নয়নের মণপুত্র প্রকাশ্য ভবন ॥
 গজাধর অচ্যুত কন্দর্প শ্রীমান ।
 প্রজাপতি ঈশ্বর বনমাণী আখ্যান ॥
 কালিয়া ইটনার নাকি রয়েছে ত্রিপুর ।
 ত্রিপুর প্রসিদ্ধ স্থান নাম গারসপুর ॥
 যশলক্ষ হইতে গুপ্ত দুলালিতে যায় ।
 ইটনা হইতে কেহ মাঝাইরদিয়ায় ॥
 ভাটীতে ত্রিপুরবাস খ্যাত বাসওয়ার ।
 অপর বসতি নাকি আছে কেতবার ॥
 আছে নাকি ত্রিপুরের নিবসতিবর ।
 জিলা বগুয়ার গ্রাম মালতীনগর ॥
 কুলজ সাধোতে মান্য গুপ্ত মহীপতি
 যশলক্ষ টঙ্কিবাড়ী বিক্রমে বসতি ॥
 কবিকর্ষ ভূষণে উজ্জল মহীপতি ।
 গরে হিন্দু বিষ্ণুবংশ যশলক্ষে স্থিতি ॥
 সমাজে ইদিলপুর দাউদপুর গ্রামে ।
 সুপ্রবীন মহীপতি আছে স্ববিক্রমে ॥
 বৈদ্যে আদি জমিদার সাহাবাজপুর ।
 চৌধুরীর বংশবাস গ্রামে দাদপুর ॥
 অতিদীর্ঘ কাল বংশ বহু জিয়াবান ।
 অপমা পনাবালিয়া রাজনগর সমান

যে কুল দৌহিত্র বংশ জগসা বাবুগণ ।
 চির ঋণে ঋণি ভুল্য করয়ে পূজন ॥
 হিন্দু আদিত্যাদি বিষ্ণু উচলীর কুল ।
 স্থানিয়া লভিলা গ্রামে সম্মান বিপুল ॥
 চান্দ প্রতাপান্তর্গত স্বয়্যাপুর গ্রামে ॥
 নন্দানিত্র গুপ্তবংশ আছে সমুদ্রে ।
 তেজ বলে ভূমি বল হইল বিস্তর ।
 কুল কার্ষ্যে কুল বল হইল অতগর ॥
 হিন্দু বিকর্ত্তনাদি কুলীন স্থাপীলা ।
 বুদ্ধি বলে কুলোচিত সুখ্যাতি লভিলা
 বিখ্যাত উকীল নামা বরদা কিহর ।
 করিলেন বংশ ব্যাপ্তি দিগদিগন্তর ॥
 কাঞ্চনপুরে গুপ্ত বংশ একশাখা যায় ।
 মুসলমান জমিদার মধ্যে কার্য্য পায় ॥
 অর্থবল ভূমিবল হল সেই স্থানে ।
 বহু বৈদ্য কালে আনিয়াপিল সন্মানে
 আশ্রদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ মান লাভ হল
 কিন্তু পূর্ক দেশ বলি ভাব-না রহিল ॥
 যদিও ভুলুয়া জিলা পূর্কদেশ হয় ।
 তবুও সে স্থানে নাহি জাতিবিপর্য্যয়া
 আচরণ যোগ্য বৈদ্য সব ভুলুয়ায় ।
 নিবাসে কুলীন কিন্তু কুল নাহি পাও ।

শ্রীপুরে মাধব বংশ ।

ভুলুয়াকে নোয়াখালী বলে ইদানিক ।
 দত্তপাড়া শুরবংশ খ্যাত চতুর্দিক ॥
 মিথিলা প্রদেশ হতে শুর আগমন ।
 চলনাথ মহাভীর্থ করিয়া দর্শন ॥

বিবস্তর শূন্য ছিল ধর্মনিষ্ঠ অতি ।
 অগ্নিতে বারাহীদেবী পেরে করে স্থিতি
 তুলুয়াতে রাজ্য ভোগ করিয়া মনন ॥
 কার্য জাতির সঙ্গে করে সংমিলন ।
 দেবতা ব্রাহ্মণ বৈদ্য করিয়া স্থাপন ॥
 সুখেতে বাস্তব্য করে শূর বংশগণ ।
 নবাবের কর্মচারী আরো পরে আসে ।
 সুদক্ষ দেখিয়া বৈদ্য আনে মিষ্ট ভাসে
 বহু বৈদ্য বাসস্থান হয় বিক্রমপুর ।
 মাধবে বিবিধ গ্রাম খ্যাত কোররপুর ॥
 শক্তিগোত্র শক্তিধর সর্গজ বিদিত ।
 পঞ্চম পর্ব্বায়ে তার মাধব কথিত ॥
 বাসুদেব নামে তার পর্ব্বা একাদশে ।
 ইছা পাশাইতে নাকি তুলুয়াতে আসে
 ত্রিপুর ও কাঞ্চনপুরে করিয়া তালুক
 বাসুদেব বংশধর করিতেছে ভোগ ॥
 বাসুদেব প্রপৌত্র জ্যেষ্ঠ রাম রাম ।
 সোদর কনিষ্ঠ তার রাম গোবিন্দ নাম
 রাম রাম বংশধর শ্রী গুরু প্রসাদ ।
 রাম গোবিন্দেতে হয় শ্রীদেবী প্রসাদ ॥
 গুরু প্রসাদের পুত্র চারি সহোদর ॥
 রামগঞ্জ টেসনে ত্রিপুরেতে ঘর ।
 অগ্রজ চন্দ্রকুমার দ্বিতীয় কহিনী ।
 চতুর্থ রাজকুমার তৃতীয় কামিনী ॥
 চারিভ্রাতা একায়েতে সাধুশীল মতি ।
 নিজদেশে গুপ্তসহ সমভাবে স্থিতি ॥
 সুকীর্তি সুনামে তারা নিজ দেশে আছে
 স্বদেশে গুপ্তসহ পান্টিতে চলেছে ॥

বিভূত সরাসি, কত করিয়া ধমন ।
 মাধবের বংশধর প্রতিষ্ঠিত হন ॥
 পঞ্চবিংশ পর্ব্বায়েতে সুধীর মহেশ ।
 তার সম কালীমাহন গৌরব বিশেষ ॥
 দেবী প্রসাদের পুত্র এক গুণাধার ।
 হরিশ্চন্দ্র নাম তার স্বদেশে প্রচার ॥
 রামগঞ্জ টেসনে বাস কাঞ্চনপুর ।
 নিজদেশে কুলমানে গৌরব প্রচুর ।
 মাধবসিং ধনুস্তরি শক্তি কতিপর ।
 বংশাবলী না পাইয়ে না হৈল নিষ্ঠুর
 সুপটু নিপুন কার্যে বিদিত তারিনী ।
 বাজাপ্তি পছেরসঙ্গে কার্যে হলামানী
 ত্রিপুর গুপ্ত তুর্গাদান খ্যাত পরিচর ।
 রামকুমার নামে তার হইল তনয় ।
 তার দুই পুত্র হয় স্বদেশে প্রকাশ ॥
 অগ্রজ পূর্ণচন্দ্র দ্বিতীয় কৈলাস ॥
 তহাদের খুলতাত শ্রীমধুসূদন ।
 সুকার্যেতে ব্যাপ্ত গুপ্ত বংশধরগণ ।
 কাঞ্চনপুর গ্রামে বাস সর্ব্বজনে জ্ঞাত ।
 কুলক্রিয়া জন্য আছে স্বদেশে বিখ্যাত
 হুহিমাধবের বংশ সহ পান্টিতে ।
 পরিণয়ে কার্য করে নিজ সমাজেতে ॥

বাতিসাগ্রামে উচলি ।

ত্রিপুরাধিপতি আনে উচলী বংশধর ।
 চৌদ্দগ্রাম টেসনে বাতিসাগ্রামে ঘর ॥
 নোয়াখালী ছিল মধ্য ফেনীর অধীন
 উচলীর বংশধর আগে ক্রমাধীন ।

বৈদ্য হইতে বাণবৈদ্য নাকি সমাগত ।
 বিন্যাস্ত গুণবস্ত্র স্বদেশে পুজিত ।
 তার ছইপুত্র মধ্যে ধনসুত্রি জ্যেষ্ঠ ।
 বহু গুণাবিত কর্ণভূষণ কনিষ্ঠ ।
 ধনসুত্রি তিনপুত্র কনিষ্ঠ ভূষণ ॥
 ভূষণের ছইপুত্র অতি সুশোভন ।
 কনিষ্ঠ শ্রীধনচন্দ্র স্বদেশে বিদিত ।
 তার চারিপুত্র হয় বহু গুণাবিত ॥
 রাজনারায়ণ নামে প্রথম তনয় ।
 তাহার দ্বিতীয় পুত্র যোগীরাম হয় ॥
 তার তিন পুত্র মধ্যে রাম নাথ জ্যেষ্ঠ ।
 দ্বিতীয় রামপ্রসাদ জগন্নাথ কনিষ্ঠ ॥
 রামনাথের চারিপুত্র অশেষ সুখ্যাতি ।
 প্রথম রামলোচন ধর্ম্য কার্যো মতি ॥
 তার পুত্র রামকানাই সদা হিতকাম
 নোরাখালী তারপুত্র শ্রীআনন্দ নাম
 সুচকুর কার্যকম জজের করানী ।
 ধর্ম্ম অমুরাগী সদা সুচরিত্র জানি ।

সাবেক ডাকৈকর ।

বঙ্গজের আটঘর বংশের প্রধান ।
 কুলীন দেবতাপ্রম সুমেরু সমান ॥
 রাম নিম বলভদ্র মাধব উচলী ।
 মহীপতি বুরুণ রোহবংশ উত্তম বলি ॥
 আদি হৈতে ক্রমান্বয়ে প্রকৃতিআর পান্টী
 বংশের সম্ভানবলি বিপর্যায়ণ পান্টী
 আর যত আটঘর নাম মাত্র শুনি ।
 লেখা জোকা নাহি পাই নাকরি বাছনি

আট ঘরের স্থান ।

রাজ পাশার রাম আর শঙ্কটের নিম ।
 দামনিয়া কুমরা পুরে বলদা মাধাচিন
 মাশরিয়ার উচলী আরদশলঙ্গের মহীপতি
 চামাল্দি আরসোণার জেবুড়ারোবাহিত

আট ঘরের বাহন ।

সিংহ পৃষ্ঠ রামসেন অশ্ব পৃষ্ঠে নিম ।
 সত্যবন্ত গজস্কন্ধে বলভদ্র চিন ।
 রায় ছত্র গরুরে মাধব অধিষ্ঠান ॥
 ধর কাকে উচলী বঙ্গ করিল পরান ।
 কর কপোতে আসিলেন বুরুণ মহীপতি
 ভরদ্বাজ রাজহংসে রোব মহামতি ॥

আট ঘরের অলঙ্কার ।

উজ্জল কাণ কুণ্ডল রাম কর্ণ মূল ।
 বৈদ্য বরবের কোটা নিমের কপালে ॥
 কবিকর্ষ ভূষণে উজ্জল মহীপতি ।
 গণ গজমতিহারে রোব মহামতি ॥
 আর বাকি চারি ঘর নাহি অভিযন ।
 বলভদ্র মাধব আর উচলী বুরুণ ॥
 বাহন ভূষণে যার শ্রেষ্ঠ অধিকার ।
 সমাজ মধ্যেতে বটে গৌরব তাহার ॥
 রামে আর নিমে বলভদ্রে আর মাধবে
 উচলী আর মহীপতিবুরুণরোবের প্রকৃতি
 এইত গেল আটঘর চুড়ামণি যারা ।
 তারপর আছে কত কুল মেল ছাড়া ॥

বহু বংশ ।

গোরাপাড়ার রাম আর সূচকলের নিম
আদিদ্বান ঝাটবংশে নাহি পাঠে চিন ॥
ভোগলখানির কাকদাস সূচকলেরনিম
লেখা জোখা নাহি পাই ডাকগন্ধে চিন
নিয়া দোষে গরি সেনের গেল কুলমান
মদ্য পাড়ার ধনসুরি কাকের সমান ॥
মদ্য পাড়ার ধনসুরি করনীর ঘর ।
কার্তিকপুরের মঙ্গলানন্দ এই কয়ের পর
বায়ুচর পাঠে দাস প্রতিষ্ঠিত অতি ॥
বিক্রমপুরে রঘুরাম বায় সমাজপতি ।
নেত্রাকতিবকানাটবলাটবেলতলিরবানী
ফে গুনাসারবুধাই সুধাই পিচাণ তেনগনি
অন্ত পূর্বা বয়ো জোষ্ঠা গরি বিয়া করি ।
কুল মেল ছাড়া হয়ে পথে গডাগড়ি ॥
আটের ভিতরে গাড়া বাহিরেতে রাও
আঠা পোড়া টেইটো গুজা শিয়ালের ছাও
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠবটে সেনহাটী মৈশালা
বিক্রমপুরে মহেন্দ্রনাথ নামেতে উজ্জলা
লক্ষ পুতিষ্ঠিত আছে পোড়াগাছা ঘর ।
আর যত শিয়াল দেখি সকলি গিদর ॥
বলভদ্র রাম নিম মাধব উচলী ।
মহীপতি বুরুণ রোষ বংশ উত্তম বলি ॥
বিদ্যাপর মুরারি রোষের সন্তান ।
সিক্কের সমান নহে সাধোর প্রধান ॥
রাম বলভদ্র রোষ আর যে উচলী ।
মর্দিশ্রেষ্ঠ আটবা ইহাদের বলি ॥

আর যত আটবা ইহাদের পর ।
হংস মধ্যে বক যথা করে ধরফর ॥
রামসেন চুড়ামণি, রাডে বঙ্গে জয়ধ্বনি
পচাসিকি নিমদাস, ক্রিয়া দোষে কুলনাথ
বলভদ্র মুক্তিমন্ত, বিক্রমপুরে ভাগ্যবন্ত ।
মাধবের নিরম্বর, রাজদোষে কুলকর ॥
উচলী আরমহীপতি, ক্রিয়াদোষে নিমগতি
গণের কুলে দিবে ছাট, বুরুণের কুলনাই
রোষ বংশে ধরফর, মুরারি আরবিদ্যাপর
কষ্ট গুপ্ত কাযু হবেন চর্কি হবেন বি ।
আচীন শক্তি, প্রভাকর বাকি রৈল কি
কুলসীঘেটে কুটুম্বলে কুলীশিরোমণি
সেরপুরীমস্বকী হয়ে মুখে জয়ধ্বনি ॥
বেড়াবন্দর ক্রিয়া কৈরেসভার হৃদোত্তম
শুক সাধ্য বৈদ্য সঙ্গে তর্ক উত্থাপন ॥
কুলকি নাহর মুখে জয় লভারগজায়তক
কতই হবেন কুলসুন্দর বুদ্ধি হৈলে সঙ্গ
শক্তি মাত্রে ধন্যাদবিনাক্ মাত্রে রাম
মোট গায় ছালনাই কুস্তার বাগা নাম
পাই হবেন অরবিন্দ শুনে লজ্জা অতি
তাহলে আরকাজিথাকে ঘটক সমাজপতি

নূতন ডাকৈর ।

পণপত্রবিধি ।

সপ্তম পুরুষ জাতি বরের দেখিরা ।
জাতির দোহিত্রী কিনা নির্ণয়ে জানিহ
স্বতিমতে শুক কিনা জানিবে বিচারি ।
এমন পাত্রীর সহ সম্বন্ধ স্থির করি ॥

পাত্রী পিতৃ গোত্র ভিন্ন ভালমতে জানি
তবে সে সম্বন্ধ স্থির হইবে বাছনি ॥
পাত্র পাত্রী দুই পক্ষ হইলে মিলন ।
লেনা দেনা স্থির জন্য ঘটক কথন ॥
দুই পক্ষ কুল তত্ত্ববিচার করিয়া ।
সম্বন্ধের দোষ গুণ স্থানাদি দেখিয়া ॥
নিরপক্ষ ভাবে যদি ঘটকেতে কর ।
সম্বন্ধ বুঝিয়া পণপত্র লিখিতে হয় ।

পণবিধি ।

বার তক্ষা হয় বটে এক কন্যা পণ ।
এক কন্যা পণ হয় সমানে লিখন ?
তিন কন্যা পণ আছে উক্ত সংখ্যা বিধি
ইহাই নিয়ম বটে বহু কালাবধি ।
সিদ্ধ সাধ্যো পণেরবিধিনাহি ধরা গাথা
সোণা রূপা ভাবভাব বুঝে কবে কথা ।
পুত্র কন্যা উপলক্ষে করিয়া মনন ।
ধনের আকাজক্ষা করে অতি যুতজন ॥
কুল পণ ভিন্ন যদি অর্থ লোভ হয় ।
মাংস বিক্রি ফল তার জন্মাবে নিশ্চয় ॥
কুলপণ কুলবিধি নিয়মে লইবে ।
ততোধিক অর্থ লাভে বিক্রিফল হবে ॥
পুত্র কন্যা দ্বারা করে অর্থের গ্রহণ ।
হাড়ি ডোম তুল্য যথা চামার নন্দন ॥

ব্যবহার বিধি ।

পণের দশমভাগ হয় ব্যবহার ।
ঘটক কহেন ইহা করিয়া বিচার ॥

সিদ্ধ সাধ্যা ব্যবহার নাহি নিরূপন ।
কুলের সম্বোধ মতে দিবে সর্কক্ষণ ॥

দক্ষিণা বিধি ও কুলভাব ।

বরের দক্ষিণা শাস্ত্রে আশি রত্তি সোনা
সাধ্য হৈলে দিবে তাহা অসাধ্যোত্তমান ।
অমৃত দক্ষিণাদিবে শাস্ত্রে আছে বিধি ।
দক্ষিণা দেওয়ার প্রথা আছে নিরবধি ॥
কন্যা দান মহাদান সর্কক্ষাশস্ত্রে কর ।
কন্যাদান তুল্যফল কিছুতেই নয় ॥
কন্যাদানে বর সদা বিষ্ণু তুল্য হয় ।
তাহাকে সম্বোধ রাখা ঘটক বচন ।
এইত কারণে বর দক্ষিণাধিকারী ।
এক তক্ষা নূন সংখ্যা নিয়ম তাহারি ॥
উক্ত সংখ্যা যাহা দিবেতাতে নাহিদোষ
কুল অনুসারে সদা করিবেক ভোষ ॥
দক্ষিণা ত্রিবিধরূপ পূর্ব নিরূপণ
বরের দক্ষিণা দিবে কন্যা পক্ষগণ ।
দানের দক্ষিণা দিবে দান দাতাজন ॥
তাহার লভ্যের ভাগী পুরোহিতগণ ।
গোত্রান্ত দক্ষিণা দিবে বর পক্ষ হৈতে
তাহার লভ্যের ভাগ পাবে পুরোহিতে
দানের দক্ষিণাসংখ্যা নাহি নিরূপণ ।
স্বৈচ্ছাতে দক্ষিণা দিবে শাস্ত্রের কথন ॥
কুলিন কন্যা গোত্রান্তরেদ্বিগুণ দক্ষিণা ।
স্থানেরমাহাত্ম্য আর দ্বিগুণ যোজন্য ॥
কুলীন প্রসিদ্ধ স্থানে পাঠিবে সন্মান ।
অকুলীন স্থান হৈলে নাহি হেন মান

টেঠা পড়া পড়া বৈদ্যের কুল ।
 যদি থাকে আদি মূল ॥
 চুহিপ্রিয় নিনাক চাউ ।
 শিয়াল পশু গয়ি কাউ ॥
 বজ্র প্রতিষ্ঠিত সদা এই অষ্টকুল ।
 স্থান ক্রিয়া ভাবে রক্ষা বন্ধি বা নিস্কুল
 শক্তি পর শ্রীবৎসাদি, খ্যাত চুহিনামে ।
 বিনাক বিমল, নরসিংহচাউ, খ্যাত বঙ্গভূমে
 মহোজ্জ্বল সদা এই তিন কুলে রয় ।
 আদি হতে সমশ্রেনী সদা পরিচয় ॥
 ক্রিয়া ভেদে আছে কিছু ইতর বিশেষ
 সুলকল সমতুল গুনি স বিশেষ ॥
 ধারা পকরণ আদি নাম অতঃপরে ।
 গুণীত হইল ক্রমে পঞ্জী অনুসারে ॥
 কিন্তু পঞ্জী পূর্বে ধারা স্থানান্তরে গেল
 কিন্তু পঞ্জী সুপ্রচার যথায় না হল ॥
 পূর্ব বংশনাম তথা রহিল প্রচার ।
 বংশ লিপি অনির্ণয়ে মানে পরিহার ॥
 নরসিং বিনাক চুহিনামে পরিচয় ।
 আদি হতে বাস মেলে বংশ খ্যাতিরয় ॥
 যে বংশের ধারা লিপি পঞ্জীতে না হল
 একবংশ নামে খ্যাতি সর্বত্র রহিল ॥
 তথাপিও ভাব ভেদে কোন ২ স্থানে ।
 বিশেষ বংশের নাম হয় দোষ গুণে ॥
 সাংস্কারাজী পশুপতি শিয়ালের কুলে
 ছটটি বিশেষ নাম হল ভাটী স্থলে ॥
 আঠাপোড়া টেইড়া গুজা আদিনাম ভেদ
 শিয়ালেতে নানা স্থানে ছিল প্রভেদ

মহাব্রত চিত্তামণি ভাটীদেশে গুনি ।
 লিখিব কুলের তত্ত্ব সন্ধানেন্তে জানি ॥
 জগদীশ গুপ্ত নাম আছে ভাটীদেশে ।
 খ্যাত নাম কুলতত্ত্ব লিখাযাবে শেষে ॥
 গুপ্তবংশনানা নাম আছে নানা স্থানে ।
 আদজামিরা বরৈপোড়া প্রবাদ গঠনে
 বিদেশী বাগনি নাম বহুয়াদি আর ।
 ভাবভেদে নানা স্থানেরয়েছে প্রচার ॥
 কোনকোন বংশপুন বজ্রিতানিযোগে
 ভিন্ননাম ধারী হয়ে রহিল বিয়োগে ॥
 কিন্তু ধারা নাম যার পঞ্জীতে না রয় ।
 মূলবংশ নাম তার লোপ নাহি হয় ॥
 এইরূপে বহুবংশ নানা স্থানে গত ।
 আদিবংশ নামে সন্ধান আছে পরিচিত ।
 বিপক্ষ কল্পনা মূলে কারো পরিহার ।
 মূলে ভাল বংশ কিন্তু নাম হল আর ॥
 নরসিং বিনাক চুহিআছে নানা স্থলে
 অত্র বিনায়ক আছে রবিসেন কুলে
 ব ঠধি ক্রিয়ায় দোষে হারাইলা কুল
 বিভিন্ন হলেও সদা এক আদি মূল ॥
 বিনাক নামেতে বংশ কোটালীপাড়ায়
 যশুরকাটীখেলসাকোঠা কনসীবাগুয়ার
 কোন বিনায়ক এর আছে কোন স্থানে
 লিখিত হইবে পরে ক্রমশঃ সন্ধানেন্তে ॥
 বিনাক নামেতে বংশ বিক্রমপুরে বাস
 আছে কোনকোনবংশ লিপিতে প্রকা
 নরসিং দাসের বাস কোটালী পাড়ায়
 মাইলাড়া ফুল শ্রী নলচিরা বিটনায় ॥

বাসণ্ডা খলিসাকোটা রণমতী আর ।
 বেলদাখান সিদ্ধিকাটী বহুধা বিস্তার ॥
 বিনাক্ নরসিং দুহি হীন কাউ আদি
 পরস্পর নাকি প্রায় তুল্য নিরবধি ॥
 অন্ন বৈদ্য মেলেবারা পূর্বে এসেছিল
 ব্যবসাদি হেতু মূলে স্বতঃ স্থান নিল ॥
 বংশ তেজ অগুসারে চল স্থান ভাব ।
 মুখা মেল সরিকটে কুলের অভাব ॥
 বহুমানের সমানীত কুলীন যাহারা ।
 কুলোচিত বহুমান লভিলেন তারা ॥
 কুলীন সংশ্রবে পুন মৌলিকের কুল
 কুল মেল মধ্য মান লভিলা বিপুল ॥
 হীনক্রিয়ে বহুক্রিয়ে যে করে সমান ।
 মূর্খ সে কুলীন শীঘ্র চূড়া হয় মান ॥
 বিদ্যাধন মান অল্প সুতেজ শাসন ।
 বিহীনে বিরুদ্ধ স্রোতে নিত্য আক্রমণ
 কুলীন কটু পুষ্ট যে মৌলিক নয় ॥
 প্রতি যোগী মেলে তার কুল খর্ব হয়
 ছহি কুলে প্রভাকর বিনাক্ বিকর্তন ।
 নরসিংহে অরবিন্দ অতি সুশোভন ॥
 সেনহাটী গ্রামে শ্রেষ্ঠ অরবিন্দ স্থান ।
 পার্শ্বী ছই গোত্রযোগে সর্বোচ্চ সমান
 হিন্দুস্থান পরগ্রাম খুড়ৈড়া বিকর্তন ।
 আদি হতে অষ্ট কুল পার্শ্বীঘর হন ॥
 অরবিন্দবিকর্তনে প্রভাকর আর লক্ষণে
 আদিত্য আর বিষ্ণুপদে কন্দর্প ও ধন্য ক্ষণে
 পীতাম্বর অষ্টকুল তুল্য নাহি ছিল ।
 দিগ্ধ সহযোগ নাকি উত্থিত হইল ॥

পতিত উত্থানে হলা এত বলবান ।
 বাখানি সময়ে তারে অতি মতি মান
 নিজ বলে নিজ বুদ্ধি অনেকের হয় ।
 কুলসহ বুদ্ধি লাভ অতি গুণোদয় ॥
 উঠা পড়া বৈদ্যের কুল যেই কথা ছিল
 ধন্য পীতাম্বর তার আদর্শ স্থাপিল ॥
 স্বপর্যায়ের বহু ক্রিয়া যিনি এই মেলে
 সংস্কৃত কুলের মধ্যোবাখানিসে কুলে
 কিন্তু হেন ক্রিয়া আছেকত না করিবে
 এক ক্রিয়া দোষে সর্বগুণ হারাষ্টকে ॥
 পালটী যোগের সহিয়াছে প্রকৃতি না হত
 অনিন্দিত নিম্নক্রিয় প্রসিদ্ধ সে খ্যাত
 রীতি মত ক্রিয়া পণ নিত্যনিত্যে হয় ।
 মহোজ্জ্বল ভাব কুলে কিসেতার রয় ॥
 নিম্ন ক্রিয়া অল্প পণ ক্রিয়া পণ ধরে ।
 কুল ভেদে অল্প পণ ত্রি কল্পারহারে ॥
 স্বপর্যায়ের বহু ক্রিয়া মধ্য কুলে স্থান ।
 বিসিদ্ধ কুলের মধ্য তাহার সমান ॥
 পার্শ্বীযোগে আছে নহে প্রকৃতিবর্জিত
 প্রায় ক্রিয়াপদাতা নিম্ন ক্রিয়ান্বিত ॥
 বহুকাল এইভাবে যে করে পোষণ ।
 বিসিদ্ধ হইতে হয় সংস্কৃত লক্ষণ ॥
 সুসিদ্ধ হইতে যারা মহোন্নত হয় ।
 সংস্কৃত কুলের শ্রেষ্ঠ গণ্য পরিচয় ॥
 সুসিদ্ধ সিদ্ধাদি স্থির নিম্ন কুল হয় ।
 সুদীর্ঘ বিরামাভাবে বংশজের নির্ণয় ॥
 বহুকাল সাধ্য যোগেনাধ্য পালটী হল ।
 পরে নিজ মেলছেড়ে উঠে না উঠিল ॥

কুলজ সাধ্যেব শ্রেষ্ঠ হেম অষ্টকুল ।
 প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয় গণো হল দৃঢ় মূল ।
 বিক্রমে কৃষ্ণেন মধোঃ সে যত নূতন ।
 ক্রিয়াভাব দৃষ্টে যদি সমুজ্জল হন ॥
 প্রাচীন তুল্যতঃ জ্যোতিকিঞ্চিৎ অধিক
 কিস্ত মূল প্রকৃতিতে না হল অধিক ॥
 উচ্চ মধ্য নিম্ন কুল বিক্রমেতে যত ।
 ভাব ভারতমা তার লিখিব বা কত ॥
 বৈদ্যবল্লভের ফোটা নিম্নের কপালে ।
 উজ্জল কার্ণ কুণ্ডল রামকর্ণ মূলে ॥
 গণ গজমতিহারে ঘোষ মহামতি ।
 কবি কণ্ঠ ভূষণে উজ্জল মহোপতি ॥
 আর যে যে কুল ক্রমে বিক্রমে আসিল
 কল্পানিতে নিত্য যারে তুল্যভাবে নিল
 সেই কুল সঙ্গের পালটী ভাব হয় ।
 প্রকৃতিতে বহুগুণে উর্দ্ধ গতি হয় ॥
 ঘটক কানের বংশ রামের কুণ্ডল ।
 স্থানদোষ চীন সর্ক স্থানে সমুজ্জল ॥
 নিশাদীপ তুল্য সদা আধারের জ্যোতি
 জ্যোতির্গয়েতে হল ভাবের সঙ্গতি ॥
 বাহ্য কিছু লিখিলাম ভাব গ্রন্থ ভাবে
 ক্ষমিবেন বিজ্ঞজন শ্রাঘা নাহি ভেবে
 কার্ণে সুপণ্ডিত শিব মহোজ্জল ছিল
 বিক্রমে আসিয়া কেন ভাবাস্তর হল ॥
 কুল ভাব জন্য ব্যস্ত নাহি ছিল কুল ।
 তাই বৃদ্ধি ভাব হানী হয়ে উচ্চ মূল ॥
 তথাপি ও শ্রেষ্ঠ ভাব রাঘবাদি হতে ।
 বড়দাস ছোট দাস হাতার ভোগেতে

শিবদাস বৈদ্যরানামে বিক্রমেতে খ্যাত
 শিবদাস পণ্ডিত ছিল। অতিক্রিয়া দিত
 ত্রিপুরাদি কারো ২ দ্বির নিম্ন কুল ।
 নরাদি কেহবা কালে হারাইলা মূল ॥
 বাহ্য কিছু লিখিলাম স্থান ভাব মূলে ।
 শোধিবেন সাধুজন যদি থাকি ভূলে ॥
 রাঢ় দেশে সেমহট্ট নাহি ধরেকুলে ।
 বঙ্গে মহোজ্জল কুল যশোহরাকুলে ॥
 গহ্ব দাস নয় নামে সদা পরিচিত ।
 আর চারি মূল নামে আছে অবস্থিত ॥
 বংশ ধারাভেদে যাব ভাবভেদ নাহি
 সর্বিশেষ নাম ভেদ দেখিতে না পাই
 গুপ্তবংশে কাউ গুপ্ত ত্রিপুরাদি আর
 বংশ ভাব ভেদ নাহি বিশেষ বিচার
 ত্রিপুরেতে মহোপতি অর্ধগুপ্ত আর ।
 এই দুই নাম ভেদ হয়েছে প্রচার ॥
 ধারা ভেদে বাহ্যদেও বহু ভাব ভেদ ।
 ধারা ভেদে আছে বহু নামের প্রভেদ

দাস বৈদ্য মোৎ গুলগোত্র ।

১। চাউদাস তস্য তিনপুত্র ২।
 পুরন্দর, দিবাকর, নরদাস উক্ত ২নং
 পুরন্দর তস্য পুত্র ৩নং নরসিংহ
 তস্য চারিপুত্র ৪নং নারায়ণ, কার্ণ,
 রাম, নিমদাস উক্ত ৪নং নারায়ণ তস্য
 দুই পুত্র ৫নং প্রজাপতি ও ঈশান
 উক্ত ৫নং প্রজাপতির তিন পুত্র ৬নং
 অরবিন্দ, জয়দাস, বিষ্ণুদাস ।

উক্ত ৪নং কাৰ্ণদাস তস্য পুত্র ।

৫নং রবিদাস তস্য চারিপুত্র । ৬নং

বাসুদেব, কেশব, প্রভাকর, লক্ষ্মীপতি

উক্ত ৬নং বাসুদেব তস্য তিনপুত্র

৭নং বামন, উমাপতি, মোমদাস উক্ত

৭নং উমাপতির দুই পুত্র । ৮নং

চণ্ডীবরদাস ঘটক বিশারদ ও জনার্দন

উক্ত ৮নং চণ্ডীবরদাস তস্যপুত্র ।

৯নং বলভদ্র তস্যপুত্র ১০নং বিদ্যধর

তস্যপুত্র ১১নং অনিরুদ্ধ তস্য চারি

পুত্র ১২নং কৃষ্ণানন্দ, নরহরি, গোবিন্দ

চন্দ্রশেখর, উক্ত ১২নং নরহরি তস্য

তিনপুত্র ১৩নং শিবদাস ও সূর্য দাস

ও মধুসূদনদাস ।

উক্ত ১৩নং শিবদাস তস্য চারিপুত্র

১৪নং রামবল্লভ ও রামকৃষ্ণ ও কালী

চরণ ও রামগোপাল উক্ত ১৪নং

রামবল্লভ তস্য চারিপুত্র ১৫নং হরি

নারায়ণ ও রামরাম ও অনন্তরাম ও

কৃষ্ণরাম উক্ত ১৫নং হরিনারায়ণের

তিনপুত্র ১৬নং রামশঙ্কর ও রামমোহন

ও রামধন উক্ত ১৬নং রামশঙ্কর তস্য

১০ পুত্র ১৭নং রামকিরণ ও কীৰ্ত্তিচন্দ্র

ও প্রাণকৃষ্ণ ও শিবচন্দ্র ও রামগতি ও

রাঘবেন্দ্র ও গোপীচন্দ্র ও রামসুন্দর

শ্রীমসুন্দর ও শত্ৰুনাথ তস্য দুইপুত্র

১৮নং ভৈরবচন্দ্র ও জয়চন্দ্র তস্য তিন

পুত্র ১৯নং গিরীশচন্দ্র সবডিপুত্রী ও

মহিমচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র উক্ত সতিম

চন্দ্রের দুইপুত্র ২০নং শ্রীশচন্দ্র ও

সুবেশচন্দ্র উক্ত ২০নং শ্রীশচন্দ্রের পুত্র

২১নং দীপেশচন্দ্র সাং টকীবাড়ী

উক্ত ১৯নং গিরীশচন্দ্র তস্যপুত্র ২০নং

সতীশচন্দ্র উক্ত ১৮নং ভৈরবচন্দ্র তস্য

পুত্র ১৯নং কালীচরণ তস্যপুত্র ২০নং

শুকচরণ সাং টকীবাড়ী ।

উক্ত ১৭নং শ্রীমসুন্দর তস্যপুত্র ১৮নং

জগদানন্দ তস্যপুত্র ১৯নং চন্দ্রমণি

ও চন্দ্রহরি উক্ত ১৯নং চন্দ্রমণি তস্য

পুত্র ২০নং শ্রীআনন্দচন্দ্রদাস ঘটক

অত ডাকৈর অর্থাৎ বৈদ্যকুল বিবরণ

প্রকাশক সাং বিদগ্রাম ।

উক্ত ১৭নং প্রাণকৃষ্ণ তস্যপুত্র ১৮নং

জগদানন্দ তস্যপুত্র ১৯নং ভৈরবচন্দ্র

তস্য দুইপুত্র ২০নং কালীপ্রসন্ন ও

শুকপ্রসন্ন উক্ত ২০নং কালীপ্রসন্ন তস্য

দুইপুত্র ২১নং তারাপ্রসন্ন ও হর্ষনাথ

সাং পালং ।

১৭নং শিবচন্দ্র তস্য দুইপুত্র ১৮নং

কমললোচন ও রামকানাই উক্ত ১৮নং

কমল লোচনের দুইপুত্র ১৯নং নবচন্দ্র

ও অপ্রত্যয় ।

উক্ত ১৬নং রামধন তস্য তিনপুত্র

১৭নং কমলাকান্ত ও রাধা মাধব ও

নীলমণি উক্ত ১৭নং কমলাকান্তের

পুত্র ১৮নং শুকপ্রসাদ তস্যপুত্র ১৯নং

চন্দ্রকান্ত তস্যাপুত্র ২০ নং কালীপ্রসন্ন
উক্ত ১৭নং রাধা মাধব তস্যাপুত্র ১৮নং
পদ্মলোচন তস্য চারিপুত্র ১৯নং নবীন
চন্দ্র ও ফটিকচন্দ্র ও কালীমোহন ও
গঙ্গা প্রসাদ সাং সোণারঙ্গ ।

১৫নং রামরাম তস্য তিনপুত্র ১৬নং
মাধবরাম ও কৃষ্ণরাম ও দুর্গারাম উক্ত
১৬নং মাধবরাম তস্য তিনপুত্র ১৭নং
জগন্নাথ ও গঙ্গাধর ও মৃত্যুঞ্জয় উক্ত
১৭নং গঙ্গাধর তস্যচারিপুত্র ১৮নং রাম
সুন্দর ও রামরূপ ও তিলকচন্দ্র ও
গোকুলচন্দ্র ১৮নং রামরূপ তস্য চারি
পুত্র ১৯নং বৃন্দাবন ও রামকান্ত ও
অভয়চন্দ্র ও কমলাকান্ত উক্ত ১৯নং
রামকান্তের দুই পুত্র ২০নং নবকুমার
ও কৃষ্ণকুমার তস্যপুত্র অবনীমোহন
সাং বিদগ্রাম ।

উক্ত ১৯নং বৃন্দাবন তস্যাপুত্র ২০নং
রামকুমার তস্য দুইপুত্র ২১নং দুর্গা
মোহন ও চন্দ্রমোহন উক্ত ২১নং
দুর্গামোহন তস্যপুত্র আনন্দমোহন সাং
কালীঘাট ।

উক্ত ১৭নং মৃত্যুঞ্জয় তস্য তিন পুত্র
১৮নং হৃদয়কৃষ্ণ ও রামনিধি ও চণ্ডী-
চরণ উক্ত ১৮নং রামনিধি তস্য তিন
পুত্র ১৯নং মহেশচন্দ্রকবিশেখর বৈদ্য
কুলানন্দারচক ও কাশীনাথ ও শঙ্কুনাথ
তস্য দুইপুত্র ২০নং রেশমীমোহন ও

সুরেন্দ্রমোহন উক্ত ২০নং রেশমীমো-
হন তস্য পুত্র ২১নং অমলেন্দ্র উক্ত
কাশীনাথ তস্য তিনপুত্র ২০নং ব্রজ-
মোহন ও রাজমোহন ও বগলামোহন
উক্ত ২০নং রাজমোহনের পুত্র ২১নং
কুমোদ বিহারী উক্ত ১৯নং মহেশ-
চন্দ্র তস্য পুত্র হরিমোহন তস্য
তিন পুত্র ২১নং বিপিন বিহারী ও
কুঞ্জবিহারী ও ক্ষীরোদবিহারী সা
বিদগ্রাম ।

১৫নং অনন্তরাম তস্য দুইপুত্র ১৬নং
যষ্টিরাম ও বিনোদরাম উক্ত যষ্টিরামের
তিন পুত্র ১৭নং উদয় নারায়ণ ও ধন-
ঞ্জয় ও সুবলচন্দ্র উক্ত উদয়নারায়ণের ছয়-
পুত্র ১৮নং কৃষ্ণনারায়ণ ও ধর্মনারায়ণ
ও হরচন্দ্র ও চন্দ্রমোহন ও কাশীচন্দ্র
ও রামনিধি তস্য তিনপুত্র ১৯নং রাধা
নাথ ও কাশীনাথ ও কৃপানাথ উক্ত
কাশীচন্দ্রের পুত্র ১৯নং গোবিন্দচন্দ্র
উক্ত কৃষ্ণনারায়ণ তস্য দুইপুত্র ১৯নং
জগদ্বন্দু ও দীনবন্দু ১৭নং ধনঞ্জয়ের
দুইপুত্র ১৮নং বিশ্বনাথ ও পঞ্চানন
উক্ত বিশ্বনাথের পুত্র ১৯নং শ্রীনাথ
তস্যপুত্র ২০নং মহিমচন্দ্র ।

১৪নং রামকৃষ্ণ তস্য দুই পুত্র ১৫নং
জয়রাম ও রাধা বল্লভ উক্ত জয়রামের
পুত্র ১৬নং রামসন্তোষ তস্য তিনপুত্র
১৭নং হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র ও রাম-

কামাই তস্যপুত্র ১৮নং অগতচন্দ্রদাস
মুনসেক সাং পালং ।

উক্ত ১৭নং ঈশানচন্দ্র তস্য দুইপুত্র
১৮নং উমাচরণ ও শ্রামাচরণ উক্ত
হরচন্দ্রেরপুত্র ১৮নং মদনমোহন তস্য
পুত্র ১৯নং কামিনীরঞ্জন তস্যপুত্র
২০নং তারা প্রসন্ন সাং পালং ।

১৪নং কালীচরণ তস্য তিনপুত্র ১৫নং
শ্রামাচরণ ও রামচরণ ও আত্মারাম
উক্ত শ্রামাচরণের পুত্র ১৬নং রাম
কিঙ্কর তস্য চারিপুত্র ১৭নং নিমচন্দ্র
ও প্রাণকৃষ্ণ ও বজ্রচন্দ্র ও কেবলকৃষ্ণ
উক্ত নিমচন্দ্রের পাঁচপুত্র ১৮নং মদন
মোহন ও গোপীচন্দ্র ও রাজমোহন ও
রাধামোহন ও উদয়চন্দ্র উক্ত মদন
মোহনের দুইপুত্র ১৯নং অভয়চরণ ও
তারিণী চরণ তস্য দুই পুত্র ২০নং
ভগবতীচরণ ও পার্বতীচরণ উক্ত
অভয়চরণের পুত্র ২০নং মুক্ষদাচরণ
সাং বেঙ্গা ।

১৭নং প্রাণকৃষ্ণ তস্য দুই পুত্র ১৮নং
গোপালকৃষ্ণ ও অম্বুকুলচন্দ্র উক্ত
গোপালকৃষ্ণের দুইপুত্র ১৯নং রাজ-
কিশোর ও হরকিশোর তস্য দুইপুত্র
২০নং দীপবন্ধু ও অগদ্বন্ধু সাং বেঙ্গা ।

১৪নং রামগোপাল তস্য দুইপুত্র ১৫নং
রামহরি ও শ্রুতদেব উক্ত রামহরির
চারি পুত্র ১৬নং আনন্দিরাম ও রাম

হরির ও রামহরির ৭ কীর্তিনারায়ণ
উক্ত রামহরির দুইপুত্র ১৭নং লোক
নাথ ও নবচন্দ্র তস্য দুইপুত্র ১৮নং
নীলকমল ও রামকমল উক্ত লোক
নাথের পুত্র ১৮নং হরচন্দ্র তস্য পাঁচপুত্র
১৯নং কালীকমল ও চন্দ্রকমল ও শশী
কমল ও কৃষ্ণকমল ও হৃদকমল তস্য পুত্র
২০নং অফুল্লকমল উক্ত শশীকমল তস্য
পুত্র ২০নং হরিপদ উক্ত চন্দ্রকমল
তস্যপুত্র ২০নং বসন্তকমল ১৯নং কালী
কমল তস্য দুইপুত্র ২০নং শ্রী
কমল ও শরৎকমল সাং বেঙ্গা ।

১৩নং সূর্য্যদাস তস্য তিনপুত্র ১৪নং
রমাকান্ত ওরফে অভিরাম ও রঘুদেব
বিশেষ্বর ১৪নং রমাকান্ত তস্য পাঁচপুত্র
১৫নং নন্দরাম ও রূপরাম ও রত্ন
নারায়ণ ও মানিকচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ
১৫নং নন্দরাম তস্য দুইপুত্র ১৬নং
চন্দ্রনারায়ণ ও রামধন ওরফে রাম
যোগী তস্যপুত্র ১৭নং রামমণি তস্য
পুত্র ১৮নং রামনাথ তস্য দুইপুত্র
১৯নং রামকমল ও হরকমল সাং বিদ-
গ্রাম ।

১৬নং চন্দ্রনারায়ণ তস্যপুত্র ১৭নং
রামরাজা তস্যপুত্র ১৮নং বজ্রচন্দ্র তস্য
দুইপুত্র ১৯নং কালীপ্রসন্ন ও দুর্গা
প্রসন্ন ও তারা প্রসন্ন ও গুরু প্রসন্ন
ও শ্রামা প্রসন্ন ও হর প্রসন্ন সাং বিদ-

১৫নং কপরাম তস্য চারি
পুত্র ১৬নং জয়নারায়ণ ও গজাধর
ও রাধাকৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণ ১৬নং গজাধর
তস্য তিনপুত্র ১৭নং কেবলরাম ও
নীলমণি ও শিবেশ্বর তস্য চারিপুত্র
১৮নং দীনবন্ধু ও আনন্দচন্দ্র কবীন্দ্র ও
ভগদানন্দ ও দুর্গাচরণ তস্য তিনপুত্র
১৯নং কেশবরেশ্বর ও রত্নেশ্বর ও ভুবনে
শ্বর ১৮নং আনন্দচন্দ্র তস্য দুই পুত্র
১৯নং কামাখ্যাচরণ ও অনন্ত কুমাৰ
সাং বিদগ্ৰাম।

১৭নং কেবলরাম তস্য দুই পুত্র ১৮নং
চন্দ্রকান্ত ও উমাকান্ত তস্য দুই পুত্র
১৯নং সারদাকান্ত ও নিহারণ উক্ত
সারদাকান্তের পুত্র অবনীকান্ত।

১৬নং জয়নারায়ণ তস্য তিনপুত্র কনিষ্ঠ
১৭নং কৃষ্ণনাথ তস্য তিনপুত্র মধ্যম
১৮নং চন্দ্রনাথ তস্যপুত্র ১৯নং দ্বারকা
নাথ দাস ঘটক কবীন্দ্র তস্য দুইপুত্র
২০নং মহেন্দ্রচন্দ্র ও পঞ্চানন সাং
বিদগ্ৰাম।

১৫নং কপরনারায়ণ ওরফে রামনর
সিংহ তস্য দুই পুত্র ১৬নং রাজনারায়ণ
ও লক্ষ্মীনারায়ণ উক্ত রাজনারায়ণের
দুইপুত্র ১৭নং কালীশঙ্কর ও রাম-
লোচন তস্যপুত্র ১৮নং নবকিশোর
কবীন্দ্র তস্যপুত্র ১৯নং যোগেন্দ্রচন্দ্র
তস্যপুত্র ২০নং জনাধার সাং বিদগ্ৰাম

১৭নং কালীশঙ্কর তস্য পুত্র ১৮নং
পূর্ণচন্দ্র তস্য পাঁচপুত্র ১৯নং দীপারাম
চন্দ্রদাস ঘটক বিশারদ ও গিরীশচন্দ্র
ও কৈলাসচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র ও ঈশান
চন্দ্র তস্য পুত্র ২০ নং মনমোহন
উক্ত হরিশচন্দ্রের তিনপুত্র ২০ নং
হেমচন্দ্র ও বিরেন্দ্র চন্দ্র ১৯নং কৈলাস
চন্দ্রের পুত্র ২০নং উপেন্দ্রচন্দ্র ১৯নং
গিরীশচন্দ্র তস্যপুত্র ২০ নং মহেন্দ্র-
চন্দ্র ১৯নং নারায়ণচন্দ্র তস্য তিন পুত্র
২০ নং করনাকান্ত ও দেবেন্দ্রচন্দ্র ও
যতীন্দ্রচন্দ্র সাং বিদগ্ৰাম।

১৫নং মানিক চান্দ তস্য দুইপুত্র ১৬নং
মৃত্যুঞ্জয় ও ব্রজনাথ ১৬নং মৃত্যুঞ্জয়ের
পুত্র ১৭নং কুলমণি তস্যপুত্র ১৮নং
গোলোকচন্দ্র তস্য তিনপুত্র ১৯নং
মহিমা চন্দ্র ও জ্ঞানচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র
ঢাকা জজ কোর্ট উকিল তস্যপুত্র
২০নং উমেশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র উক্ত
মহিমচন্দ্রের পুত্র ২০নং যোগেন্দ্রচন্দ্র
সাং বিদগ্ৰাম।

১৬নং মধুসূদন তস্য দুইপুত্র ১৭নং
রামকান্তদাস ঘটক বিশারদ ও রঘুনাথ
তস্যপুত্র ১৫নং কৃষ্ণজীবন তস্য কনিষ্ঠ
পুত্র ১৬নং রাজবল্লভ তস্য তিনপুত্র
১৭নং মানিকচান্দ ও লক্ষীকান্ত ও
শ্রীকান্ত তস্য দুইপুত্র ১৮নং রাম
গোপাল ও গোবিন্দচন্দ্র তস্য দুইপুত্র

১৯নং ভগীচন্দ্র ও নবনীচন্দ্র ১৭নং
গণনিকচন্দ্র তস্যাপুত্র ১৮নং তালকচন্দ্র
তস্যাপুত্র ১৯নং রামকৃষ্ণ তস্যাপুত্র
২০নং দিনবন্ধু তস্যাপুত্র ২১নং প্রসন্ন
কুমার সাং বরাইল ।

১৪নং রামকান্ত তস্যাপুত্র ১৫নং কৃষ্ণ-
রাম তস্যাপুত্র ১৬নং ধনিরাম ও
রামদাস ও শ্যামদাস ও মণিরাম ও
বিজয়রাম ও মুক্তানাম তস্যাপুত্র ১৭নং
নীলকণ্ঠ তস্যাপুত্র ১৮নং পীতাম্বর
তস্যাপুত্র কনিষ্ঠ ১৯নং মদন তস্যাপুত্র
২০নং বিশ্বেশ্বর ও রত্নেশ্বর
ও তারকেশ্বর সাং সোনার রঙ্গ ।

১৬নং বিজয়রাম তস্যাপুত্র ১৭নং
গঙ্গাপ্রসাদ তস্যাপুত্র ১৮নং রামলোচন
তস্যাপুত্র ১৯নং গৌরমোহন ও
চন্দ্রশঙ্কর তস্যাপুত্র ২০নং রজনীকান্ত
১৬নং শ্যামদাস তস্যাপুত্র চারিপুত্র তৃতীয়
১৭নং জয়গোবিন্দ তস্যাপুত্র ১৮নং
জয়মঙ্গল তস্যাপুত্র ১৯নং দুর্গাদাস
তস্যাপুত্র ২০নং মহিমচন্দ্র ও হরি
মোহন ও প্যারিমোহন ও ভুবন ও
নির্মল ও রমণী সাং বরাইল ।

১৫নং রামদাস তস্যাপুত্র ১৭নং
বৈদ্যনাথ তস্যাপুত্র দত্তক ১৮নং
কালীনাথ তস্যাপুত্র ১৯নং কৃষ্ণ
নাথ ও জগদ্বন্ধু তস্যাপুত্র ২০নং
মহিমচন্দ্র তস্যাপুত্র ২১নং হেমেন্দ্রচন্দ্র

উক্ত কৃষ্ণনাথ তস্যাপুত্র ২০নং
রঘুমণি ও পদ্মলোচন তস্যাপুত্র নবীন
চন্দ্র সাং বিদগ্রাম ।

১৬নং ধনিরাম তস্যাপুত্র ১৭নং
রামরত্ন ও রামগতি উক্ত রামরত্ন তস্যাপুত্র
১৮নং রামজয় ও হরিনাথ
ও কালীকির ও রমানাথ ও বিশ্বনাথ
উক্ত রমানাথের পুত্র ১৯নং মহেশচন্দ্র
সাং বরাইল ।

১৮নং কালীকির তস্যাপুত্র ১৯নং
২০নং ভৈরবচন্দ্র ও কৃষ্ণমণি তস্যাপুত্র
২০নং কালীপ্রসন্ন তস্যাপুত্র তিনপুত্র
২১নং উমেশ ও ফটিক ও উপেন্দ্র সাং
নয়না । ১৯নং ভৈরবচন্দ্র তস্যাপুত্র চারি
পুত্র ২০নং গুরুনাথ ও হরনাথ ও
আদিনাথ ও কামিনীনাথ উক্ত
গুরুনাথের পুত্র ২১নং কুহিনী ও
রজনী ও রমণী উক্ত হরনাথের পুত্র
২২নং অবনী সাং বরাইল ।

১৮নং হরিনাথ তস্যাপুত্র ১৯নং কৃষ্ণনাথ
তস্যাপুত্র ২০নং নিত্যানন্দ সাং তথা ।
১৮নং রামজয় তস্যাপুত্র ১৯নং
কাশীনাথ ও চন্দ্রমোহন তস্যাপুত্র
২০নং দুর্গাকুমার উক্ত কাশীনাথের
পুত্র ২০নং রামকৃষ্ণ তস্যাপুত্র ২১নং
অখিল সাং বরাইল ।

১২নং গোবিন্দ তস্যাপুত্র ১৩নং মহেশ
ও গনেশ ওরফে গগন তস্যাপুত্র

১৪নং ব্রাহ্মদেব তস্যপুত্র
১৫নং রামকৃষ্ণ তস্যপুত্র ১৬নং রাম-
চন্দ্র তস্যপুত্র ১৭নং রাধাকান্ত তস্য
পুত্র ১৮নং পীতাম্বর তস্যপুত্র ১৯নং
কালীমোহন সাং বিদগ্রাম ।

১৪নং রামনথ তস্যপুত্র ১৫নং রাজা-
রাম ৩ বীরেন্দ্রনাথ তস্য চারি পুত্র
১৬নং রামকৃষ্ণ ও রত্নেশ্বর ও কাশীশ্বর
ও যশোদাম তস্য তিন পুত্র ১৭নং
গোকুলচন্দ্র ও ভবানী প্রসাদ ও রাম-
লোচন তস্য দুইপুত্র ১৮নং গৌরসুন্দর
ও কালচন্দ্র তস্য দুইপুত্র ১৯নং
বিষ্ণুচন্দ্র ও রামচন্দ্র উক্ত বিষ্ণুচন্দ্রের
দুইপুত্র ২০নং অমৃতলাল ও মতিলাল
১৭নং ভবানী প্রসাদ তস্যপুত্র ১৮নং
নবকৃষ্ণ ও যুগলকৃষ্ণ তস্যপুত্র ১৯নং
তারিনীচরণ সাং কোটালী পাড়া ।

১৭নং গোকুলচন্দ্র তস্যপুত্র ১৮নং
জগমোহন তস্য পাঁচপুত্র ১৯নং
গোলোকচন্দ্র ও আলোকচন্দ্র ও রাম-
সেবক ও রামদয়াল ও কালীকিরর
১৬নং রামরাম তস্য চারি পুত্র ১৭নং
চন্দ্রনারায়ণ ও শিবনারায়ণ ও বেণী
মাধব ও নীলমাধব তস্য পুত্র ১৮নং
গৌরচন্দ্র ওরফে গৌরচান্দ তথা তিন
পুত্র ১৯নং কাশীচন্দ্র ও প্যারীমোহন
ও রামদয়াল তস্যপুত্র ২০নং বরদাচরণ
উক্ত প্যারীমোহনের পুত্র ২০নং অক্ষয়

কুমার উক্ত কাশীচন্দ্রের পুত্র ২০নং
জাহ্নবীচরণ ১৭নং বেণী মাধব তস্য
পুত্র ১৮নং ভৈরবচন্দ্র তস্যপুত্র ১৯নং
তারিনীচরণ তস্যপুত্র ২০নং মতিলাল
১৭নং চন্দ্রনারায়ণ তস্য পুত্র ১৮নং
রঘুনাথ তস্যপুত্র ১৯নং চন্দ্রকিশোর
সাং কীর্তিপাসা ।

১০নং মহেশ্বর তস্য পুত্র ১৪নং রাম
প্রসাদ ওরফে জয়দেব তস্যপুত্র ১৫নং
জাদবেন্দ্র তস্যপুত্র ১৬নং নীলকন্ঠ
তস্যপুত্র ১৭নং সদাশিব তস্য পুত্র
১৮নং গুরুচরণ ও কালীনাথ তস্যপুত্র
১৯নং প্রিয়নাথ উক্ত গুরুচরণের পুত্র
১৯নং কৈলাসচন্দ্র ও গজাচরণ ও
শ্রীমাচরণ ।

বুয়িসেন ধনুস্তরি গোত্র ।

১নং বুয়িসেন তস্য দুইপুত্র ২নং
পশুপতি ও কোকসেন উক্ত পশুপতি
তস্য পুত্র ৩নং শুররর তস্য তিন পুত্র
৪নং মহেশ্বর ও বনমালী ও গুণসেতু
উক্ত মহেশ্বরের দুইপুত্র ৫নং কৃষ্ণানন্দ
ও জগদানন্দ উক্ত কৃষ্ণানন্দের দুইপুত্র
৬নং শিবানন্দ ও ভবানন্দ শিবানন্দের
চারিপুত্র ৭নং কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ
অনন্তরাম ও গৌরীনাথ উক্ত বিশ্বনাথ
পত্ননবিশ তস্য সাত পুত্র ৮নং রামকৃষ্ণ

ও রামগোপাল ও রামনারায়ণ ও
রামেশ্বর ও রত্নেশ্বর ও রতিরাম ও রাম-
জীবন উক্ত রামেশ্বর তস্য পুত্র ৯নং
ভবানীচরণ তস্য দুইপুত্র ১০নং রাজ-
বল্লভ ও রামবল্লভ উক্ত রাজবল্লভের
দুই পুত্র ১১নং মণিরাম ও ঘনশ্যাম
তস্য দুইপুত্র ১২নং জীবনকৃষ্ণ ও
রামেশ্বর উক্ত জীবনকৃষ্ণের পুত্র ১৩নং
শিবনাথ তস্য তিনপুত্র ১৪নং ত্রিলোচন
ও মহেশচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র উক্ত ত্রিলো-
চনের পুত্র ১৫নং অধিনী উক্ত মহেশ
চন্দ্রের দুই পুত্র ১৬নং বসন্ত ও অনন্ত
উক্ত গোপীচন্দ্রের পুত্র ১৭নং শশীচন্দ্র
তস্য পাঁচপুত্র ১৮নং চরেন্দ্রভাট্টার ও
মহেন্দ্র ও প্রবেন্দ্র ও উপেন্দ্র ও দেবেন্দ্র
স্বাং মধ্যপাড়া।

৪নং বনমালী তস্য দুইপুত্র ৫নং
পরমানন্দ ও গোপাল উক্ত পরমানন্দ
তস্যপুত্র ৬নং পূর্ণানন্দ তস্য দুইপুত্র
৭নং গঙ্গানারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ উক্ত
গঙ্গানারায়ণের তিনপুত্র ৮নং রামজীবন
রামচরণ ও কৃষ্ণচরণ উক্ত রামচরণের
চারিপুত্র ৯নং রূপরাম ও নন্দরাম
ও রামনাথ ও রঘুনাথ তস্য দুইপুত্র
১০নং রামশঙ্কর ও রাজকৃষ্ণ উক্ত
রামশঙ্করের তিনপুত্র ১১নং রামজয়
ও রামরাজা ও রামগতি তস্য চারিপুত্র
১২নং ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র

তিলকচন্দ্র উক্ত শম্ভুচন্দ্রের দুইপুত্র ও
এককণ্ঠা ১৩নং মহিমচন্দ্র ও শো-
বিন্দচন্দ্র ও কণ্ঠা শ্রীমতি ধূপী তস্য
পুত্র শ্রীকান্ত বিশারদ স্বাং সোণার রজ
উক্ত তিলকচন্দ্র তস্য চারি পুত্র ১৩নং
দুর্গাচরণ পত্নী বিরাজময়ী ও অক্ষয়কুমার
পত্নী সরলা ও প্যারীমোহন ও দেবেন্দ্র
কণ্ঠা পুরী ও অন্নদা ও জ্ঞানদা উক্ত
দুর্গাচরণ তস্যপুত্র ১৪নং জরেন্দ্র স্বাং
মধ্যপাড়া।

ঘটক বর্ণন।

শ্রোত্রী কুলীনাদি আর ঘটক ঘেখানে
প্রসিদ্ধ সমাজ তাহা পণ্ডিত ব্রাহ্মণে ॥
শ্রোত্রী তুল্য বৈদ্য কুল বিবিধ কুলীন
কুলীন ঘটক কুল বিক্রমে আসীন ॥
তাই বশোহর মেল পরে অবস্থান।
বজ্রবৈদ্য বাসস্থান বিক্রমে প্রধান ॥
ম'নী হীনমানী ভেদ ঘটক করিল।
ঘটকসংস্পর্শে দেশ পণ্ডিত না হল ॥
বিক্রমে ঘটক বাস আদি বিদগ্ধাম।
তথা হতে কেহ ২ ধান ভিন্ন গ্রাম ॥
সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম এই ঘটকের নামে।
ঘটকের তিন ধারা বহে সেই গ্রামে ॥
ঘটক ত্রিবেণী ক্ষেত্র গ্রাম বিদগ্ধাম।
সাধসদা কীর্তিনাশা না করে নির্গাম ॥
ঘটক বংশেতে বহু তেজ বস্তু জন।
অশ্লীলা দ্বারকানাথ করিল বর্ণন ॥

ঘটক সন্তান বিক্রমপুর স্থান
আশ্রয় করিলা কত ।

অতি বিচক্ষণ কৃতীবহু জন
বিনগ্রাম অবস্থিত ॥

একের সন্তান বহুতর স্থান
জগৎ করিলা স্থিতি ।

কুলজ প্রচুর বিনগাও বল্লব
টঙ্কিবাড়ী অবস্থিতি ॥

সামকান্ত বর ত্যাজি বংশোদর
শুভকণে আগমন ।

করি অবেষণ বহু বৈদ্যগণ
করিলা কুল বন্ধন ॥

পঞ্জী অমুসারে ভাবাভাব ধরে
করিলা ভাব নির্ণয় ।

কৃতী কত জনে কালায়ু সরণে
ক্রেমাগত সমুদয় ॥

কুল পদ মূল ভূমি অর্প বলে
হলা বহু সম্মানিত ।

ধরি স্রোত দারা কুলোজ্জল তারা
জন্মিলা বহু পণ্ডিত ॥

কৃষ্ণ রূপরাম মানিক মাধবরাম
বড় তুঞা কৃষ্ণ ছিল ।

ছাড়ি গেলা গ্রাম কৃতী মাধবরাম
সেই ভদ্রাসন নিলা ॥

রাম রত্নবর কৃতী গজাধর
কুল বিশারদ ছিল ।

মুন্সী জগন্নাথ যেন কুলনাথ
কুলবৃত্তি বিস্তারিলা ॥

জরনারায়ণ বরমুশোভন
বসিলা শ্রীবজপুরে ।

ভ্রাতৃ অমুরোধে ত্যাজিরে বিরোধে
আসিলেন গ্রামে ফিরে ॥

কবি নীল মণি কাণ কুল মণি
ভিষক সুবিজ্ঞ অতি ।

বহুউপাঙ্গন বংশের পোষণ
করিলা সূজন কৃতী ॥

প্রবীণ রাম ডাক্তার মুন্সীচণ্ডীআর
শুণে উজ্জলিলা কুল ।

কুলের চর্ভাগা এমনসুযোগ
এতিন হৈলা নিস্কুল ॥

ছিলা গুণধর সূকবি শেখর
মহেশচন্দ্র স্মৃতি ।

দারিদ্র্য ভঞ্জন গুণ অগণন
কুলজ শীর্ষেতে স্থিতি ॥

সভা বিবর্ণন গ্রন্থ স্মৃশোভন
নবকিশোর সৃজিলা ।

অতি সুবিদ্বান কবীন্দ্র আখ্যান
শ্রীনবকিশোর ছিল ॥

মুন্সীকালীকান্ত অতি গুণবন্ত
সুবর্ণ বরণ তনু ।

আদর্শ বিক্রম সিংহ পরাক্রম
গোলোক ধরিত ধনু ॥

শ্রীভৈরব জ্ঞানী কৃতী কৃষ্ণমণি
শ্রীদুর্গা প্রসাদ বর ।

সাধুশিবেশ্বর ঘটক প্রবর
বহুজন মান্তধর ॥

স্বয়ং গুণ ধাম

রামকৃষ্ণ নাম

বিজ্ঞ কুলজ্ঞো পয়্যারে ॥

সারস্বত গুণী

কুল তত্ত্বনিধি

সবায় বাথানে যারে ॥

কুল মান দান

উচিত বিদানে

সমাজে পুজিত সবে ।

দানে মানে বলে

প্রভাপ বিশালা

বিশেষ সুখ্যাতি লভে ॥

— ০ —

কাণবংশ অবতংস

কুলসর রাজহংস

কাশীনাথ তুলা কাশীনাথ ।

আত্মপরহিতেরতী সুগম্ভীর মহামতি

যে-নাম স্মরণে সুপ্রভাত ॥

আদর্শ চরিত্যার

পুতগঙ্গা স্রোতধার

কলঙ্ক বিহীন শশধর ।

সুগুরু ধীর গীন্তর

সুন্দর মুরতিস্থির

যশঃ যার দিগদিগন্তর ॥

বিদ্যাধনকুলেশীলে

সদা সুযশালভিলে

নিয়ত স্কৃত্তী মতি মান ।

যার গুণ গুণ ধর

গাইলা শ্রীগৌরবর

প্রভাকর করিলা বাখান ॥

জনহিত পরতন্ত্র

সাধিলা কত নামজ

সতত হইয়ে সুযতন ।

অদেশ বিদেশ যার

ধরে গুরু গুণধার

যার ঋণে ঋণী বঙ্গজন ॥

রোগে পুত্রকৃত্যমরে

পিতানাজানিতে-

পারে । পঞ্জিকা অভাবে সুসময় ।

অভারকঙ্কিতদূর

বাসনা হইল কুহর

ব্যথিত হইলা সুহৃদর ॥

বহু আবেদনকৈরে

খ্যাতপত্র প্রভাকরে

গ্রাম্যডাকে লাভ পরীক্ষার,

ঘটাইয়ে অনুষ্ঠান

সাধিলা দেশেব্রজাণ

প্রভাকরে সুযশঃ প্রচার ॥

বিক্রমে পথ স্থাপন

কন্যাপদবিলাশন

জন্তু কত করিলা বতন ।

গ্রামে বিদ্যালয়দান

অবশেষে অভিধান

অস্ত্রাকর মিলনে সৃজন ॥

করিলা অনেক বিস্ত

নানা স্থানে ভূনিষক

ভ্রাতৃগণ সহ হয়ে একমন ।

পুত্রগণ গুণেচায়

বাধিতকি পারে তার

আলস্য কলহে বিসর্জন ॥

শ্রীশঙ্কর মুক্ততার

প্রবীন সুহৃদ যার

কালী পদে মতি দৃঢ়তর ।

কাণকুল কুলমণি

কবিকুল কণ্ঠমণি

কবীন্দ্র আনন্দ গুণ ধর ॥

তেজঃ পুঞ্জ শ্রীমহিম

হৃদ্যস্ত দমনেভীম

দেশ পরিব্যপ্ত বশোধর ॥

সবলদক্ষিণ পাণি

দীপ্তকুলোজ্জ্বলমণি

বিখ্যাত উকীল শ্রীঈশ্বর ।

সুঘটক জয়চন্দ্র

পুত্র শ্রীগিরীশচন্দ্র

কৃত নিদা ডিপুটী সুধীর ।

করিলেন কুলোন্নতি

কলকার্যে সদামতি

বরদার পদে মতি স্থির ॥

অরি তাহাদের পথ

সুযশঃ পদুসম্পদ

লভিতে বাসিত সদাচিত ।

যতভাবী বংশধর করে কুল অগ্রগর
ঐবারিকানাথের বাঞ্ছিত ॥

চন্দন দান ।

নব্যগালনব্যাবাহী মৌন্দর্য্যেতপরিপাতি
বিনাহ সভার সুশোভন ।
উপহারসভাজনে দিবেনপূর্ণচন্দনে
কলাচার্য্য দিবেন চন্দন ॥
কুলেরউচিতমান কলাচার্য্যদিবেদান
কলাচারে দিবেন উপদেশ ।
যেনসেআদর্শনিষে সব সচেষ্টিতহয়ে
উচ্চকুল পথে চলে দেশ ॥
সভাভঙ্গহলেপরে মানপাত্র লয়েকরে
ঘটক করিবে অধিকার ।
দ্বিগুণবিদায় তার জায়গীতিঅনুসার
ঘটককার্য্যের মূলধার ॥
যজ্ঞবস্ত্রপুরোহিতে বরনস্ত্রঘটকেতে
পরদিন বিবাহান্তে পাবে ।
যাতায়তব্যায় আর সিধাদি বিদায় তার
রীতিমতে ঘটক পাইবে ॥
ঘটক অবিদ্যামানে প্রবীনকুলীনগণে
মান পাত্র পাবে অধিকার ।
পুণাতনকথাগুলি ফেলেতাহাঅবহেলি
সভা ভব্য নব্য স্কুমার ॥
ভায়ুদানপস্থহয় ফাকরেরা নর কয়
ভায়ুক্রিয়া কণ্ঠহারে নাই ।
ফাকরেরক্রিয়াগুলি ছিলতাহারাহীনমানী
এখন আর দেখিতে না পাই ॥

বিষ্ণুদাসদেবেতুটে শুমে বরমানে কটে
দেবারেতে বিষ্ণু তুটে হয় ।
বলভদ্র বিষ্ণুভক্ত দেবেবিষ্ণুঅনুরক্ত
বিষ্ণুভক্তনাম ক্রান্তি নয় ॥
দষ্টপুটে বিষ্ণুদাস গৌরনেঐশ্বর্য্যনাশ
ঘটক নিন্দার ফল তাই ।
বৈদ্যকুলমহ মান্ত সর্বদেশেআছেগণ্য
অবশেষে ঘটক দোহাই ॥
ভবপাহিতুল্যহয় উপরৌগৌরবী নর
সত্য বস্ত্র বাহেবক বটে ।
প্রবীনমঙ্গলানন্দ সংগ্রামসং রাজাসঙ্গ
মাধব অদৃষ্ট দোষ ঘটে ॥
কার্ত্তিকপূরনাসিবলি মঙ্গলানন্দকুতুহলী
তাহাতে সংগ্রাম দোষ অর্শে ।
অতিশয়বিদ্যাবস্ত্র দাসমধ্যে সত্যবস্ত্র
কুলজন্তু আছেন বিমর্শে ॥

রাজা সংগ্রাম সাহা ।

সংগ্রামসামহারাজা মহারাষ্ট্রেমহিভূজা
শাগন্ধান গোত্রোভব শুনি •
ফরিদপুর মধ্যোয়ার ছিলজমিদারীতার
বহুদেশে ছিলেম সন্মানী ॥
বঙ্গদেশীবৈদ্যগণে অতিযত্নেসম্মানে
বিনয়ে করিল নিবেদন ।
সংগ্রামসারাজাবলে হামবৈদ্যবিজকুলে
বিপ্রপদে কহিমু বচন ॥
বাঙ্গলেরনিম্নশ্রেণী সঙ্গজাতিউর্দ্ধশ্রেণী
বৈদ্য আমি শুন পরিচর ।

ভদ্রমেলে ক্রিয়াবাস সংসর্গ সাহার ।
 লজ্জাশাসনাদি যোগে সুমেল তাহার ॥
 শুধু ক্রিয়াযোগে নাহি ভদ্রমেল হয় ।
 ইতর নিকট বাসে বহু দোষাশ্রয় ॥
 ভদ্রে পুনঃ সুনীতি বিশিষ্ট যেইমেল ।
 তাহাই নির্দিষ্ট বটে প্রকৃত সুমেল ॥
 গৃহবশ ভাবাবৃতি আহায় আচার ।
 ব্যবহার বিবাহাদি উপাসনা আর ॥
 মেলভেদে আছে বহু বিচারের ভেদ ।
 নীতিভেদে জাতি আর মেলের প্রভেদ ॥
 ভিন্নদেশী জাতি ভেদ গুণভেদে হয় ।
 ইংরেজ কাফিতে যোগে জাতিবিপর্যয়
 যেই মেল যুক্ত সদা ইতর সহিত ।
 হেনমেল যোগে যেই মেল ক্রিয়াবিত ॥
 থাকিলে বিভিন্ন সদা হেন মেল হ'তে ।
 প্রিয়কুল অধোজ্যোত সদা নিবারিতে ॥
 যদি না করিবে হেন যোগ নিবারণ ।
 দারিদ্র্য করিবে কুল ইতরে গমন ॥
 নীচে গেলে নীচবন্ধ সদা টেনে নিবে ।
 যাইতে যাইতে শেষে ইতরে মিসিবে ॥
 ইতর কুলের যত রয়েছে কুফল ।
 ভোগিবে তোমার কুল কালে সে সকল
 দারিদ্র্য করয়ে কুল কুটম্ব আশ্রয় ।
 তাই যেন বন্ধকুল সদা শুদ্ধরয় ॥
 যত দেশে নানাকুল যত রহিয়াছে ।
 কুটম্ব সংযোগে প্রায় সব আসিয়াছে ॥
 দারিদ্র্য কুটম্বযোগে স্থানের অন্তর ।
 দারিদ্র্য বাতাসে কত উড়ে যায় ঘর ॥

আটিয়া বাকিবে তাই সুস্থান সুমূলে ।
 তুফানে না উড়ে যেন পড়ে রসাতলে ॥
 বিবাহে যেমেলে নাহি সম্পর্ক বিচার ।
 আখ্যকুল করেহেন মেল পরিহার ॥
 হীন ব্যবসায়ী যোগ যে মেলেতে আছে
 কখনও না যাইবে সে মেলের কাছে ॥
 দাস দাসী গণিকাদি বহুযথা হয় ।
 হেনমেল গতি যেন চির-রুদ্ধরয় ॥
 আহার অন্তরে সদা বিবাহ বিচ্ছেদ ।
 হীনমেল অন্তরায় না করিও ভেদ ॥
 যে হইতে রবি শশী নিত্য আসে যায়
 যে হইতে মন্দাকিনী বহে বসুধায় ॥
 সে হইতে দ্বিজ মোরা দুর্গ অভ্যন্তর ।
 কে আর বলিবে হেন ভুবনভিতর ॥
 শুন নিরামিষ ভোজী বৈষ্ণব নন্দন ।
 সবিতর্কে শাক্ত কন্ডা করিও গ্রহণ ॥
 বহু বৈষ্ণবেতে শাক্ত সংস্রব হইল ।
 বৈষ্ণবের কুল যেন রক্ষকুল হ'ল ॥
 নহে কি তোমার স্বর্গ উলটিয়ে যায় ।
 ভাবিতে উচিত যেতে বিজাতিয় নায় ॥
 বলিদান ভিন্ন ঘাঁরা না করে আহার ।
 করে যেন রক্ষকুল সদা পরিহার ॥
 শুন উপাসনা রত ব্রাহ্মণ সম্ভব ।
 উপাসনা বর্জিতের না কর সংস্রব ॥
 শাস্ত্রমতে ব্রাত্য হয় পতিত অধম ।
 হেন কুলযোগে কভু না কর বিভ্রম ॥
 ব্রহ্মহত্যা তুল্যপাপ শাস্ত্রে সুরাপান ।
 সুরাপায়ী সঙ্গ নাহি কর যোগদান ॥
 যে মেলের পুত্র যায় জননীয়ে ছেড়ে ।
 সতর্কে থাকিও হেন মেল যোগ ছেড়ে ॥

একমেল যোগে দেয় স্বর্গপথ খুলে
 অন্য মেল যোগে নেয় নরকের তলে ॥
 দেখ কিছু আছে কিনা মেলভেদ মূল ।
 নাকি এত দীর্ঘকাল পোষিয়াছে ভুল ॥
 কসাই কুলের যোগ পরিণয়ে হলে ।
 নাকি যায় মাংসাহারী আরো রসাতলে
 বৌদ্ধের অহিংসা যদি স্বর্গপথ হয় ।
 ভিন্ন মেল যোগে কিনা নরক উদয় ॥
 সমর ক্ষেত্রেতে নহে জাতির বিচার ।
 চণ্ডাল নায়ক বিপ্র অনুগামী তার ॥
 বংশানুসন্ধান সদা সমাজ সংশ্রবে ।
 সংযোগে বংশের তত্ত্ব বিশেষ লইবে ॥
 বিবাহে উভয় পক্ষ হইতে মিলন ।
 অগ্রেই জানিবে কে কে উপস্থিত হন ॥
 পরস্পর সংশ্রবী যে বর্জিতের সনে ।
 কখনও না বসিবে হেন সম্মিলনে ॥
 এ বিচারে যেই কুল লজ্জিত হইবে ।
 আশু লজ্জা অন্য পরে অতি লজ্জাপাবে
 লজ্জার খাতিরে যেবা অবিচারে মিসে
 ব্যভিচারে কালে যাবে হীন মেলেমিসে
 অর্ণবের পোত যথা চলে থাকে কলে ।
 জাতিকুল প্রথা চলে নিয়মের মূলে ॥
 মর্থ যে কুলীন করে সুনীতি লঙ্ঘন ।
 কুলীন হয়েও সর্বকুল বিনাশন ॥
 যে কুলের নিত্যকার্য্য হীন মেলেরয় ।
 বহু বর্জিতের সঙ্গে সদা দেখা হয় ॥
 বে'থে শুনে মাথামাখি পরে হয়ে থাকে
 পৈড়ে যায় ভূমেকুল গিবিচুড়া থাকে ॥

তাই হীন গ্রহণেও করিবে বিচার ।
 জানিবে সকানে সদা শুদ্ধতা তাহার
 কে কে উপস্থিত পূর্বে হ'লে পরিচয় ।
 যোগ্যযোগ্য পরে হবে স্থানেতে নির্ণয়
 যদি কেহ এসে আত্মসন্দোপনে মিসে ।
 দূর হউক কুল তবে জাতিথাকে কিসে
 না হইতে স্থান বংশ সম্বন্ধ নির্ণয় ॥
 কুলসমিতিতে কভু না দিবে আশ্রয় ।
 তাহলে সর্বদা কুলমূল ঠিকু রবে ॥
 যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কভু না বলিবে ।
 কুলসমিতিতে নিজ বংশ পরিচয় ॥
 জিজ্ঞাসায় সন্ততরে সঙ্কম যে নয় ।
 কেজানে সে পরে নাহি একে আরকবে
 না জানিয়ে ঠিক নাহি সংশ্রব করিবে ॥
 না ধরিয়ে আধুনিক সভ্যতার ধার ।
 পরিচয় হৌনে কর সদা পরিহার ॥
 বৈদ্যব্যবসায়ী নানাজাতি আছে দেশে
 চটেখে ধূলিদিয়ে কেবা সর্বকুল নাশে ॥
 বিবাহ সভার পূর্বে না হ'তে আছান
 নীতিরক্ষা জন্য যোগ না করিবে দান ॥
 সভা সম্মিলন পূর্বে হ'তে নিমন্ত্রণ ।
 সঙ্গী পরিচয় পূর্বে করিবে গ্রহণ ॥
 ব্যক্তিগত ভাবে সদা আছানের রীতি
 দৃষ্টিতে না হয় ভুল প্রতিজনপ্রতি ॥
 যোগ্যসহ যোগদান সতত করিবে ।
 অযোগ্য বিরোগে কভু লজ্জা না ভাবিবে
 আশুগ্রিয় সে'বে সদা যদি রোগ হয়
 বহুকালে নাহি হয় কুলরোগ ক্ষয় ॥

সহসা অনেক কুল বেধিতে শুল্লর ।
 সমস্ত জ্ঞানেতে হবে বিদিত অন্তর ॥
 রীতিভঙ্গে ভাবীফল হয় বিপরীত ।
 নিয়ম লঙ্ঘন নহে কখনো উচিত ॥
 নিয়মের জন্য সদা নিয়ম রাখিবে ।
 নিয়ম লঙ্ঘনে কালে বহু দোষ হবে ॥
 বন্ধুজন যদি হয় সংশ্রব করিবে ।
 অর্থলোভে কখনও যোগ নাহি দিবে ॥
 অন্যায়্যেতে অর্থ আশা কর পরিহার ।
 অর্থলোভ সদা নাশ করে পরিবার ॥
 যে কুলীন অমুচিত অহঙ্কার করে ।
 শুদ্ধ সম্মানিত মেল সঙ্গে ভেদ করে ॥
 কুলীন সুনীতি নাহি জানে সেই জন ।
 নেকুবি চালেতে নীতি সমূলে পতন ॥
 গুণের আদরে যথা দোষদণ্ড হয় ।
 দোষের শাসন তথা চিরস্থির রয় ॥
 যে নীতিতে যোগ্য কুল গুণে অনাদর
 শীঘ্রই হইয়া থাকে সে নীতি অন্তর ॥
 যতনে রাখিবে সদা উচ্চ কুলমান ।
 গুণভেদে শ্রেষ্ঠ মেল উত্থান সোপান ॥
 উচ্চ নীচে যদি সদা সমান করিবে ।
 ধনলোভে কুল তব অধোদিকে যাবে ॥
 উচ্চ মেলে আছে পুন ভিন্ন ভিন্নস্তর ।
 স্বপর্য়ায়ে ভিন্নরূপ ক্রিয়ামানধর ॥
 গুণভেদে মানভেদ অবশ্য রাখিবে ।
 বাহা উদ্ধাকর্ষণের সোপান থাকিবে ॥
 উচ্চ নীচ নাহি যদি থাকে বহুপদ ।
 তবে কে চেষ্টিত হয় অন্য উদ্ধপদ ॥

উদ্ধগতি করে অধোগতি নিবারণ ।
 দোষ গুণাদর ভেদে রোধিত পতন ॥
 নীচ পাল্টী ছেড়ে যদি উচ্চ পাল্টী হয়
 উঠা পড়া বৈদ্যকুলে সমুখান হয় ॥
 একবার কিসা এক পুরুষেতে নহে ।
 পুরুষানুক্রমে কার সমভাব রহে ?
 অতিদোষে পাল্টী ছেড়ে বাহার পতন
 কৰ্ম দোষে নিম্নগতি লভে সেই জন ॥
 সুমেল হইতে সদা গুণাশ্রিতা নিবে ।
 গুণরাশি চরিত্রাদি বিশেষ দেখিবে ॥
 কন্যা ভ্রাতৃকুল যদি থাকে বিচক্ষণ ।
 বহুস্থানে সে গুণের দেখি আকর্ষণ ॥
 মূল ক্রিয়াগণ তিনে শ্রেষ্ঠত্ব গঠন ।
 এ তিন সংযোগে সদা কর অবেষণ ॥
 অতি উচ্চকুল যার খেঁতে ঘরে নাই ।
 কভু না স্নেহের কন্যা দিবে হেন ঠাই
 তবে কিনা যিনি বহু পালনে সক্ষম ।
 তাহার সম্বন্ধে বটে বিভিন্ন নিয়ম ॥
 নীচ সম্পর্কেতে কুলে আছে যত ভয় ।
 সংকুল দরিদ্রে ভয়বর কমনয় ॥
 বর-বিষয়াদি সদা উল্লিখিত মতে ।
 বিশেষে দেখিবে সদা কন্যাদানদিতে ॥
 ধনলোভে ধনী কন্যা গুণ নাহি দে'খে
 যে লয় তাহার কুল-তেজ নাহি থাকে ॥
 বারম্বার বলেছেন মনু মহাশয় ।
 শুক্রবিক্রি ফলে দেশ নিপতিত হয় ॥

“তদেদশং পতিতং মন্ত্রে

যত্রাস্তে শুক্রবিয়ঃ।”

কণ্ঠানাদায়ে কত কুল সর্বস্বান্ত হ'ল ।
 দারিদ্র্য পীড়নে জাতি বিনাশ হইল ॥
 দেশ উদ্ধারের জন্ত হয়ে দৃঢ়কাম ।
 শিক্ষিত সমাজে শেষে এই পরিণাম ?
 বহুশ্রমে মনুমত সঙ্কলন করে ।
 বিনা ব্যয়ে কাশীনাথ দিলা দেশ ভরে ।
 পুনরায় সেই বীজ করিনু রোপণ ।
 দেখি কিনা সুবৃক্ষের হয় আরোহণ ॥
 লিখিলাম পরিণয়ে মেল প্রয়োজন ।
 যেকূপ অনুজ মম করিল বর্ণন ॥
 সাতাইশ সঙ্কজ ব্যাপ্ত বহু দূরদেশ ।
 অষ্ট নগরাধিকারে সীমার নির্দেশ ॥
 সমাজ বাহিরে স্বর স্থান দোষ তার ।
 সমাজ মধ্যেও আছে স্থানের বিচার ॥
 সমাজ মধ্যেতে কার্যে বর্জিতে না যায়
 স্থানবাস ভেদে মান হ্রাস বৃদ্ধি পায় ॥
 দত্তদেব কর আদি রাঢ়ীর সংজ্ঞিত ।
 আদি হ'তে আছে বৈদ্য সমাজে গৃহীত
 বাপীধর বহুক্রিয়া আছে বঙ্গদেশে ।
 আদি হ'তে ধর বঙ্গ বরেন্দ্রে প্রকাশে ॥
 "যেনা থাইল বাপী ধরয়ে ভাত ।
 বৈদ্য কিনা বৈদ্যকিছু সন্দেহ আছে তাত
 তথাপি শুনিতে নাম বৈদ্যে ধরকর ।
 কোন বংশমনে আসি গায়ে আসে জর
 রাজ সোম নন্দী কুণ্ড রক্ষিতাদি যোগে
 হেন মনে লয় বৈদ্যকুল নাহি থাকে ॥
 যে বরেন্দ্রে হেনরূপ বৈদ্যবাসস্থান ।
 সে বরেন্দ্রে বাসে বৈদ্যকুল নাহি পান ॥

রৌহা টীকনি ষামতলী সমাজে গণিত
 রৌহাবাসে বুরুণের কুল বিবর্জিত ॥
 হীনের সংগ্রবে হীন সাধ্যাদি যে ছিল
 তার সংগ্রবেও কত কুল লুকাইল ॥
 "দণ্ডপাণি দণ্ডাঘাতে লোকনাথ হীনকুল
 বিড়ালের আচড় কামড়ে নীলান্বর নিস্কুল
 পূণ্যভূমি নবদ্বীপে আছে বঙ্গমেল ।
 বরেন্দ্র সন্নিধি বলি ন্যূন সেই মেল ॥
 বাণীবহু আদি স্থান বরেন্দ্র সন্নিধি ।
 তাই মুখ্য মেল হ'তে ন্যূনত্বের বিধি ॥
 ষান্দারপাড়া যশোহরে বিশেষে গৃহীত ।
 ফরিদপুর অন্যস্থান দেশমেল স্থিত ॥
 ষান্দারপাড়া বিক্রমের কুলক্রিয়া জানি ।
 ফরিদপুর উত্তরাংশে ক্রিয়া নাহি শুনি ॥
 ফরিদপুর শালঙ্কান সংগ্রাম সাহস্থান
 যশোহর মুখ্যমেল হতে ন্যূনমান ॥
 বহুস্থান ন্যূনমান বিক্রমপুর হতে ।
 পরিচয় বহিরাছে নিয়ত ক্রিয়াতে ॥
 বিক্রমপুরে মুখ্যস্থান শ্রেষ্ঠ মেলাবিত ।
 পার্শ্ববর্তী কয়স্থান ম্যুনেতে গণিত ॥
 ষটক বিচারে সদা বিক্রম রক্ষা পায় ।
 আরো রক্ষা করিলেক বিস্তৃত মেঘনার
 সাতাইশ সমাজ মধ্যে ভাটী নাহি ছিল
 সিদ্ধিকাঠী কালক্রমে সিদ্ধ স্থান হল ॥
 ভাটীদেশে গ্রামান্তরে আর আর স্থান
 মৌলীক কুলীনযোগে বিদিত সম্মান ॥
 সিদ্ধিকাঠী যশোহর মেলে প্রাপ্ত স্থান ।
 আর আর স্থান দেশ মেলেতে বিধান ॥

যশোহর মেল সঙ্গে তুল্য ভাবধরে ।
 এখনো এমন স্থান নাহি বিক্রমপুরে ॥
 ফুলশ্রীতে দোষাত্মক লিখে কাটহার ।
 সিদ্ধিকণ্ঠী সমহলে শুদ্ধিতে বিচার ॥
 বরেন্দ্রের পর্শ বলি বলে বাজুদেশ ।
 বৈদ্যকায়েখাদি মেলে রয়েছে নির্দেশ ॥
 নারিনার পশ্চিমেতে বাজু মেলধরে ।
 বরেন্দ্রের সঙ্গে বাজু বহুক্রিয়া করে ॥
 কিন্তু বাজু বাসে কুল সমূলে না যায় ।
 যদিও আশাত বহু উর্দ্ধমেলে পায় ॥
 ক্রমে হল সিদ্ধবংশ বহু বৈদ্যস্থান ।
 বৈদ্যমেল মধ্যে ক্রমে লভিলেক মান
 বাজুদেশ নহে বৈদ্য সমাজে বর্জিত ।
 সাতাইশ সমাজ মধ্যে দাসোতা গণিত
 সমাজ মধ্যেতে স্থান ইদৌলপুর নাম ।
 সমাজে ইদৌলপুর অল্প বৈদ্যগ্রাম ॥
 ধাউনকা লক্ষ্মীদিয়া অল্পগ্রাম সাহসপুর
 সংলগ্ন অপর গ্রাম নামে দাউদপুর ॥
 লক্ষ্মীদিয়া বহুক্রিয়া ভুলুয়ার সনে ।
 দাউদপুরে সর্বক্রিয়া যশোহর স্থানে ॥
 বিশেষতঃ গ্রামে উচ্চ বিবিধ কুলীন ।
 দাউদপুর লক্ষ্মীদিয়া আস্মান জমিন্ ॥
 সাহসপুর সর্বক্রিয়া বরিশালে হয় ।
 কারো কারো যশোহরে ক্রিয়ার উদয় ॥
 সমাজ গৃহীত স্থান হইলেক শেষ ।
 বহিষ্ঠান কথা কিছু বলিব বিশেষ ॥
 ভুলুয়া ডাটরা আর তিফা পরগণায় ।
 নীতি বিপর্যয় নাহি সদা শুনাযায় ॥

সাচার গজারি আদি পূর্বদেশ বাসে ।
 নীতি বিপর্যয় নাহি নাহি আশ্রদেশে ॥
 কিন্তু ক্রিয়াবিত্ত সদা উত্তর সহিত ।
 দক্ষিণ হইতে স্থান অধিক নিন্দিত ॥
 কুমিল্লা দক্ষিণ আর নোয়াখালী স্থান ।
 একদেশ পরস্পর বহুক্রিয়া বান ॥
 তথাপি ভুলুয়া এই মেলেতে প্রধান ।
 বাজাপ্তি কাকনপুর খাত দুই স্থান ॥
 পশুকুল নয় বংশ আছে বাজাপ্তিতে ।
 সবিশেষ সম্মানিত আছে সম্মেলেতে ॥
 পশুনয় একবংশ পাঞ্জীর লিখন ।
 ধারানামা ভাবে কেহ আদি পশুকন ॥
 সমাজ বাহির স্থান পূর্বোত্তর মেলে ।
 রোধিবেক অধোগতি কখনো না মিলে
 সদা ত্রুতে উর্দ্ধগতি করিবে রক্ষণ ।
 তা হলেই না হইবে সমাজ পতন ॥
 শুন শুন বহিষ্ঠাসী বৈদ্য বংশগণ ।
 হইয়াছে যাহা ছিল ললাট লিখন ॥
 শুদ্ধস্থান বৈদ্যকুল না করিবে নাশ ।
 মুখামেলে কন্যাদানে না করিও আশ ॥
 চাহিলেও না করিও কন্যা সমর্পণ ।
 ইচ্ছায় অর্পিলে কন্যা করিবে গ্রহণ ॥
 হলেও বিশুদ্ধ তুমি এ কথা রাখিবে ।
 বহিষ্ঠাসী মেল কন্যা শুদ্ধে নাহিদিবে ॥
 দরিদ্রে কন্যাদানে মুখ নাহি হয় ।
 বিনাকলে শুধুকুলে হবে পাপাত্মক ॥
 সমাজ পতিক দিবে সমচিত্ত মান ।
 পুরুষানুক্রমে যথা কুলের সম্মান ॥

যদি বা সমাজপতি দরিদ্রও হয় ।
 বিশেষ সম্মান তার সমুচিত হয় ॥
 সমাজপতি না যান সদা সর্বস্থানে ।
 যদি কোথা সমানীত হন সম্মানে ॥
 তর্কস্থলে জিজ্ঞাসিত হইলে বিধান ।
 দোষ গুণ ভাবাতাবে চাহি পূর্ণজ্ঞান ॥
 ঘটক আহ্বান ভিন্ন কোথা না যাইবে ।
 তর্কস্থলে কে উচিত পরামর্শ দিবে ॥
 সুসম্ভ্রান্ত সমাজের পতি আখ্যা যার ।
 চাহি মানোচিততার ন্যায় ব্যবহার ॥
 সাতাইশ সমাজ মধ্যে বৈদ্যের বিস্তার
 যাহা পূর্বে লিখিনাই লিখিলাম আর ॥
 সেনহাটী অরবিন্দ মুখ্য বাসস্থান ।
 কালিয়াতে বহু বংশ করে অবস্থান ॥
 বেন্দাতেও আছে নাকি অরবিন্দ বাস ।
 আঠার খাদাতে কেহ নিয়াছে নিবাস ॥
 ফরিদপুর বাণীবহু অরবিন্দ স্থান ।
 ছল্লালি গ্রামেতে কেহ করেছে গ্রহণ ॥
 পালঙ্গ সোনারঙ্গ কেহ করে নিবসতি ।
 সিদ্ধিকাঠী পনাবাইলা মাইলাড়া রণমতী
 বিষ্ণুদাস সেনহাটীতে আছে কয় ঘর ।
 ধুড়ৈড়া অঞ্চলে নানা গ্রামে বহুতর ॥
 কাজলিয়া সেনদিয়া আর কানৈরায় ।
 কত ঘর রহিয়াছে খান্দার পাড়ায় ॥
 কুরাশী গ্রামেতে বিষ্ণু সোনারঙ্গ আর ।
 সিদ্ধিকাঠী পনাবাইলা মাইলাড়া চল্লহার
 ঘটক বিশারদ বংশ বেন্দা আদি স্থান ।
 বিক্রম ভূমিতে বহু করেছে গ্রহণ ॥

বিদগাঁ বরালিয়া আর টঙ্কীবাড়ী আদি
 মুখাম্বলে নিজ বলে বসে নিরবধি ॥
 সোনারঙ্গ মধ্যপাড়া পালঙ্গ মগর ।
 ঘটক বিশারদ বংশ আছে কত ঘর ॥
 বিক্রমপুরে বাণীগাও আর ভরা কর ।
 কার্ণবংশ নিবসতি আছে বহুতর ॥
 কার্ণ কেহ শান্তিপুর ছোট কালিয়ায় ।
 বাণীবহু দৌলতপুর নিলখীতে যায় ॥
 ভাট্টদেশে সিদ্ধিকাঠী কোটালী পাড়ায়
 কীর্তিপাশা পনাবাইলা মাইলাড়া গলিয়ায়
 কার্ণবংশ কেহ নাকি গেল বেল বরে ।
 বরেন্দ্র মধ্যেতে রাজসাহী জিলাস্তরে ॥
 কীর্তিপাশা আদিস্থান কোটালী পাড়ায়
 ঘটক বিশারদ বংশ কেহ কেহ যায় ॥
 রুণশী নামেতে গ্রাম কার্ণের আবাস ।
 বাউকাঠী আছে নাকি কার্ণের নিবাস ॥
 দাসোরাতে কার্ণবংশ কেহ গিয়াছিল ।
 অতীত দুর্ভাগ্য কালে নিরবয় হল ॥
 বাঈজানি ইটনা আদি নয়ের বসতি ।
 বেন্দা কাশীয়ানি বাঁরৈপাড়া কারোস্থিতি
 গয়াশ পুরেতে আছে নয় বাসস্থান ।
 মস্তকা দৌলতপুর কারো কারো স্থান ॥
 খালিয়া মস্তকাপুরে আছে হীন নয় ।
 নয় বংশ বহু স্থানে কুল হীন নয় ॥
 বিক্রমেতে নয় বংশ তেলিবাগ গ্রামে ।
 রয়েছে প্রসিদ্ধ যহনন্দনের নামে ॥
 কাশীশ্বর বীরেশ্বর ভাই দুই জন ।
 অতি গুণে করিলেন কুল সুশোভন ॥

কাশীধর দুই পুত্র হল দিগ্বিজয় ।
 অগ্রজ অভাবে গৃহ অন্ধকার ময় ॥
 বিদগায়ে নয় বংশ আছে একধর ।
 নয় কাকবংশ অন্য আছে ভরা কর ॥
 নয় বংশ কেহ আছে কোটালী পাড়ায়
 বীটনা আঠক আর খালিস কোঠায় ॥
 মোহানী নয়ের বংশ খ্যাত পরিচয় ।
 মত কালীহাতি আরো রহিয়াছে নয় ॥
 ইদীলপুর অন্তর্গত সাহসপুর গ্রাম ।
 সেখানেও আছে নাকি নয় দাস ধাম ॥
 মরকুটী নামে গ্রাম মালতী মগর ।
 রাজসাহী বগুড়ায় নয়দাস ঘর ॥
 বেঙ্গা ছোট কালিয়ায় ঈশান বংশ বাস
 বিক্রমপুর বিদগ্রামে কাহারো নিবাস ॥
 দৌগাছি নামেতে গ্রাম জিলা পাবনায়
 রামদাস নিবসতি আছে শুনা যায় ॥
 কেহ বলে রাম কেহ গিয়ে ভাটীমেলে ।
 ধারানাম ভুলে মিসে নরসিং কুলে ॥
 তেওতা মত ঘোড়াচড়া বাওনগাতি গ্রাম
 জয়শ্রী বিশিষ্ট সদা জয়দাস ধাম ॥
 জয়ে দিগ্বিজয়নামা সাহিত্য রতন ।
 বহু বিদ্বানের গুরু শ্রী টেমাচরণ ॥
 বৈদ্য রাজতুল্য ঘর ক্রীজয় শঙ্কর ।
 রাজশ্রী বিদিত যার দিগদিগন্তর ॥
 পূর্বে অরবিন্দ নাকি করিলা চন্দন ।
 হরিনাথ করেছিল মঞ্চ আয়োজন ॥
 গরিবংশ বিক্রমেতে শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ।
 ভারত বিস্তৃত নাম জাতি সুপ্রসাদ ॥

পাবনা জিলা ব্রহ্মখোলা রাজসাহী মাধবপুর
 বলে হর পুরোহিত আছে গণপুর ॥
 টেরকী তেওতা ভাঙ্গাবাড়ী বেজগাতিআর
 কবিবংশ নিবসতি ঘটকে প্রচার ॥
 তাড়াইল নামেতে গ্রাম মতনগর হাটী
 রহিয়াছে ত্রিলোচন বংশজের বাটী ॥
 কেতবা বাসালিয়া আর সহদেবপুর ।
 হাড়পাকা খ্যাতিধারী মদনের পুর ॥
 নালীকাঠালিয়া আর হরিণা বাকবাড়ী ।
 ঘটক কবীন্দ্র বলে উচলীর বাড়ী ॥
 পাবনা জিলা জিহরপাড়া নামে একগ্রাম
 শুনাযায় আছে নাকি বলভদ্র ধাম ।
 বাজুতে সাকড়াইল নাকি রাম নিবসতি
 স্মানের পালটী মেলে ভাবের সঙ্গতি
 বাজুতে টেরকী গ্রামে মাধবের বাস ।
 স্থানীয় পর্য্যায় দেখে ভাবের প্রকাশ ॥
 বেজগাতি পুঠিরাতে পাবনা রাজসাহী
 রহিয়াছে কেহ বলে মাধব কুলহুহি ॥
 বিন্নাটের বোয়ালিয়া সহদেবপুর ।
 বাজুদেশে শুনি কর স্থান হুহিপুর ॥
 ধানবান্ধি গয়লা আর পুঠিয়া যামতলী ।
 পাবনা রাজসাহীতে নাকি হুহিবংশাবলী
 সাকড়াইল রাণীগাঁ আর আটেরানামে গ্রাম
 হর পুরোহিত কহে পদ্মদাস ধাম ॥
 ইদীলপুর খাউনকা গ্রামে বৈদ্যবংশ বাস
 শক্তি ধরন্তরি গোত্র রয়েছে প্রকাশ ॥
 ইদীলপুর অন্তর্গত গ্রাম সাহসপুর ।
 রহিয়াছে শুনাযায় ভরদ্বাজপুর ॥

না না লোক হতে শুনি নানা পরিচয়
দ্বিতীয় খণ্ডেতে হবে বিশেষ নির্ণয় ॥
এক বৃক্ষ হতে পক্ষী নানাদিকে যায় ।
আহারের জন্য মাতৃ পাদপ হারায় ॥
কিন্তু স্ব কুলের কথা করিলে শ্রবণ ।
এমন কে আছে নাহি হয় আকর্ষণ ॥

যথাযোগ্য শক্তি যার বদ্ধহিতে ব্যবহার
করুন বাসিত সদা কুলাচর্য্যগণ ॥
শুন বৈদ্য পরিবার বলেযাই বারম্বার
হীন নীতি সর্ব জাতি হতে ।
সর্বদা পৃথক থেকে চির ভদ্রকুল রেখে
পবিত্র রাখিও কুলশ্রোতে ॥

সজাতির অনুকূল শ্রদ্ধেয় সকল কুল
শ্রবণেও প্রীতহয় মন ।
কিবা দারিদ্র্য পীড়িত, কিবা নীতি বিবর্জিত
যথা জাতি তথা আকর্ষণ ॥
সজাতি উৎকর্ষ ত্রুতে সত্যবাকর্ষিত চিতে
(বাস্তব নীর সর্ব সুযতন)
সমুদ্রের অঁককার দরিদ্রের ভীতিভার
বিমোচন অত্র প্রয়োজন ॥
যথায় জাতীয়োন্নতি সজাতি সহানুভূতি
প্রধানতঃ দেখি তার মূল ।
সজাতির পক্ষপাত নহে কভু ধর্ম পাত
যার বলে বলীরাজ কুল ॥
সমস্ত জগত যদি হত নিরপেক্ষ বাদী
সম্ভব হইত সদা সম দরশন ।
নিরপেক্ষ আশ্রয় গুণে কে বেড়েছে কোন্ দিগে
সজাতি সহানুভূতি সদা প্রয়োজন
যেখানে যে আশ্রয়জাতি লভে সদা ক্রমোন্নতি
কুললক্ষ্মী পদে আকিঞ্চন ।

হতে বৈদ্য কুলখণি উদিত পরশ মণি
সপ্তদ্বীপ যার গুণ গায় ।
প্রেম সুরধোণী শ্রোতে ত্রিভুবন ভাসাইতে
বুঝি বা উদিত বসুধায় ॥
কিন্তু আদি সৃষ্টি ধার হতে কত অবতার
লীলারানি হল অপহার ।
না হইলে মতান্তর নাহি হয় ধর্ম্মান্তর
কোন্ মত বুঝি বিধাতার ॥
শ্রীচৈতন্য সমুদিল প্রেমে বঙ্গ মাতাইলা
সন্ন্যাসে কি জাতি প্রয়োজন ।
কিন্তু অষ্টমতের ঘরে বসিতে আহার তরে
হরিদাসে না কৈলা গ্রহণ ।
গৌড় বৈষ্ণবাদি মেলে জাতি আছেগৃহীকুলে

কিন্তু কালে অবশেষে সিংহাসন হইয়া শেষে
না হইল জাতি উন্নয়ন ॥

ব্রহ্মরূপ আদি সৃষ্টি জাতিসৃষ্টি আর ।
মোহামোহ ভেদে নানা আচার নির্ণয় । হইল বিস্তারিত জাতি যথা দেশময় ॥
নব নব স্থানে নানা ভাবের সঙ্গতি । সিদ্ধ সাধ্যাদিতে বঙ্গ নানা ভাব স্থিতি ॥
নানা স্থান গতি আর স্থানের প্রভেদ । পরিণয় মেল আর নানা জাতি ভেদ ॥
বংশগতি গৌরবাদি জাতীয় মিলন । লিখিলাম প্রার্থনীয় সত্যের গ্রহণ ॥